শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নয়, আধুনিক বিশ্বেরও অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠিত এবং বিতর্কিত সাহিত্যিক হাওয়ার্ড ফাস্ট, যিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, গল্পকার, কবি, নাট্যকার ও সাহিত্য সমালোচক। জন্ম ১৯১৪ সালে, নিউ ইয়র্ক শহরের একটি শ্রমিক পরিবারে। শৈশব কাটে দুর্বিসহ এক দারিদ্রের মধ্যে। পারিবারিক প্রয়োজনেই তাঁকে মাত্র এগারো বছর বয়েসে কাজে যোগ দিতে হয়। খবরের কাগজ বিক্রি করা থেকে শুরু করে জলের কলসারানো মিস্ত্রির সহকারীপর্যন্ত, কয়েক বছরে হেনকাজ নেই যা তাঁকে করতে হয়নি।

শিল্পে মন্দার সময়ে, মাত্র সতেরো বছর বয়েসে রুজি-রোজগারের সন্ধানে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে পাড়ি দেন বিদেশে। এই সময়েই যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশ বিস্তীর্ণভাবে ঘুরে বেড়াবার অবকাশ পান। চরম হতাশা আর দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটালেও, সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে, বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হাওয়ার্ড ফাস্ট একের পর এক রচনা করতে থাকেন অজস্র ছোট গল্প আর উপন্যাস।

১৯৩৩ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুই উপত্যকা' যখন প্রকাশিত হয়, হাওয়ার্ড ফাস্টের বয়েস তখন মাত্র উনিশ। চাকরি-বাকরির ব্যাপারে তেমন সুবিধে করতে না পেরে কয়েক বছর বাদে আবার দেশে ফিরে আসেন এবং আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এর জন্যে তাঁকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, কারাবরণ করতে হয়েছে একাধিকবার। একদিকে সাধারণ মানুষ—তাদের দুঃখ-বেদনা আশাআকাঙ্খা ব্যর্থতা-সংগ্রাম যেমন তাঁকে নাড়া দিয়েছে গভীর ভাবে, অন্যদিকে তেমন মানব-সভ্যতার প্রাচীন সংস্কৃতি আর গৌরব দিয়েছে তাঁকে গভীর ব্যাপ্তি ও মননের সূক্ষ্মতা। সব মিলিয়ে হাওয়ার্ড ফাস্ট আমেরিকার এমনই এক দুর্লভ ধরনের সাহিত্যিক, যাঁকে আপ্রাণ উপেক্ষা করার চেষ্টা সত্ত্বেও—'আজাদী সড়ক,' 'শেষ সীমান্ত,' 'স্পার্টাকাস,' 'সাকো ভ্যানজেত্তি'-র মতো তাঁর এক একটা উপন্যাস বিক্রি হয়েছে লক্ষ লক্ষ কপি, অনূদিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়।

উপরুক্ত উপন্যাসগুলির মতো 'লোলা গ্রেগ'-ও হাওয়ার্ড ফাস্টের এক অনন্য সৃষ্টি। আশ্চর্য নিষ্পাপ অথচ দুর্দম একটি চরিত্র, লোলা গ্রেগকে কেন্দ্র করেই এই কাহিনী, যা একটি মাত্র দিনের ব্যাপ্তিতে সীমাবদ্ধ—অথচ কাহিনী-বিন্যাস, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও গভীর মননশীলতায় এই উপন্যাসটি বিশ্বসাহিত্যেরও একটি অমূল্য দলিল। এই উপন্যাসের

নায়ক রজার গ্রেগের উপস্থিতি বরাবরই একটা আবাহ-সংগীতের মতো কাজ করে গেছে গোপন অন্তরালে। নায়িকা লোলা গ্রেগই কাহিনী-টাকে টেনে নিয়ে গেছে দুর্বার গতিতে। এই উপন্যাসটি প্রসঙ্গে হাও-য়ার্ড ফাস্ট নিজেই বলেছেন : "এই কাহিনীর জন্যে বিভিন্ন সূত্রে যেসব তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছি, তাকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব ছিলো না। আসলে এই আশ্চর্য মর্মন্তুদ কাহিনীটি আমার মনের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলো রবার্ট টম্পসনের প্রকৃত ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই।

টম্পসন ছিলেন স্পেন গৃহযুদ্ধের একজন অভিজ্ঞ সৈনিক, আব্রাহাম লিঙ্কন ব্রিগেডের সেনাধ্যক্ষ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর ভূমিকা ছিলো আমাদের দেশের মহান একজন নায়কেরই মতো। দক্ষিণপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কর্তব্যপরায়নতা ছাড়াও অসম সাহসিকতার জন্যে তাঁকে 'ডিসটিনগুইসড্ সার্ভিস ক্রশ'-এর মতো সম্মানেও ভূষিত করা হয়েছিলো, যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দিক থেকে দ্বিতীয় এবং সামরিক মর্যাদার দিক থেকে সর্বোচ্চ সম্মান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টিতে সক্রিয় কর্মী হিসেবে যোগ দেন এবং 'স্মিথ অ্যাক্ট'-এর কবলে পড়ে বহুবার কারারুদ্ধ হন।

একবার টম্পসন যখন জামিনে মুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ আত্মগোপন করেন এবং ওই ভাবে এক বছরের বেশি পার্টির কাজ করে যান, পরে এফ. বি. আই-এর ফাঁদে ধরা পড়েন। তখন তাঁকে ক্যালি-ফোর্নিয়ার গোপন আস্তানা থেকে নিয়ে আসা হয় নিউ ইয়র্ক শহরের কারাগারে। সেখানেই তিনি অতর্কিতে ক্রোটিয়ান একজন ফ্যাসিস্ট বন্দীর দ্বারা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হন। যেহেতু কমিউনিস্ট, সেই অছিলায় কারাগারে কাউকে হত্যার প্রচেষ্টা এটাই প্রথম নয়, তবু এই ঘটনার মর্মান্তিক কয়েকটা দিকই আমার মনে প্রথম কাহিনীটিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলো। সেই দিক থেকে বলা যায়, এই কাহিনীটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি।"

দীপ্ত চেতনার আলোকে 'লোলা গ্রেগ' হাওয়ার্ড ফাস্টের সত্যিই এক অবিস্মরনীয় উপন্যাস, যা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অনুবাদের মাধ্যমে হলেও, সচেতন পাঠকদের বিপুল আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারবে, অবশ্য অনুবাদের মান সম্পর্কে বিচারের দায়িত্ব সম্পূর্ণ বিদগ্ধজনের।

অসিত সরকার

আমার প্রিয়ার ছায়ায়—

রেণুকা প্রকাশনীর অন্য একটি সংকলন

নীল দরিয়ার আতঙ্ক

অনুবাদ ও সম্পাদনা

অসিত সরকার

অন্য দুটি প্রকাশিতব্য সংকলন

ল্যাটিন আমেরিকার গল্পসংগ্রহ

কিউবার কবিতাসংগ্রহ

অনুবাদ ও সম্পাদনা

অসিত সরকার

কালো পনটিয়াকটা ধীরে ধীরে গেলারের 'ক্রিমকুইন ডেয়ারি ও মুদি-খানা' দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু শান-বাঁধানো রাস্তার কিনারটা গাড়িতে গাড়িতে একেবারে ঠেসে থাকায় পনটিয়াকটাকে রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। ভেতরে বসে রয়েছে দুজন লোক। ওদের মধ্যে যিনি বয়স্ক, কোলের ওপর রাখা ব্যাগটা থেকে কিছু কাগজপত্র বার করে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন। মার্চের রোদ ঝলমলে এক স্বচ্ছ সকাল। শহরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝিরঝিরে পশ্চিমা বাতাসে জড়িয়ে রয়েছে প্রথম বসন্তের মিষ্টি একটা আমেজ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একজন পুলিস দ্বিতীয় সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো। নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন মুখটাতে ফুটে উঠেছে একটা বিরক্তির ভাব। একটু ঝুঁকে গাড়ির চালককে সে বললো :

'উঁহু, এখানে দাঁড়াবেন না। আর যদি একটুও দেরি করেন, আমি কিন্তু পনেরো ডলার জরিমানা করতে বাধ্য হবো।'

'সত্যিই আমি দুঃখিত।' অত্যন্ত নম্র ভাবেই গাড়ির চালকটি জবাব দিলো। বয়েসে সে নিতান্তই তরুণ, খুব বেশি হলে ত্রিশ। পরিষ্কার কামানো চিবুক, ছোট ছোট ছাঁটা চুল, পরণে কাঠ কয়লা রঙের ধূসর পশমী স্যুট। 'আমি জানি এভাবে রাস্তার ওপর দাঁড়ানোটা নিয়মবিরুদ্ধ, তবু আশা করি এটা দেখলে আপনি আর আপত্তি করবেন না।' পকেট থেকে চামড়ার ছোট পাশ-বইটা বার করে সে পুলিস কর্মচারীটিকে দেখলো।

চকিতে সম্ভ্রমে পুলিস কর্মচারীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই সে বললো, 'নিশ্চয়ই, আপত্তি করার কোনো প্রশ্নই আসে না। এভাবে বিব্রত করার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত। তবে, বুঝতেই পারছেন...'

'নিশ্চয়ই, আপনি তো আপনার কর্তব্যই করেছেন। আসলে মুশকিল কি হয়েছে জানেন, এখানে যে কতক্ষণ লাগবে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারছি না—হয়তো দশ মিনিটে মিটে যেতে পারে, আবার এক ঘণ্টাও লাগতে পারে। আশা করি ততক্ষণ আমরা এখানে অপেক্ষা করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, যতক্ষণ খুশি। যদি কিছু মনে না করেন, জিগেস করতে পারি কি কোথায় যাবেন?'

'সামনের ওই মুদির দোকানটায়।'

'ও!' কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে পুলিস কর্মচারীটি কি যেন ভাবলো, তারপর অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা ফুটিয়ে বললো, 'আমি সামনের মোড়ের মাথাতেই রয়েছি। কিছু প্রয়োজন হলে জানাবেন।'

কোনো জবাব না দিয়ে তরুণ চালকটি নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। পুলিস কর্মচারীটি ফিরে যাবার পরেও ওরা দুজনে গাড়ির মধ্যে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইলো, তারপর গাড়ি থেকে নেমে মুদিখানাটার দিকে এগিয়ে গেলো। বয়স্ক ভদ্রলোক যিনি, কোলের ব্যাগটা এখন হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছেন—থল থলে মাংসল চেহারা, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মতো গোলগাল ভরাট মুখ, ওয়েস্টকোটের বোতামগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসা ভুঁড়ির ওপর শক্ত করে আঁটা, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা।

কথা বলতে বলতে ওরা যখন দোকানের ভেতরে ঢুকলো, সেই সময় অন্য কোনো খদ্দের ছিলো না। কেবল কাউন্টারের ওপারে দাঁড়িয়ে ছিলেন বছর ষাটেকের টাক মাথা এক বৃদ্ধ, আর মুখে ব্রণোর দাগে ভরা একজন তরুণ পেছনের দিকের তাকগুলো ঝাড়মোছ করছিলো।

'আপনিই কি মিস্টার গেলার?' সোনালী চশমা চোখে লোকটি প্রশ্ন করলেন। এবং টাক মাথা বৃদ্ধ যখন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন, ভদ্রলোক তখন মিস্টার কান হিসেবে নিজের পরিচয়

দিলেন। 'আমি ফেডারাল বুরো অফ্ ইনভেস্টিগেসন থেকে আসছি।' অত্যন্ত নম্র ভাবেই উনি কথাগুলো বললেন এবং চামড়ার ছোট ব্যাগ থেকে নিজের পরিচয়পত্রটা বার করে বৃদ্ধকে দেখালেন। 'ইনি আমার সহকর্মী, মিস্টার কেলি। যদি কিছু মনে না করেন, আমরা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, মিস্টার গেলার। আশা করি আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।'

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর এবং আচরণ, উভয়ই যেমন মার্জিত, তেমনি শোভন। তা সত্ত্বেও মনে হলো মিস্টার গেলারের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কে যেন নিঃশেষে মুছে নিয়েছে এবং এমন অসহায়ের মতো উনি কাউন্টারটা আঁকড়ে ধরলেন যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে উনি বুঝি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু কেলি বা মিস্টার কান এ ব্যাপারে আদৌ কোনো গুরুত্ব দিলেন না। কেননা এই ধরনের প্রতিক্রিয়া তাঁদের প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করতে হয়, তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বজ্র-কঠিন বাহু যে কত শক্তিশালী এবং তাঁরা সেই সরকারেরই প্রতিনিধি—এই ধরনের প্রচ্ছন্ন একটা অহমিকা বোধের জন্যে তাঁরা গর্বিতও। এবং একই দৃষ্টিকোণ থেকে মিস্টার গেলারও যে স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন সেটাও তেমন কিছু বিচিত্র নয়।

'আমার কিন্তু গোপন করার মতো কিছু নেই,' অসহায়ের মতো মিস্টার গেলার কোনো রকমে উচ্চারণ করলেন, 'বিশ্বাস করুন, সত্যিই কিছু নেই।'

'আমরা জানি—নেই', সেই একই বিনীত ভঙ্গিতে মিস্টার কান জবাবটা ফিরিয়ে দিলেন। 'আমরা আপনার ওপর আগ্রহী নই, আপনার একজন খদ্দের সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।'

চকিতে মিস্টার গেলারের মুখের রক্তিম আভাটা আবার ফিরে এলো। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে উনি ব্রণোর দাগে ভরা ছেলেটির দিকে তাকালেন, যে তখন হাতের কাজ থামিয়ে হাঁ-করে ওঁদের কথাবার্তা শুনছিলো। ছেলেটিকে উনি বললেন, 'লিয়ন, ও কাজ এখন

থাক। তুমি বরং এখানে এসে খদ্দেরদের জন্যে একটু অপেক্ষা করো।' তারপর উনি মিস্টার কানের দিকে ফিরলেন। 'যদি আপত্তি না থাকে, চলুন আমরা ভেতরে গিয়ে বসি, সেখানেই কথা বলা যাবে। আসলে কি জানেন, কখনও তো পুলিসের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হয়নি… এফ. বি. আই. শুনলেই বুকের মধ্যে কেমন যেন ধড়ফড় করে।' বৃদ্ধ হাসলেন। মিস্টার কান কিন্তু সে হাসির জবাব ফিরিয়ে দিলেন না, শুধু ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন ভেতরে গেলে যদি ভালো ভাবে কথা বলা যায় তো যেতে রাজি আছেন, কেননা কথা বলার জায়গা সম্পর্কে ওঁদের আদৌ কোনো মাথাব্যথা নেই।

দোকানের একেবারে পেছন দিকে, ডিমের ঝুড়ি আর কৌটোয় ভরা খাবারের বাকসে প্রায় ঠাসা ছোট ঘরটায় মিস্টার গেলার তাঁর অতিথিদের নিয়ে এলেন এবং এরই মধ্যে কোনো রকমে ছুটো জীর্ণ চেয়ার পেতে তিনি ওদের বসতে দিলেন। মিস্টার কান এমন একটা জায়গা বেছে নিলেন, যেখান থেকে খোলা দরজা দিয়ে সম্পূর্ণ দোকানটাই পরিষ্কার দেখা যায়। চেয়ারে বসে অত্যন্ত সন্তর্পণে উনি যে ভাবে চামড়ার ব্যাগটা হাঁটুর ওপর রাখলেন, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেলো, উনি যে শুধু খুঁতখুঁতে স্বভাবের রুচিসম্পন্ন কোনো মানুষ তাই নন, রীতিমতো দৃঢ়চেতা ধরনের স্থির সংকল্পের মানুষও বটে। নিজে না বসে কেলি অবশ্য বৃদ্ধকে বসার জন্যে অনুরোধ করলো, কিন্তু মিস্টার গেলার যেন দাঁড়ানোটাকেই বেশি পছন্দ করলেন। আসলে উনি এত সরল আর সাধাসিধে ধরনের মানুষ যে এটা নিতান্তই সাধারণ একটা জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনা এবং ওদের সাহায্য কারাটা তাঁর নাগরিক কর্তব্য, এই ধরনের সান্ত্বনায় নিজের মনকে আপ্রাণ শক্ত করে তোলার চেষ্টা করা সত্ত্বেও উনি ওদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি, কেননা মনে মনে উনি তখন সত্যিই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। ওঁর ভঙ্গিটা এমন, যেন দাঁড়িয়ে থাকলেই ওরা তাড়াতাড়ি চলে যাবে, আর ওরা চলে গেলেই উনি

আবার ওঁর খদ্দের দোকান আর তিনটে সুপারমার্কেট—যাদের সঙ্গে প্রতিনিয়তই পাল্লা দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে কোনো রকমে টি'কিয়ে রাখতে হচ্ছে, সেই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারবেন।

'আমার কোন্ খদ্দের সম্পর্কে আপনারা জানতে চান?' কৌতূহলের চাইতে আশঙ্কাই তখন দুর্মর হয়ে উঠছে বৃদ্ধের মনে।

'লোলা গ্রেগ।'

'ও!'

'আপনি খুব একটা বিস্মিত হননি, তাই না মিস্টার গেলার?'

'হ্যাঁ, কিছুটা তাই।'

'উনি কি আপনার বন্ধু?'

'আমার সব খদ্দেররাই বন্ধু। আবার কেউই আমার বন্ধু নয়। একজন দোকানদারের ক্ষেত্রে সচরাচর যেমনটা ঘটে।'

রুমাল বের করে বৃদ্ধ কপালের ঘাম মুছলেন। দ্রুত হয়ে উঠেছে বুকের স্পন্দন। আতঙ্কের চাইতে উনি তখন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন সব চাইতে বেশি।

'ভদ্রমহিলাটি সম্পর্কে আপনি কি জানেন?'

'তেমন কিছুই না। এখানে আসেন, জিনিসপত্র কেনেন, আবার চলে যান।'

'প্রতি দিনই কি আসেন?'

'প্রায় প্রতি দিনই আসেন।'

'উনি সুপারমার্কেটে যান না কেন? বেশি দাম দিয়ে জিনিসপত্র কেনার মতো পয়সা ও'র নিশ্চয়ই খুব একটা নেই?'

'না।'

'তাহলে সুপারমার্কেটে না গিয়ে এখানে আসেন কেন?'

'আমার এখানে জিনিসপত্রের দাম সুপারমার্কেটের চাইতে খুব একটা বেশি নয়···প্রায় সমান বললেই চলে। তাছাড়া আমাকেও তো বাঁচতে হবে। আমি এখানে তেত্রিশ বছর রয়েছি···এখানে, ঠিক

এই দোকানটাতে।'

'আমরা আপনার ব্যবসায় নাক গলাতে চাই না, মিস্টার গেলার।' কেলি এই প্রথম ওঁদের দুজনের কথার মধ্যে বাধা দিলো।

মিস্টার কান সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে সমর্থনের ভঙ্গিতে এমন ভাবে হাসলেন, যেন অনুগ্রহ করে কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে উনি সত্যিই কৃতার্থ, তারপর বৃদ্ধের দিকে ফিরে বললেন, 'সুপারমার্কেট সম্পর্কেও আমাদের তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই। আমরা শুধু জানতে চাইছিলাম—লোলা গ্রেগ এখানে কেন আসেন? নিশ্চয়ই এখান থেকে ধারে জিনিসপত্র কেনেন?'

'সুপারমার্কেটের পক্ষে যেটা সম্ভব নয়, আমাদের মতো ছোট ছোট দোকানদারদের ক্ষেত্রে সেটাই টিঁকে থাকার একমাত্র সুযোগ, মিস্টার কান।'

'অবশ্যই। আচ্ছা, বর্তমানে লোলা গ্রেগের ধারের পরিমান কত হবে?'

'সব বিলের হিসেব আমার মনে নেই।'

'তিনশো কুড়ি ডলার হতে পারে বলে কি আপনার মনে হয়?'

বৃদ্ধ মনে মনে চমকে উঠলেন। স্তব্ধ বিস্ময়ে ভ্রূ কুঁচকে উনি কানের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কেনই জানি ওঁর বুকের স্পন্দন তখন আরও দ্রুত হয়ে উঠেছে। ঢোক গিলে কোনো রকমে বললেন, 'হতে পারে, তবে আমি সুনিশ্চিত নই।'

'লোলা গ্রেগের মতো সাধারণ একজন মহিলার তুলনায় টাকাটা কি বড্ড বেশি নয়, মিস্টার গেলার?'

'আমার যে কোনো খদ্দেরের তুলনায় অনেক বেশি। এমন কি, হয়তো আপনার তুলনায়ও অনেক বেশি, মিস্টার কান। কিন্তু কি করবো বলুন, আমি তো ওঁকে কেটে ফেলতে পারি না? তাতে আর যাই হোক না কেন, আমার টাকটা তো আর পাওয়া হবে না। উনি যখন যেমন পারেন, আস্তে আস্তে আমাকে শোধ করে দেন।'

'উনি সাধারণত কি সম্পর্কে আলোচনা করেন—রাজনীতি ?'

'আমার কোনো খদ্দেরই রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করে না। ওরা সাধারণত জিগেস করেন কোন্ জিনিসের কত দাম।'

'আমি কিন্তু শুধু লোলা গ্রেগের কথাই জিগেস করছি, মিস্টার গেলার।'

'জানি।'

'উনি কি রাশিয়া, স্পেন, ফ্যাসিবাদ—এ সব সম্পর্কে আলোচনা করেন ?'

কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে বৃদ্ধ অপলক চোখে কানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লেন।

'কিন্তু আমি জানি, উনি করেন। আচ্ছা, আপনার রাজনৈতিক মতামত কি, মিস্টার গেলার ?'

'আমার কোনো রাজনৈতিক মতামত নেই। বিশ্বাস করুন, ওসব করার সময়ও নেই।'

'আচ্ছা, খুব সম্প্রতি লোলা গ্রেগকে দেখে আপনার কি মনে হয়েছে ? মানে, এমন কি মনে হয়েছে—কোনো ব্যাপারে উনি খুব মুষড়ে পড়েছেন বা হতাশ হয়েছেন ?'

'দেখুন, এই বুড়ো বয়েসেও বারো ঘণ্টা সমানে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে পরিশ্রম করতে হয়।' বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর শুনে স্পষ্টই বোঝা গেলো উনি বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। 'আমার কোন্ খদ্দের মুষড়ে পড়েছে বা হতাশ হয়েছে—ওসব দেখার সময় নেই।'

'উনি কখন এখানে আসেন ?'

'সাধারণত দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে।'

'ওঁকে কেমন দেখতে ?'

'কাকে কেমন দেখতে সেটা আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলা খুবই মুশকিল। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায়—বেশ ভালোই দেখতে। ত্রিশ বত্রিশ বয়েস। দুটো বাচ্ছা আছে। স্বামীর রোজগারের পয়সায়

কোনো রকমে চলে যায়। হালকা বাদামী ধরনের চুল। সব মিলিয়ে ভদ্রমহিলাকে খুব একটা খারাপ দেখতে নয়।'

'ঠিক আছে, মিস্টার গেলার; আপনার কাছ থেকে আমাদের যা জানার ছিলো জানা হয়ে গেছে। এখন বরং আপনি কাউন্টারে গিয়ে খদ্দের দেখাশোনা করুন। উনি যখন আসবেন, আমাদের দিকে ফিরে একটু ইশারা করবেন। যদিও আমার ধারণা আমারা ওঁকে চিনতে পারবো, তবু আপনি আমাদের জানাবেন। উনি না আসা পর্যন্ত আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।'

'হয়তো আজ নাও আসতে পারেন।'

'তখন মিছি মিছি অপেক্ষা করে আমাদেরও বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হবে।'

অসহায়ের মতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বৃদ্ধ আবার তাঁর নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। কেমন যেন একটা ফাঁকা, তিক্ত অনুভূতি ঘনিয়ে উঠেছে তার বুকের মধ্যে। নিজেকে তাঁর অসুস্থ মনে হচ্ছে, কিন্তু এখন আর ভয় করছে না। তাঁর অভিশপ্ত বোঝাটা অন্য কে একজন যেন স্বেচ্ছায় তুলে-নিয়েছে নিজের কাঁধে। এখন আর নতুন করে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না, ব্যহত করা হবে না তাঁর জীবন-যাত্রার ধারাকে। তবু দোকানঘরের ভেতরে, যেখানে দুজন মানুষ বসে রয়েছে, তিনি যেন সেদিকে ফিরে তাকাতেও সাহস পাচ্ছেন না, যদিও বারবার তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে ওদেরই ওপর।

প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ লোলা গ্রেগ দোকানে এলো, ওর সঙ্গে বছর চারকের যুটযুটে একটা মেয়ে। বয়েসের তুলনায় বরাবরই বাচ্চাটাকে কেমন যেন গম্ভীর মনে হয় এবং মিস্টার গেলার ওকে কখনও হাসতে দেখেননি। ওর ভাই রজার কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। গত শরতে সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে—খুব বেশি হলে বছর সাতেক বয়েস, কিন্তু রীতিমতো দীপ্ত প্রতিভায় যেন ঝলমল করছে। অবশ্য মিস্টার গেলার কোনোদিনই এসব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার প্রয়োজন

বোধ করেননি, যেন আজই প্রথম উপলব্ধি করছেন।

মা আর মেয়ে দোকানে প্রবেশ করার আগেই মিস্টার গেলার পেছন ফিরে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং মিস্টার কান আগে থেকেই কাগজ আর পেনসিল নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন, এবার কেলিকে বললেন, 'ছবির সঙ্গে তো খুব একটা মিল দেখছি না! আসলে, আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি, আমাদের তোলা ছবি খুব একটা ভালো হয় না। কেলি, তুমি বরং ওঁর বর্ণনাটা দিয়ে যাও, আমি টুকে নিই। আমি জানি এসব ব্যাপারে তোমার চোখ আমার চাইতে অনেক বেশি সূক্ষ্ম।'

'ওকে, বস্। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। ওজন একশো কুড়ি পাউণ্ড। হালকা বাদামী চুল···না, তার চাইতে বরং বলা ভালো, সোনালী একটা আভা রয়েছে। আলোর জন্যে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না। গায়ের রঙ আশ্চর্য উজ্জ্বল আর মসৃণ। ডান হাতের মধ্যমায় একটা আংটি ছাড়া অন্য কোনো চিহ্নই চোখে পড়ছে না। টানা টানা ধূসর চোখ, ছোট ছোট কান, মুখখানা গোলগাল, খাড়া নাক, ছিপছিপে ঋজু শরীর। মুখের অভিব্যক্তিতে জড়িয়ে রয়েছে নিষ্পাপ একটা সরলতা।'

'এই রকম একটা মেয়ে কি করে যে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়লো, ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে!'

'মেয়েদের কখন যে কি খেয়াল হয় বোঝা মুশকিল, বস্।'

কাগজ পেনসিল ব্যাগের মধ্যে চালান করে দিয়ে মিস্টার কান উঠে দাঁড়ালেন। লোলা দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার পর দুজনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো কাউণ্টারের দিকে।

মিস্টার কান বললেন, 'সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার গেলার। আপাতত আপনাকে আর বিরক্ত করবো না।'

কোনো জবাব না দিয়ে বৃদ্ধ শুধু ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লেন। ওরা দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। ব্রণের দাগে ভরা ছেলেটি এবার

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসে জিগেস করলো :

'ওরা কারা ?'

'তা জেনে তোমার কি লাভ ?'

তিরিক্ষি মেজাজেই মিস্টার গেলার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

'আপনি কিন্তু মিছিমিছি রাগ করছেন, মিস্টার গেলার···আমি এমনিই জিগেস করছি।'

'না, আমাকে কিছু জিগেস করতে হবে না। তুমি যখন বড় হবে নিজেই জানতে পারবে পৃথিবীটাকে যত সুন্দর ভাবছো, আসলে ওটা ততটা সুন্দর নয়।'

লিয়ন অবাক হয়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালো। 'আপনি কি অসুস্থ, মিস্টার গেলার ? আপনার জন্যে কি এক গেলাস ঠাণ্ডা জল এনে দেবো ?'

'আমার যখন প্রয়োজন হবে তোমাকে জানাবো। এখন অনুগ্রহ করে আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

২

পালকের মতো হালকা চুমুটা লোলার চিবুকের ওপর দিয়ে আলতো একটা স্পর্শ বুলিয়ে গেলো, এত হালকা যে ওর ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা নয়, শুধু ততটাই হালকা যাতে ও ঘুমের মধ্যেও বুঝতে পারে যে ওকে চুমু দেওয়া হয়েছে। ও যখন লোলা গ্রেগ ছিলো না, তখন থেকে শুরু করে চিরটা কাল ও যেন ওর ঘুমের মধ্যে, ওর স্বপ্নের মধ্যে, ওর চেতনা আর স্মৃতির যাকিছু তরঙ্গায়িত কোমল পরতের মধ্যে স্মরণ করতে পারে, বলতে পারে, 'আমাকে ভারি মিষ্টি একটা চুমু দেওয়া হয়েছে।'

একবার ওর মেয়ে, পেটি জিগেস করেছিলো, 'আচ্ছা মামণি, তুমি কি সব চুমুগুলোকেই জমিয়ে রাখো?'

তার জবাবে লোলা হাসতে হাসতে বলেছিলো—না, মিছিমিছি জমিয়ে রেখে কি লাভ। তখন পেটি জানতে চেয়েছিলো তাহলে ও চুমু পেতে এত ভালোবাসে কেন। এমনিই ভালো লাগে ছাড়া সে কথার জবাবে লোলা কিন্তু আর কিছুই বলতে পারেনি।

লোলার মাও লক্ষ্য করতেন হীরে-জহরতের চাইতে চুমুকেই মেয়ের যেন অনেক বেশি বর্ণীল মনে হতো। লোলা নিজেও একবার গ্রেগকে বলেছিলো—বাপ-মার দেওয়া রজার নামে কেউই তাকে ডাকে না, শুধু গ্রেগ, এমন কি আলাপের প্রথম দিন থেকে লোলাও তাকে শুধু গ্রেগ বলেই ডাকতো—বলেছিলো কোনো চুমু ঠিক যেন দীঘির অতল জলে তলিয়ে থাকা একটা নুড়ির মতো। তার জবাবে গ্রেগ বলেছিলো চুমুটা চুমুই! তার চাইতে একটুও বেশি নয় বা কমও নয়। পরক্ষণেই অবিশ্বাসের একটা ছায়া ঘনিয়ে উঠেছিলো তার মুখে, জিগেস করেছিলো সে-ই কি প্রথম তরুণ যে এতদিন ওকে চুমু দিয়ে আসছে। এতে লোলা স্পষ্টতই ক্ষুব্ধ হয়ে জানিয়ে ছিলো প্রশ্নটা যেমন অবাস্তব, তেমনি অপমানকর। গ্রেগ শপথ করে

বলেছিলো এটা যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং স্বাভাবিক, এতে ওর অপমানিত বোধ করার কোথাও কোনো কারণ থাকতে পারে না।

পালকের মতো হালকা যে চুমুটা আলতো করে লোলার চিবুক স্পর্শ করে গিয়েছিলো, তাতে কিন্তু লোলার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো, অথচ পরক্ষণেই শয্যার নরম কবোষ্ণতায় ও আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সম্পূর্ণ জেগে না উঠে ও কেবল ততটুকুই চোখ মেলেছিলো, যার সংকীর্ণ ফাঁক দিয়ে শুধু ভোরের আলোটুকুকে উপলব্ধি করা যায় এবং সেই অবকাশেই ও লক্ষ্য করছিলো পায়জামা ছেড়ে স্বামীকে পোশাক পালটাতে।

অর্ধনিমীলিত চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠেছিলো অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা। এক পাশ থেকে গ্রেগের চওড়া কাঁধ, মেদবিহীন দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহরেখাটা ওর চোখে পড়ছে। লোলা অবাক হয়েই ভাবলো পৌরুষদীপ্ত এমন সুন্দর চেহারা এর আগে ও আর কখনও দেখেছে কিনা সন্দেহ। মনে পড়লো একবার ও গ্রেগকে বলেছিলো তার এই সুন্দর চেহারাকে ও রীতিমতো শ্রদ্ধা করে। জবাবে গ্রেগ বলেছিলো, 'লোলা, আমার মনে হয় এ পৃথিবীতে তুমিই এক মাত্র মহিলা, বিয়ের পর যাকে নিয়ে তুমি সুখী হতে পেরেছো।'

লোলা অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। 'কেন?'

'কেন আমি বলতে পারবো না।'

গ্রেগ কি বলতে চেয়েছিলো লোলার তা অজানা নয়, এবং আমেরিকান জীবনযাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা হয়তো মিথ্যেও নয়। এমন কি লোলার বাবাও, যিনি এখনও নিউ জার্সির হ্যাগারটাউনে ডাক্তারি করেন, প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবতেন—কাউকে বিয়ে করে মেয়েটা সত্যিকারের সুখী হতে পারবে তো! লোলা কিন্তু নিজের সৌভাগ্যের চাইতেও বেশি সুখী হতে পেরেছিলো। গ্রেগ যা,

তার সবকিছুকে নিয়েই তাকে ওর ভালো লাগে। এমন কি গ্রেগ যদি অন্য রকমও হতো, তবু ওর ভালো লাগতো।

পোশাক পালটে গ্রেগ স্ত্রীর দিকে তাকালো। তার মুখটা সাদা-মাটা, নাকটা চওড়া, কানদুটো বলতে গেলে একটু বড়ই—কিন্তু তাতে কি এসে যায়? তার সব কিছুই আমার ভালো লাগে। লোলা নিজের মনেই হাসলো, মৃদুভাবে জিগেস করলো, 'আচ্ছা গ্রেগ, খুব বেশি সুখী হওয়াটা কি পাপ?'

'একি, তুমি কখন জেগে উঠেছো আমি জানতেই পারিনি! সত্যি, বিশ্বাস করো লোলা, আমি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে চাইনি।'

'তাহলে তুমি আমাকে চুমু দিলে কেন?'

'ঘুম ভাঙার পর আমি সব সময়েই তোমাকে চুমু দিই, তা বলে কখনই জাগিয়ে দিতে চাই না।'

'না, তুমি সব সময়ে চুমু দাও না।'

'প্রায় সব সময়েই দিই।'

'তাহলে আমিও সব সময়ে জেগে ওঠি।'

জুতো-মোজা পরার জন্যে গ্রেগ বসলো, আর তখনই লোলার দিকে তাকিয়ে সে জানতে চাইলো একটু আগে ও যেন কি জিগেস করছিলো।

'জিগেস করছিলাম খুব বেশি সুখী হওয়াটা কি পাপ?'

'এই সাত সকালে হঠাৎ এসব প্রশ্ন তোমার মাথায় এলো কেন?'

'এমনিই, মাঝে মাঝে এসব প্রশ্ন আমার মাথায় আসে। তোমার কখনও মনে হয় না, গ্রেগ?'

'না, অন্তত সকালে তো নয়ই।'

'আর রাত্তিরে?'

'লোলা, আমি অসুখী এ কথা কিন্তু কখনও বলিনি।'

'গ্রেগ, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো, আজ আমি তোমার জলখাবার বানিয়ে দিচ্ছি।' স্বামীকে কলতলায় যেতে দেখে লোলা বললো।

'তখন কি তোমার মনে হবে না খুব বেশি সুখী হওয়াটা অন্যায় ?'

'এই, একদম ঠাট্টা করবে না বলে দিচ্ছি !'

'সত্যিই আমি ঠাট্টা করছি না, লোলা। তোমাকে তো আমি কতবার বলেছি—আমি চাই না ভোর সাড়ে ছটায় উঠে তুমি আমার জন্যে খাবার বানাতে বসো। আর তুমি যেসব বানাও আমার একদম পছন্দ নয়, অতন্ত প্রতরাশ হিসেবে তো নয়ই। ভোরবেলায় আমার শুধু ভালো লাগে এক পেয়ালা কফি আর একটা মিষ্টি রুটি। তাছাড়া আমি যদি আমার বহু দিনের পুরনো পরিচিত দোকানটাতে গিয়ে এক পেয়ালা কফি আর একটা মিষ্টি রুটি না চাই, ওরা অবাক হয়ে ভাববে গতরাত্তিরে আমার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে।'

'তুমি কি বরাবরই কফির সঙ্গে একটা করে মিষ্টি রুটি নাও ?'

'বরাবর। কেন নয় বলো ? প্রাতরাশের জন্যে আমার এটাই সব চাইতে বেশি ভালো লাগে। ঠিক যেমন ভালো লাগে—বরাবরের জন্যে তুমি যা, যার কোথাও একটুকু কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বুঝলে লোলা, ভেবেছি আজ রাত্তিরে ফেরার সময় বেশ বড় মাপের একটা বিয়ার নিয়ে আসবো আর ছোটখাটো একটা পার্টি দেবো। আমি জানি, ডাক্তার ফ্রিমণ্টের একমাত্র আদরের মেয়েটা এখন কি ভাবছে …ভাবছে ওকে এমন একটা গেঁয়ো লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার এর চাইতে বেশি একটা কানাকড়িও মুরোদ নেই। কিন্তু ভাবলে কি হবে বলো ? আমি যা আমি তো তাই। আচ্ছা, ছেলেটা যে দু-চাকার একটা সাইকেল কেনার জন্যে বায়না ধরেছে, সেটা কি কেনা উচিত ? চেষ্টা করলে হয়তো একটা সাইকেল কিনে দেওয়া যায়। তোমার প্রখ্যাত বন্ধু, স্যাম ফেল্ডবার্গার, ওই যে বইকটা কিনলো, অথচ প্রতি মাসে তার ঘরভাড়াটা মেটানো সম্ভব কিনা একবার ভেবেও দেখলো না। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় দু-চাকার সাইকেল নিয়ে ছেলেটা শুধু পার্কেই ঘুরবে, কখনও রাস্তায় উঠবে না ? কিন্তু আমার তো মনে হয় সাইকেলটা হাতে পেলে শুধু

পার্কের মধ্যে ওকে আটকে রাখা খুবই মুশকিল হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে তুমি যা ভালো বুঝবে তাই হবে…'

কলতলা থেকে দাড়িকামানো সেরে পরিষ্কার হয়ে গ্রেগ যখন ফিরে এলো, দেখলো রেশমগুটির মতো নিশ্চিন্ত আরামে লোলা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে, শিশুর মতো ওর মসৃণ মুখে আলতো করে জড়িয়ে রয়েছে একটা হাসির আভাস। এবারেও পালকের মতো হালকা চুমুটা ওর চিবুক মৃদু স্পর্শ করে গেলো এবং ঘুমের মধ্যেই লোলা তা স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো।

৩

মার সঙ্গে স্কুল যাবার পথে রজার পেটিকে বললো, 'আমার যদি ছ ঘোড়ার বড় একটা পিস্তল থাকতো, দুম্ দুম্ করে সবকটা চোরাই-চালানকারীদের মেরে ফেলতুম। তুই জানিস না, ওগুলো এমন বদমাইস হয় যে দাঁতের মধ্যেও হীরে লুকিয়ে রাখে…'

গাড়ির সংকেত-ধ্বনি, রেকর্ডের আওয়াজ, রাস্তার গোলমালের মধ্যে লোলা রজারের শেষের দিকের কথাগুলো শুনতে পেলো না, শুধু দেখলো পেটি অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে জিগেস করছে ঃ

'আহা, তা কেমন করে হবে! ঘোড়া না টানলে বুঝি গুলি ছোঁড়া যায়?'

'তোর মাথায় যদি ছিটে ফোঁটাও বুদ্ধি থাকতো তাহলে বুঝতে পারতিস…'

'তাড়াতাড়ি না হাঁটলে কিন্তু স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।' লোলা তাড়া লাগালো। ওর মাথায় তখন ঘুরছে কেবল একটাই মাত্র চিন্তা—রজারের স্কুলের দিদিমনি ওকে দেখা করতে বলেছেন কেন? এই দেখা করতে চাওয়ার সম্ভাব্য কোনো যুক্তিই ও খুঁজে পাচ্ছে না। ছোটবেলায় ওর জন্যে মাকেও কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। কিন্তু তখনকার দিনে স্কুলের শিক্ষকরা কেবল তখনই অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন, যখন ছাত্ররা ক্লাসে অসভ্যতা করতো কিংবা পড়াশোনা করতো না। কিন্তু রজার তো সে রকম নয়। পড়াশোনায় রজার যেমন ভালো, তেমনি সভ্য। তার সম্পর্কে যে স্কুলে কোনোদিন অভিযোগ শুনতে হবে লোলা স্বপ্নেও ভাবেনি, এমন কি আগের দিন রজার যখন কুমারী কুলেনের লেখা চিরকূটটা এনে দেখালো, লোলা তখন যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারেনি। চিরকূটটাতে অবশ্য সামান্য কটা কথাই লেখা ছিলো—বিশেষ একটা সমস্যার

বিষয়ে আলোচনার জন্যে দেখা দরকার। কিন্তু সেই সমস্যাটা যে কি লোলা এখনও কিছু অনুমান করতে পারেনি।

স্কুলে পৌঁছে রজার বন্ধুদের দেখে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো, বিশেষ করে আজ আবার তার সঙ্গে মা আর বোনও রয়েছে। সে জানতে চাইলো ওরাও তার সঙ্গে ক্লাসে যাবে কিনা।

লোলা বললো, 'না, আমি শুধু মিস কুলেনের সঙ্গে একবার দেখা করেই চলে যাবো।'

'আর পেটি?'

'ও আমার সঙ্গেই থাকবে।'

অফিস ঘরে লোলার সঙ্গে পেটিকে দেখে কুমারী কুলেন খুব একটা খুশি হতে পারলেন না। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে লোলা নিজে থেকেই বললো, 'একে সঙ্গে না এনে আমার কেনো উপায় ছিলো না, বাড়িতে এমন কেউ নেই যে তার কাছে রেখে আসবো। তবে আমি কথা দিচ্ছি পেটি আপনাকে একটুও বিরক্ত করবো না।'

'তাহলে চলুন আমরা স্কুল পরিচালক মিস্টার হ্যামণ্ডের পাশের ঘরটাতে গিয়ে বসি। ও বরং ততক্ষণ এখানেই থাক।'

লোলা তখন পেটিকে বললো এখুনি ফিরে আসবে, ও যেন একটুও দুষ্টুমি না কোরে এখানে চুপটি করে বসে থাকে। তারপর কুমারী কুলেনকে অনুসরণ করে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

বৈঠকখানাটা ছোট হলেও বেশ সুন্দর আর ছিমছাম সাজানো। টেবিলের সামনে চামড়ায় ঢাকা কয়েকটা চেয়ার। চার দেওয়ালে টাঙানো বেশ বড় চারটে প্রতিকৃতি—জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিনকন, হ্যারি ট্রুমান আর সক্রেটিস। কিন্তু এদের মধ্যে সক্রেটিস যে কি করে এসে হাজির হলো লোলা কিছুতেই বুঝতে পারলো না।

'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সত্যিই খুব খুশি হলাম', টেবিলের দুপ্রান্তে দুজনে বসার পর কুমারী কুলেনই প্রথম বলতে শুরু করলেন। 'এবং বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে আমরা কখনই এভাবে

আপনাকে বিব্রত করতাম না। এই স্কুলের যিনি পরিচালক, মিস্টার হ্যামণ্ড যে কি অসম্ভব দায়িত্বশীল এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আপনি ভাবতেই পারবেন না। এতগুলো ছাত্রের নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার দায়িত্ব যাঁর ওপর…'

কেনই জানি লোলার তখন নিজেকে আর অভিভাবক বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে ও যেন কোনো ছাত্রী, ঠিক পেটিরই মতো ছোট্ট একটা মেয়ে, যে খুব শান্ত আর তার শিক্ষিকাকে রীতিমতো শ্রদ্ধা করে। লোলার মনে পড়লো একবার ও আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছিলো মা একজন প্রতিবেশীকে বলছেন, 'মিস হেরিং আমাকে বলেছে লোলার মতো ভালো মেয়ে খুব কমই দেখা যায়। ক্লাসের অর্ধেক মেয়েও যদি ওর মতো হতো, তাহলে শিক্ষকতা পেশা না হয়ে আনন্দেরই হতো।' বহুকাল পর সেদিনের সেই স্মৃতিটা হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় লোলা মনে মনে না হেসে পারলো না।

'ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ হাসির নয়, মিসেস গ্রেগ।' নীরস গলায় কুমারী কুলেন স্মরণ করিয়ে দিলেন।

ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে লোলা বলে উঠলো, 'সত্যিই আমি অনুতপ্ত মিস কুলেন। আপনার কথা মন দিয়ে শুনছিলাম না বলে আমি ভীষণ লজ্জিত। আসলে এই মুহূর্তে নিজেকে আমার একজন ছাত্রীর মতো মনে হচ্ছিলো। আশা করি শুধু এবারটার জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'রজার আমাদের সামনে কয়েকটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে। নিজেদের খেয়ালখুশি মতো আলোচনা না করে আমরা চাই আগে অভিভাবক-দের সঙ্গে কথা বলতে। সেই জন্যেই আমি আপনাকে দেখা করতে বলেছিলাম।'

'ব্যাপারটা কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মিস কুলেন। আমার ধারণা ছিলো রজার বেশ ভালো ছেলে, ওর স্বভাবের মধ্যে এমন কিছুই থাকতে পারে না…'

'ওর স্বভাব সম্পর্কে আমাদের কোথাও কোনো অভিযোগ নেই, মিসেস গ্রেগ। শুধু তাই নয়, অন্যান্য ছেলেদের তুলনা রজার রীতিমতো প্রতিভাবান। কিন্তু সম্প্রতি ও আমার সঙ্গে এমন আচরণ করেছে যা খুবই অদ্ভুত। এমন কি ও আমার মুখে মুখে তর্কও করেছে।'

'আশ্চর্য, আমি ভাবতেই পারছি না!' নিজেকে কোনো রকমে সামলে রেখে লোলা বললো। 'শিক্ষকদের মুখে মুখে তর্ক করাটা খুবই অন্যায়। তবে আমার মনে হয় ওর যা বয়েস, সেই তুলনায়…'

'বয়েসের তুলনায় ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, মিসেস গ্রেগ। গত সপ্তায় ক্লাসের একটি ছেলে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলো। আমি সব সময়েই প্রতিটা প্রশ্নের জবাব যতটা সম্ভব সহজ আর সরাসরি ভাবেই দেওয়ার চেষ্টা করি, অবশ্য সেটা যদি জবাব দেবার মতো কোনো প্রশ্ন হয়। আমি যখন ওদের বললাম যে কমিউনিস্টরা বিশ্বাসঘাতক, ধ্বংসকামী মানুষ, ওরা চায় ষড়যন্ত্র করে আমেরিকান জীবনযাত্রার ধারাটাকে পালটে দিতে, রজার তখন ক্লাসের মধ্যে, সবার সামনেই বললো—আমি মিথ্যেবাদী, কমিউনিস্টরা খুব ভালো।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। ঘটনাটা ও আমাকে বলেছে।' খুব ধীরে ধীরে, যেন হিসেবে করে লোলা বললো। 'এই ঘটনার জন্যে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, মিস কুলেন। তবে যদি কিছু মনে না করেন, আমার মনে হয়, আপনার এসব কথা না বলাই উচিত ছিলো… অন্তত অতটুকুন ছোট বাচ্ছাদের সামনে, যারা আপনার কথার কিছুই বুঝতে পারবে না।'

কুলেন প্রথমে স্তব্ধ বিস্ময়ে লোলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর এমন ভাবে একটা গভীর শ্বাস নিলেন যেন এতক্ষণ ওঁর বুকের ভেতরটা একেবারে ফাঁকা হয়েছিলো। 'আপনার কি মনে হয়, আমি এ কাজের যোগ্য নই?'

'আমি কিন্তু আদৌ তা বলতে চাইনি, মিস কুলেন। আমার ধারণা,

যেভাবেই হোক এই প্রশ্নের জবাব দিতে যাওয়াটা ঠিক হয়নি।'

'আপনার কি মনে হয় রজার ঠিক করেছে?'

'না, ও-ও ভুল করেছে। সবার সামনে ক্লাসের মধ্যে আপনার সঙ্গে তর্ক করাটা ঠিক হয়নি। তবে রজারের বয়েস সবে সাত, ওর কাছ থেকে আপনি বেশি আর কি আশা করতে পারেন, মিস কুলেন? আপনার জবাব শুনে ও-ও কিন্তু মনে মনে খুব আঘাত পেয়েছিলো এবং সেই জন্যেই অমন বোকার মতো কথাটা বলে ফেলেছিলো।'

'সবার সামনে ও আমাকে মিথ্যেবাদী বলেছে…'

'সত্যিই আমি ভীষণভাবে দুঃখিত, মিস কুলেন। তবু আমি এখনও বিশ্বাস করি এটা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক একটা ঘটনা, এবং এটার কথা ভুলে যাওয়াই ভালো।'

'কিন্তু আমার মনে হয় এর জন্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত?'

'কার? আমার? আমি তো বললাম—সত্যিই আমি দুঃখিত।'

'আপনার নয়, রজারের।'

'ওঃ, না, তা হয় না। অপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, মিস কুলেন, ও এখনও শিশু। আমি ওকে আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলতে পারি না। আমি জানি, আমি বললে ও নিশ্চয়ই তা করবে। কিন্তু আমার কাছে এটা সম্পূর্ণই অর্থহীন মনে হচ্ছে।'

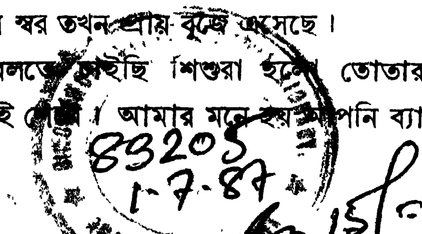
'কিন্তু প্রত্যেকেরই কোন্‌টে ঠিক আর কোন্‌টে ভুল, সে বোধটা থাকা উচিত।'

'এই সব ক্ষেত্রে অতটুকুন একটা বাচ্ছার পক্ষে কোন্‌টে ঠিক আর কোন্‌টে ভুল, যাচাই করা সম্ভব নয়, মিস কুলেন।'

'সম্ভব হতো যদি স্কুলের মতো বাড়িতেও উপযুক্ত শিক্ষা পেতো।'

'তার মানে! আপনি কি বলতে চাইছেন, মিস কুলেন?' বিস্ময়ে লোলার গলার স্বর তখন প্রায় বুজে এসেছে।

'আমি বলতে চাইছি শিশুরা হলো তোতার মতো—ওরা যা শোনে, তাই-ই শেখে। আমার মনে হয় আপনি ব্যাপারটা ঠিক গুরুত্ব



দিয়ে উপলব্ধি করতে পারছেন না, মিসেস গ্রেগ।'

কুমারী কুলেন তখন স্পষ্টই চটে উঠেছেন, কিন্তু যেহেতু তিনি অভিভাবকদের সঙ্গে ঝগড়া করতে চান না, তাই যতটা সম্ভব নিজের গাম্ভীর্যকে বজায় রাখার চেষ্টা করলেন। তা সত্ত্বেও ওঁর বিবর্ণ চিবুকের দুপাশে ফুটে উঠেছে রক্তিম আভা। গভীর আগ্রহে উনি লোলার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

লোলা মনে মনে তখন খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে, আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে কোনো রকমে ধরে রাখার, তা সত্ত্বেও ওর কণ্ঠস্বর নিজেরই কাছে কেমন যেন অচেনা মনে হলো। 'এবার আপনি কিন্তু আপনার সীমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন, মিস কুলেন। আপনি একজন শিক্ষক, আপনার মাইনে আসে আমাদের করের টাকা থেকে। আপনার কাজ ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া, বাড়িতে আমরা কি বলি বা না-বলি সে বিচারের ভার আপনার ওপর নয়। ছাত্রদের লেখাপড়া শেখানো, তাদের চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে একটা ধারণা দেবার দায়িত্ব আপনাদের, কিন্তু ধর্মমত দল রাজনীতি বা বিশ্বাস সম্পর্কে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়াটা আপনাদের উচিত নয়।'

'জোর করে আমি কিছুই চাপিয়ে দিতে চাই না, মিসেস গ্রেগ। সত্যি, আপনি বিশ্বাস করুন', চকিতে কুলেনের গলার স্বর কেমন যেন পালটে গেলো। 'শুধু মিস্টার হ্যামণ্ড এসব পছন্দ করেন না বলেই··· আপনি বরং এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি আসছি।'

কথাটা বলেই কুলেন এমন ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, যেন পালিয়ে বাঁচলেন।

লোলা মনে মনে ভাবলো, 'এখন আমি কি করবো, কি করা উচিত?' মিনিট তিনেক অপেক্ষা করার পর ও স্থির করলো পেটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। রজারের নিশ্চয়ই কোনো ক্ষতি হবে না, অন্তত আজকের দিনটার জন্যে নয়। সাত বছর বয়েসের জন্যে এই সুযোগটা সে পাবেই। লোলা সবে যখন উঠে দাঁড়িয়েছে, মিস্টার

হ্যামণ্ড ভেতরে প্রবেশ করলেন। ওঁর পেছনে কুমারী কুলেন। রীতি-মতো বিব্রত বোধ করলেও লোলা কিন্তু ভয় পায়নি। স্কুলে আসার পর থেকে এখনও পর্যন্ত যাকিছু ঘটেছে, সবই ওর কাছে কেমন যেন অবাস্তব মনে হচ্ছে।

লোলার দিকে তাকিয়ে মিস্টার হ্যামণ্ড ছোট্ট করে হাসলেন।

'সুপ্রভাত, মিসেস গ্রেগ।' একটু চড়ার ওপর হলেও ওঁর গলার স্বরটা বেশ মিষ্টি এবং আন্তরিকতারও কোথাও কোনো অভাব নেই। 'শুধু ছাত্র নয়, অভিভাকদের সঙ্গেও কথা বলতে পারলে আমি সত্যিই খুব খুশি হই। এতে পারস্পরিকতাটা আরও নিবিড় হয়ে ওঠে।' একটু বেঁটে ওপর বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, ঠিক যেন পিপের গায়ে পোশাক জড়ানো। চোখে পানশে চশমা, টাক পড়ে যাওয়া চাঁদির ওপর পরিপাটি করে আঁচড়ানো পাতলা চুল। ভেজা ভেজা ঠোঁট নেড়ে উনি বললেন, 'মিস কুলেন আমাকে সবই বলেছেন। আমার ধারণা ওঁর উদ্দেশ্যে খুবই মহৎ, তবে আমার মনে হয় স্কুলের যতটা সীমারেখা ঠিক ততটাই যাওয়া উচিত, তাই নয় কি, মিস কুলেন?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'অবশ্য স্কুলে আমরা যা শেখাই, তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িরও সুনির্দিষ্ট ধরনের কতকগুলো শিক্ষার ধারা থাকা উচিত। এটা আমরা আশা করতে পারি, তবে দাবী করার কোনো অধিকার আমাদের নেই। ব্যাস, এই তো মিটে গেলো ব্যাপারটা। আশা করি এখন আপনি আর নিশ্চয়ই আমাদের ওপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করবেন না, মিসেস গ্রেগ।'

'বিরূপ মনোভাব আমি পোষণ করিনি, মিস্টার হ্যামণ্ড। আমি শুধু চাই বাড়িতে বাবা-মারা যাই বিশ্বাস করুন না কেন, তার জন্যে স্কুলে ছেলে-মেয়েদের যেন কষ্ট পেতে না হয়।'

'নিশ্চয়, তা তো বটেই—এটা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। যাঁর যা খুশি বিশ্বাস করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। যদিও আপনার উদ্দেশ্য

খুবই মহৎ, মিস কুলেন, তবু আমার মনে হয় আপনার প্রকাশ ভঙ্গিটা বোধ হয় ঠিক হয়নি।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'অন্যদিকে আমি আপনাকেও বলবো, মিসেস গ্রেগ,' মিস্টার হ্যামণ্ড নিজের কণ্ঠস্বরকে আরও মোলায়েম, আরও আগ্রহী করে তুললেন। 'এত বড় একটা স্কুলের আমি যখন পরিচালক, তখন আমাকে সম্পূর্ণ নির্বোধ ভাববেন না। আমি জানি বাড়িতে বাবা-মারা যাই বিশ্বাস করুন না কেন, তার জন্যে স্কুলে ছেলে-মেয়েদের যেমন কষ্ট পাওয়া উচিত নয়—ঠিক একই দৃষ্টিকোণ থেকে, তাঁদের সেই বিশ্বাস যদি বিধ্বংসী বা মারাত্মক ধবনের বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এবং গোটা জাতির ভিত্তিভূমিকে নাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে, বিশেষ করে সেই বিশ্বাস যদি স্কুলের অন্য ছেলেমেয়েদের মনে সংক্রামিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন আমি কিন্তু আমার সমস্ত শিক্ষকদের এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলবো, প্রয়োজন হলে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাধ্যক্ষ যেমন তাঁর সৈন্যদের পরিচালনা করেন, আমিও ঠিক তেমনিভাবে আমার দেশের জন্যে বুকে বুক দিয়ে লড়বো।'

লোলা নির্নিমেষ চোখে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। বুকের অতল থেকে দ্রুত উঠে আসা রূঢ় শব্দগুলোকে কোনো রকমে সামলে রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণেই ও বললো, 'ব্যাপারটা যতই নাটকীয় হোক না কেন, মিস্টার হ্যামণ্ড, আমি কিন্তু কোথাও এর কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাচ্ছি না। এবং আমার আদৌ মনে হয় না, ছাত্র বা তাদের বাবা-মাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে নির্দেশ দেবার কোনো অধিকার আপনার আছে।'

ভদ্রলোক ভেজা ভেজা ঠোঁটে মিষ্টি করে হাসলেন।

'দেশপ্রেমকে আপনি কি রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখতে চান, মিসেস গ্রেগ?'

'না।' ঘাড় নেড়ে লোলা ছোট্ট করে জবাব দিলো। 'পরস্পরে

আন্তরিক হাওয়া সত্ত্বেও, ঠিক এখন যেমন আমি আমাদের দেয় করের টাকা থেকে আপনাদের মতো সরকারী কর্মচারীদের আলাদা করে দেখতে পাচ্ছি না।' গলার স্বর নামিয়ে নিয়ে লোলা মৃদুভাষে বললো, 'আমাকে দেখে হয়তো আপনার মনে হয়েছে আমি খুব নরম প্রকৃতির, কিন্তু প্রয়োজন বোধে আমি সংকল্পে দৃঢ়ও হয়ে উঠতে পারি, মিস্টার হ্যামণ্ড।'

'নিশ্চয়ই আপনি তা পারেন, মিসেস গ্রেগ।' আগের মতো একই ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে পরিচালক জবাবটা ফিরিয়ে দিলেন। 'তবে আমার মনে হয়, আমাদের দুজনের কারুরই হয়তো সংকল্পে দৃঢ় হয়ে ওঠার প্রয়োজন হয়ে উঠবে না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পেরে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি, মিসেস গ্রেগ। বিদায়। এবং অনুগ্রহ করে দেখা করতে আসার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

মহিলা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত উনি হাসি হাসি মুখে দরজার সামনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৪

কাহিনী শুরুর আগে নিজের সম্পর্কে তুচারটে কথা বলে নিই। আমার নাম লোলা ফ্রিমণ্ট। বয়েস বারো, থাকি নিউ জার্সির হ্যাগার-টাউনে। এখানেই ১৯১৮ সালে আমি জন্মেছি। ধর্মের দিক থেকে আমরা প্রেজবিটারিয়ান, অর্থাৎ গির্জার যাজকীয় শাসনতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু বিয়ের আগে আমার মা ছিলেন গোঁড়া মেথডিস্ট। আমার তু ভাই—রবার্ট আর টমাস। রবার্টের বয়েস চোদ্দো আর টমাসের নয়। আমার বাবা ডাক্তার ম্যাক্স ফ্রিমণ্ট, হ্যাগারটাউনের প্রায় সবাই যাঁকে এক ডাকে চিনতে পারেন। অনেকে বলেন আমি নাকি ঠিক বাবার মতন, কিন্তু আমার ধারণা আমাকে দেখতে অনেক-টা মার মতো। বলতে ভুলে গেছি, আমার মার নাম সারা ফ্রিমণ্ট। শহরের সবাই যাঁকে চেনেন, প্রায় সবাই-ই যাঁকে ভালোবাসেন, এমন কোনো বাবা থাকাটা সত্যিই একটা গর্বের বিষয়। 'প্রায়' বললাম এই কারণে—শহরের অধিকাংশ লোক বাপিকে অসম্ভব ভালো-বাসলেও, বাপির চিন্তাধারা আর আদর্শের জন্যে কেউ কেউ আবার ওঁকে তেমন পছন্দও করতেন না। তাতে অবশ্য বাপির কিছুই এসে যেতো না, উনি বলতেন প্রত্যেক মানুষেরই একটা নিজস্বতা থাকা উচিত, নইলে মৃত মানুষের সঙ্গে জীবিতের তফাৎটা কোথায়।

কেউ কেউ আবার বলতো উনি নাস্তিক, ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সেটা শুধু একটাই মাত্র কারণে, যেহেতু উনি কখনও গির্জায় যেতেন না। উনি বলতেন ঈশ্বর যদি সবখানেই বিরাজ করেন, তাহলে রোদ-ঝলমলে প্রকৃতির এই মনোরম পরিবেশ ছেড়ে স্যাতস্যাতে অন্ধকার গির্জায় যাওয়ার দরকারটা কি। আর ঈশ্বর যদি সবাইকে সাহায্যই করেন। তাহলে মিছিমিছি হ্যাগারটাউনের পবিত্র যাজকদের শরণাপন্ন হবার প্রয়োজনটাই বা কোথায়। ওঁর এই মন্তব্যে মা অবশ্য খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। আচার-নিষ্ঠার দিক থেকে উনি যে শুধু গোঁড়া

তাই নয়, ঈশ্বরের প্রতি ওঁর বিশ্বাস আবার অসম্ভব রকমের বেশি। এ ব্যাপারে আমাদের তিন ভাইবোনকেই মনস্থির করার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিলো। আমি অবশ্য এখনও পর্যন্ত মনস্থির করতে পারিনি।

কিন্তু ধর্মের জন্যে নয়, ডাক্তার এবং মানুষ হিসেবে শহরের অধিকাংশ লোক বাপিকে সত্যিই খুব ভালোবাসতেন, এমন কি শ্রদ্ধাও করতেন। হ্যাগারটাউন ছোট্ট একটা শহর, লোক সংখ্যা বড়জোর দেড় থেকে দু হাজার। জীবিকার প্রধান উৎস টমেটোর জেলি বা চাটনি বানানো, নয়তো টমেটোকে টিনের কৌটায় সুসংরক্ষিত করে রাখা। এই শিল্পের জন্যেই শহরে গড়ে উঠছে জাতীয় ব্যাঙ্ক আর ডাকঘর। শুধু জন্মেছি বলে নয়, আমেরিকার অন্য যেকোনো শহরের চাইতে হ্যাগারটাউনে চিরটাকাল বাস করতে পারলেই আমি খুশি হতাম।

এলম্ ষ্ট্রীট আর ইউনিয়ন এভিনিউ-এর কোণের সাদা বাড়িটায় আমরা থাকি। ডাক্তারখানা আর পরীক্ষাগারের জন্যে দুটো আলাদা ঘর জুড়ে নেওয়ার ফলে আসলের চাইতে বাড়িটাকে অনেক বড় দেখায়। সাধারণ একটা ধারণা পাবার জন্যেই আমি এই বর্ণনা দিলাম, কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—বাপির এই ডাক্তারখানাটার সঙ্গে আমার শৈশব আর কৈশোরের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। সেবার মিসেস বেণ্টলি, বাপির সহকারী এবং নার্স, ওঁর মার অসুস্থতার জন্যে কয়েকদিনের ছুটি নিলেন। বাপি আমাকে জিগেস করলেন স্কুল ছুটির পর বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে এখানে এসে আমি ওঁকে সাহায্য করতে পারি কিনা। আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। কেননা আমি ভালো করেই জানি উনি আমাকে সত্যিকারের একজন নার্স হিসেবে নয়, এমনি সামান্য টুকিটাকি কাজে, যেমন—ফোন এলে ধরা, উনি যদি ভেতরের ঘরে থাকেন তাহলে রুগীদের সঙ্গে কথা বলা কিংবা বাইরের ঘরে গিয়ে পরবর্তী রুগীকে ডেকে দেওয়া, ইত্যাদি কাজে সহযোগিতার কথাই বলবেন। তবে সত্যি বলতে কি, মিসেস বেণ্টলির

মতো আমারও সত্যিকারের একজন ধাত্রী হবার সুপ্ত বাসনা ছিলো বরাবরই এবং এ কাজে আমি ওঁকে প্রায়ই সাহায্য করতাম। তেমন কোনো মুহূর্তে আমাকে দেখে বাপি হাসতে হাসতে বলতেন এ বাড়ির আমিই নাকি একমাত্র মানুষ যে কিনা রক্ত দেখে অজ্ঞান হয়ে যাই না।

মিসেস বেণ্টলি ছুটিতে যাবার তিনদিন পরে বিকেল চারটের সময় একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটলো। লম্বা সাদা একটা ফ্রক পরে (আমার এই একটাই মাত্র পোশাক যেটা পরলে তবু কিছুটা নার্সদের মতো দেখায়) আমি মিসেস বেণ্টলির টেবিলের সামনে বসে স্কুলে দেওয়া বাড়ির কাজ করছিলাম, বাইরের ঘরে তখন মাত্র তুজন রুগী অপেক্ষা করছিলেন। ওঁদের একজন বৃদ্ধা মিসেস গ্যারিসন, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্রী রকমের গ্রন্থিবাতে ভুগছেন। অন্যজন স্যাম ফ্রাঙ্কলিন, স্কুলদলের ফুটবল খেলোয়াড়, পড়ে গিয়ে হাতের কব্জি মুচড়ে গেছে।

সবে ভূগোল বইটা খুলেছি, হঠাৎ কৌটো-কারখানার তিনজন শ্রমিক দমকা বাতাসের মতো একেবারে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লো। জানি না এক্ষেত্রে উপমা ব্যবহার করাটা ঠিক হলো কিনা, কেননা ওদের একজন মারাত্মক ধরনের আহত এবং বাকি তুজন ওকে কোনো রকমে হেঁটে আসতে সাহায্য করছে। আহত লোকটার মুখখানা খড়ির মতো একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কুচকুচে কালো গোঁফ-জোড়ার প্রান্ততুটো বিশ্রীভাবে ঝুলে রয়েছে তুপাশে। হাতে মোটা করে বেশ কয়েক পোঁচ কম্বল জড়ানো রয়েছে, তা সত্ত্বেও রক্ত বন্ধ করা যায়নি। জবজবে ভিজে কম্বল চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে মেঝেতে।

রক্ত আর যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যাওয়া লোকটার মুখের চেহারা দেখে স্যাম ফ্রাঙ্কলিন যেভাবে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, আমার ধারণা এর পর থেকে তাকে বা তার দলের অন্য কোনো ফুটবল খেলোয়াড়কেই আমি আর কোনোদিনের জন্যে নায়ক ভাবতে পারবো না। আর বৃদ্ধা গ্যারিসন যেভাবে চুপচাপ বসে রইলেন, হঠাৎ দেখলে

মনে হবে উনি বুঝি ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেছেন।

কৌটো কারখানার একজন শ্রমিক জিগেস করলো, 'ডাক্তারবাবু কোথায় ? উনি কি ভেতরে আছেন ?'

আমি দৌড়ে ভেতরে গেলাম, যেখানে উনি তখন মিসেস গ্যারিসনের পেচ্ছাপ পরীক্ষা করছিলেন। হয়তো আমার এই শব্দ ব্যবহার করাটা ঠিক শোভন হয়নি, কিন্তু পরে যখন বাপিকে জিগেস করেছিলাম, উনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন ঃ

'ডাক্তারিশাস্ত্রে এর যে নামই থাক না কেন, সহজ জিনিসটাকে সহজ করে বলাই ভালো। নইলে লোকে হয়তো ভাববে এ রকম একটা বিশ্রী দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও আমি বসে বসে হালকা একটা উপন্যাস পড়ছিলাম।'

দ্রুত পায়ে আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বাপি বললেন অত উত্তেজিত হবার কিছু নেই, কি হয়েছে শুধু তাই বলো।

আমি সংক্ষেপে ঘটনাটা যখন বললাম, উনি আর একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে দরজা খুলে লোকটাকে অস্ত্রোপচারের ঘরে নিয়ে আসতে বললেন। প্রকৃত অস্ত্রোপচারের ঘর বলতে যা বোঝায় ওটা কিন্তু তা নয়। তবে যেহেতু সবচেয়ে কাছের হাসপাতালও এখান থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে, তাই প্রয়োজন পড়লে বাপি কখনও কখনও ওটাকে ওই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন।

আহত লোকটা অসহ্য যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্তনাদ করছে আর তার বিশীর্ণ চিবুক বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। অন্য দুজনের অবস্থাও খুব একটা সুবিধের মনে হলো না, তবুও ওদের একজন আমাকে বললো আমি খুব ছোট এবং আমার চলে যাওয়াই উচিত। তখন বাপি আমার জন্যে ওকে মাথা ঘামাতে নিষেধ করলেন এবং আমাকে বললেন উনি যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন আমি যেন ঠিক সেইভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আসি। অর্থাৎ প্রতিদিন খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়িতে আমরা যেভাবে হাত ধুই, ডাক্তারদের হাত ধোয়া কিন্তু আদৌ সে রকম নয়।

আমি যখন হাত ধুচ্ছিলাম, বাপি তখন লোকটাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে, জামার হাতাটা কেটে ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলেছেন। আমি যখন ফিরে এলাম, লোকটা তখন বাচ্ছাদের মতো হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে। সেই প্রথম আমি কোনো পরিণত পুরুষকে কাঁদতে দেখলাম। কাঁদতে কাঁদতেই লোকটা বলছে, 'আপনি কি আমার হাতটা কেটে বাদ দেবেন, ডাক্তারবাবু? আমি কিন্তু কোনো সর্তেই হাতটাকে হারাতে চাই না।'

বাপি তখন বেশ গম্ভীর গলায় বললেন রক্ত ছাড়া সে আর কিছুই হারায়নি এবং সেটাও হারাতে হতো না কেউ যদি একটু বুদ্ধি খরচ করে একটা পাক-তাগা বেঁধে দিতো।

আমার বাবা সবার সঙ্গেই এমন অদ্ভুত ভাবে কথা বলেন যাতে সবাই বুঝতে পারে সবকিছু একেবারে জলের মতো সহজ, এমন কি তা যদি সহজ নাও হয়, তবু। এবং কাজ করার সময় উনি সারাক্ষণই কথা বলেন, অথচ এত দ্রুত কাজ করেন যে অনেকে বুঝতেই পারে না কাজটা কখন শেষ হলো।

লোকটার কব্জি আব কনুইয়ের ওপর রবারের নল দিয়ে পাক-তাগা বাঁধতে বাঁধতেই বাপি আমাকে বললেন, 'সিকি গ্রেন মরফিন আর খানিকটা অ্যাড্রোপিন সালফেট এক সি. সি. পরিশ্রুত জলে গুলে স্টেরিল সিরিঞ্জটাতে ভরে ফ্যালো।'

নির্দেশ মতো সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে হাইপোডারমিক ছুঁচ পরিয়ে ইনজেকশনটা যখন বাপির হাতে দিচ্ছি, তখনই পলকের জন্যে ক্ষত-স্থানটা আমার চোখে পড়লো। মনে মনে ভাবলাম, এ রকম দুর্ঘটনা আমার বা স্যাম ফ্রাঙ্কলিনের তো যেকোনো সময়েই ঘটতে পারে।

বাপি বললেন, 'যাও, শিগগির ব্যাণ্ডেজ আর প্যারক্সাইড নিয়ে এসো। একদম নিড়বিড় কোরো না।'

তারপর উনি যখন আহত লোকটার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করছিলেন আমি তখন গামলাটা ধরেছিলাম। উনি হয়তো অন্য দুজনের কাউকে

পাত্রটা ধরার কথা বলতে পারতেন, কিন্তু আমি জানি লোকদুটোর হাত এমনভাবে কাঁপছিলো যে উনি ওদের ঠিক নির্ভর করতে পারেন নি। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় খুব মনোযোগ দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করতে দেখে উনি বললেন, 'ভালো করে শিখে নাও। মনে রেখো, অন্যান্য শিল্পের মধ্যে এটাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।'

একটু পরেই দেখলাম আহত লোকটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। বাপি অন্য দুজনকে বললেন, 'বেচারি যন্ত্রণার চাইতে মর্মাহত হয়েছে অনেক বেশি। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে আমাদের এখুনি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এবং হাতটাকে কেটে বাদ দিতে হবে।'

বাপি আমাকে কয়েকটা কম্বল নিয়ে আসতে বললেন। আমি জানতাম অফিসঘরে ওগুলো কোথায় থাকে। কম্বল নিয়েআসতেই তা দিয়ে ওরা ওকে জড়িয়ে দিলো এবং বাপির গাড়ি পর্যন্ত ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে গেলো। বাপি আমাকে বললেন, 'লোলা, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই থেকো। আর বিশেষ জরুরি না থাকলে আজ আর কোনো রুগীকে অপেক্ষা করতে বোলো না।'

আমি তখন বসার ঘরে গিয়ে মিসেস গ্যারিসনকে ফিরে যাওয়ার কথা বললাম। উনি চলে যাবার পর আমি আবার নিজের টেবিলে ফিরে এসে পড়াশোনায় মন দিলাম। যখন আটটা, বাপি তখনও পর্যন্ত ফিরে আসেননি। ছটার সময় মা এসে রাতের খাবারের কথা বলে ছিলেন। কিন্তু আমি যখন বললাম যে ফিরে না আসা পর্যন্ত বাপি আমাকে এখানেই থাকতে বলেছেন, উনি তখন বললেন আমি নাকি বাপিরই মতো গোঁয়াড় আর নির্বোধ এবং আমি যদি সত্যিই যেতে না চাই তাহলে আমার জন্যে এক গেলাস গরম দুধ আর দুটো স্যাণ্ডউইচ্ পাঠিয়ে দিচ্ছেন। একটু পরেই রবার্ট আমার খাবার নিয়ে এলো এবং দাদাগিরি ফলিয়ে বললো আমি যখন সত্যিকারের নার্স নই, কোনোদিন হতেও পারবো না, তখন ঢঙ করে লোক দেখাবার কোনো দরকার ছিলো না। আমি তখন রাগ দেখিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলাম,

বললাম আমার ব্যাপারে ওকে আদৌ নাক গলাতে হবে না।

বাপি ফিরে এসে হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, 'এই যে আমার সত্যিকারের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, আমি চলে যাবার পর সারা শহর সুস্থ ছিলো তো, নাকি আবার কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো?'

আমি বললাম, 'শুধু মিসেস শোয়ার্টজ্ এসেছিলেন। ওঁর ছোট্ট বাচ্ছাটার কাশি আর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমি ওঁকে ইপিকাক দিয়েছি আর বলেছি ভাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। উনি বলেছেন তুমি ফিরে এলে আমরা যেন ফোনে ওঁকে একটু জানাই।'

কোট টুপি খুলতে খুলতে উনি শুধু ছোট্ট করে হেসে বললেন, 'আচ্ছা।'

আমি বললাম, 'মাকে কি খবর দেবো তুমি ফিরে এসেছো?'

'না। তার আগে তোমাকে চুমু দিয়ে ছোট ছোট দু একটা কাজ সেরে নিই।'

বাপির মুখেই শুনলাম এত রক্তক্ষরণ হয়েছিলো যে লোকটার বাঁচার কোনো আশাই ছিলো না। তবু হাতটা কেটে বাদ দেবার পর মনে হচ্ছে হয়তো ও একদিন সুস্থ হয়ে উঠবে, কিন্তু আর কোনোদিন কারখানার কাজে যোগ দিতে পারবে না। কম্পানির কাছ থেকেও টাকা পেতে গেলে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। ওরা গরিব মানুষ, বড় বড় উকিলের পারিশ্রমিক যোগাবার মতো সংগতি ওদের কোথায়? আমাদের সমাজ-ব্যাবস্থাটাই এমন যে গরিবদের বাঁচার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

আমি বোকার মতোই প্রশ্ন করেছিলাম, 'আচ্ছা বাপি, এই খারাপ সমাজ-ব্যবস্থাটা পালটে দিতে পারো না?'

উনি আদর করে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিলেন, 'তুমি এখন খুব ছোট সোনামণি, বড় হলে নিজেই বুঝতে পারবে একক কোনো মানুষের পক্ষে সেটা খুবই কঠিন কাজ।'

বাপির দৃষ্টিভঙ্গি, বাপির একক ভাবনা দিয়েই লোলা সবকিছুকে

বোঝার আর বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করতো। এটাও ওই ঘটনার আরও কয়েক মাস পরের কথা। একবার সে অনেক খেটেখুটে, অভিধান ঘেঁটে, এমন কি মাঝে মাঝে বাপির সঙ্গে পরামর্শ করেও স্কুলের জন্যে একটা প্রবন্ধ রচনা করেছিলো। কিন্তু প্রবন্ধটা যে স্কুলে এমন আলোড়ন তুলবে সে কল্পনাও করতে পারেনি, এমন কি এ সম্পর্কে সে কিছু জানতেও পারতো না যদি না স্কুলের শিক্ষিকা মিসেস বেলফন্ট নিজে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ওদের বাড়িতে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। থমথমে মুখ, গম্ভীর গলায় উনি জানালেন বাবা-মার সঙ্গে বিশেষ জরুরী একটা আলোচনা আছে।

বাইরের ঘরে না বসিয়ে মা ওঁকে সোজা ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং বাবাকে তখুনি দেখা করার জন্যে খবর পাঠালেন। কিছু একটা বিপদের গন্ধ আঁচ করতে পেরে লোলা নিজের ঘরে এসে বন্ধ দরজায় কান পেতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলো।

'বলুন, মিসেস বেলফন্ট।' মারই প্রথম গলা শুনতে পেলো সে, 'আশা করি লোলা স্কুলে নিশ্চয়ই কোনো অসভ্যতা করেনি ?'

'অসভতা ? না, তা অবশ্য করেনি। আচ্ছা, আপনারা কেউ কি লোলার এই রচনাটা পড়ে দেখেছেন ?'

'কই, না তো !'

'তাহলে আমার মনে হয় এটা অবশ্যই আপনাদের একবার পড়ে দেখা দরকার।'

সত্যিই পড়ে দেখার কোনো যৌক্তিকতা আছে কি না সে সম্পর্কে বাপি একবার প্রশ্ন তুলে ছিলেন, কিন্তু মিসেস বেলফন্ট পড়ে দেখার জন্যে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন। ফলে দীর্ঘক্ষণের জন্যে সারা ঘরে বিরাজ করতে লাগলো এক নিটোল নিস্তব্ধতা। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরে চাপা একটা উত্তেজনার আভাস না থাকলে লোলা ভাবতো উনি হয়তো ওর প্রশংসাই করতে এসেছেন। অবশ্য মিসেস বেলফন্টের কাছে এই ধরণের অচরণ আশা করা খুবই অপ্রত্যাশিত এবং লোলাও

তার সহজাত প্রবণতা আর অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারলো এই ভর সন্ধ্যেবেলায় উনি তার প্রশংসা করতে আসেননি বরং বাবা-মার কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেই এসেছেন।

দীর্ঘ উৎকণ্ঠার পর লোলা শুনতে পেলো বাপির কণ্ঠস্বর, 'ও নিজেই খেটেখুটে রচনাটা তৈরি করেছে। আমি কিন্তু এর মধ্যে তেমন উত্তেজিত হবার মতো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, মিসেস বেলফণ্ট।'

বাবার কথা শুনে মিসেস বেলফণ্ট যেন গাছ থেকে পড়লেন। 'এ আপনি কি বলছেন ডাক্তার ফ্রিমণ্ট, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'শুধু আপনি কেন, মিসেস বেলফণ্ট', শোনা গেলো মার ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর, 'আমার এই উনিশ বছর বিয়ে হয়েছে, আজ পর্যন্ত আমিও ওকে বুঝতে পারিনি।'

'কিন্তু আমার মনে হয় না ব্যাপারটাকে এমন হালকাভাবে···'

'ব্যাপারটাকে আমি কিন্তু আদৌ হালকাভাবে দেখছি না, মিসেস বেলফণ্ট', দ্রুত বাধা দিয়ে, অথচ শান্ত স্বরেই বাপি বলে উঠেলেন। 'বরং স্কুলের ছোট একটা মেয়ে···'

'আঃ, ম্যাক্স!' মাঝ পথেই মা বাবাকে থামিয়ে দিলেন। 'আমি বুঝতে পেরেছি মিসেস বেলফণ্ট কি বলতে চাইছেন। সত্যি আপনি বিশ্বাস করুন, রচনাটা জমা দেওয়ার আগে আমরা যদি ঘূর্ণাক্ষরেও কিছু জানতে পারতুম—আমরা ওর সঙ্গে আলোচনা করতে পারতুম, ওকে বোঝাতে পারতুম, প্রয়োজন হলে বকতুম।'

'নিশ্চয়ই, আমার ধারণা প্রত্যেক বাবা-মারই নৈতিক একটা দায়িত্ববোধ থাকা উচিত, মিসেস ফ্রিমণ্ট। আজ এই ত্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করে আসছি, কিন্তু আইনসংগত ভাবে নির্বাচিত পৌরপাল সম্পর্কে এমন বিরূপ মন্তব্য আমি আর কখনও শুনিনি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাসে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি গনতন্ত্রের প্রকৃত অর্থটাকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরার···'

বাবা বাধা দিলেন, 'কিন্তু শেলি গুরমানটা যে কত বড় অপদার্থ

সেটা তো সবাই জানে, এমন কি আপনিও খুব ভালো করে জানেন, মিসেস বেলফণ্ট। তবে এটা সত্যি—লোলার এমন সরাসরি উল্লেখ করাটা ঠিক হয়নি, বিশেষ করে আমার উদ্ধৃতি দেওয়াটা ওর আদৌ উচিত হয়নি। কিন্তু যেহেতু আমরা তিনজন ছাড়া এ ব্যাপারটা আর কেউ জানে না, আমার মনে হয় না এতে মারাত্মক একটা কিছু ক্ষতি হবে।'

'ক্ষতির প্রশ্ন এটা নয় ডাক্তার ফ্রিমণ্ট, প্রশ্ন নৈতিকতার। এতটুকুন একটা মেয়ে ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছে ··'

'ধর্ম এবং ঈশ্বর নিঃসন্দেহে পবিত্র। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই তো নিজস্ব একটা চিন্তাধারা থাকতে পারে···'

বিস্ফোরণের আশঙ্কায় লোলা রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিলো আর মনে মনে ভাবছিলো এর পরে ও কেমন করে স্কুলে মুখ দেখাবে। কিন্তু ওর মা, সারা ফ্রিমণ্টই এই জটিল পরিস্থিতিটা একেবারে জলের মতো সহজ করে দিলেন। শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে উনি বললেন :

'আঃ ম্যাক্স, দোহাই তোমার, একটু চুপ করো! আপনি বিশ্বাস করুন মিসেস বেলফ্রণ্ট, ধর্মের ব্যাপারে নিজস্ব চিন্তাধারাই আমাদের পরিবারের সবচাইতে বড় ত্রুটি। তবু বিতর্ক না করে আমরা এটাকে মেনে নিয়েছি এবং এতদিন যাবৎ সভ্য নাগরিকের মতো পরস্পরে প্রায় সুখেই বাস করে আসছি। একটা পরিবারের মধ্যে যদি এটা সম্ভব হয়ে ওঠে, তাহলে কোনো স্কুল কিংবা শহরেই বা তা সম্ভব হবে না কেন, মিসেস বেলফ্রণ্ট?'

'আপনি যা বলছেন আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেটা কিভাবে সম্ভব সেটাই বুঝতে পারছি না।' এই প্রথম লোলা তার শিক্ষিকাকে ইতস্তত করতে শুনলো।

'এটা এমন একটা কিছুই কঠিন নয়, মিসেস বেলফ্রণ্ট। আপনি বরং অনুগ্রহ করে রচনাটা দু একদিনের জন্যে আমার কাছে রেখে যান, আমি লোলাকে বলবো এটাকে আবার নতুন করে লিখে দিতে।'

'কিন্তু একবার জমা দেবার পর সেটা কি আর সম্ভব হবে?'

'কিচ্ছু অসম্ভব হবে না, মিসেস বেলফ্রন্ট। আপনি ওর শিক্ষক, আপনি নিজে যখন এত কষ্ট করে আমাদের এখানে এসেছেন, আর আমাদের মুখ চেয়ে এই সামান্য কাজটুকু করতে পারবেন না? চেষ্টা করলে আপনি নিশ্চয়ই তা পারবেন। আমি কথা দিচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন করে লিখে ও আবার আপনার কাছে জমা দেবে।'

'বেশ, আপনি যখন বলছেন...'

'সত্যিই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিসেস বেলফ্রন্ট।'

ঝড় না বইয়ে মিসেস বেলফ্রন্ট এত সহজে বিদায় নেবেন লোলা ভাবতেই পারেনি। বাপি কিন্তু এই মধ্যস্থতায় আদৌ খুশি হতে পারেননি, মার মুখের ওপর স্পষ্টই বললেন এটা এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা।

'কিন্তু একটা কথা তুমি কেন বুঝতে পারছো না, ম্যাক্স', মা প্রতিবাদ করলেন, 'আমাদের এই শহরেই বাস করতে হবে, ছেলেমেয়েদেরও স্কুলে যেতে হবে। আমার মনে হয়, শুধু আমি নয়, তোমারও এ ব্যাপারে লোলার সঙ্গে কথা বলা উচিত।'

বাপি না বললেও মা বলেছিলেন এবং লোলাকেও প্রবন্ধটা আবার নতুন করে লিখে দিতে হয়েছিলো। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, প্রথম প্রবন্ধটা মা সযত্নে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন। বহু বছর বাদে, মার মৃত্যুর পর, কি যেন একটা খুঁজতে গিয়ে লোলা মার ছোট বাকসটার মধ্যে ওটাকে পেয়েছিলো। বাকসটার মধ্যে চুলের গুছি, বাচ্ছাদের জুতো, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কয়েকটা ফিতে, বিয়ের সাক্ষ্যলিপি, রবার্টের জন্মের প্রমানপত্র, বিয়ের ঠিক পরেই নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সামনে তোলা বাবা-মার একটা ছবি আর সারা জীবন ধরে সংগ্রহ করে রাখা নানান টুকিটাকি জিনিসের সঙ্গে লোলার সেই প্রবন্ধটাও ছিলো।

৫

পেটিকে নিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসার পর মিস কুলেন এবং মিস্টার হ্যামণ্ডের প্রতি খারাপ লাগাটাকে লোলা কিছুতেই চেপে রাখতে পারেনি। তবে এই ধরনের তিক্ত অনুভূতিকে লোলা দীর্ঘক্ষণ নিজের মনের মধ্যে পুষে রাখতে পারে না, সংসারে নানান কাজের চাপে অনায়াসেই ভুলে যায়। এমন কি কারুর চরম শত্রুতাকেও ভুলে যেতে ওর খুব একটা সময় লাগে না। সুতরাং মিস্টার হ্যামণ্ডের মতো বিরূপ স্বভাবের কোনো মানুষ ওর মনে যতটা না গভীর রেখাপাত করতে পেরেছিলো, লোলা তার চাইতে বেশি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলো রজারের সম্পর্কে। কেননা এখন সবে মার্চ, অনন্ত আরও চার মাস ওকে মিস কুলেনের তত্ত্বাবধানেই থাকতে হবে।

গ্রেগ শুনলে সঙ্গে সঙ্গেই বলবে কুলেনের ক্লাস থেকে রজারকে তুলে নিয়ে অন্যকোনো স্কুলে ভর্তি করে দিতে। লোলার কিন্তু মনে হয় না তাতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অন্তত এ ক্ষেত্রে ওর মনে হয়েছে মার সমাধানটাই বোধহয় সব চাইতে ভালো এবং এই প্রসঙ্গেই ওর ছেলেবেলার কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিলো। মনে পড়ে গিয়েছিলো ওর আশ্চর্য রঙিন সেই শৈশবের কথা, উষ্ণ আন্তরিকতায় ভরা সুন্দর একটা পরিবেশ আর শীতের দিনে হিমেল হাওয়া এড়ানোর জন্যে দরজা-জানলায় টাঙানো ঝালর-দেওয়া ভারি পরদাগুলোর কথা। ব্যর্থস্বপ্ন বাবার বিষণ্ণতা আর আচারনিষ্ঠ মার প্রশান্তি সত্ত্বেও লোলা কিন্তু কোনোদিন সংসারে অশান্তি হতে দেখেনি, বরং এতকাল পরে দেওয়ালে টাঙানো দুর্লভ ছবিরই মতো সেদিনের স্মৃতিকে আজ ওর ছন্দিল আর বর্ণময় মনে হচ্ছে এবং একদিন ওরই তৈরি করে নেওয়া এই পৃথিবীর মধ্যে জীবনের অনেকগুলো দিন ও কাটিয়ে এসেছে। যদিও তখনকারের সঙ্গে এখনের অনেক তফাত, তবু লোলার কোনো ক্ষোভ নেই।

লোলার মনে হলো মা হলে নিশ্চয়ই মিস কুলেনকে বন্ধুত্বে পরিণত করে তুলতে পারতেন। যদিও লোলা মার সে ভূমিকা পালন করতে পারেনি, তবু মিস কুলেনকে ওর একটিবারের জন্যেও শত্রু বলে মনে হয়নি। কেননা রজারকে এই বাস্তব পৃথিবীর মধ্যেই বাস করতে হবে এবং আজকের এই ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু মিস কুলেন না হয়ে অন্য যে কেউ হতে পারতো।

হাতঘড়িটা দেখে নিয়েই লোলা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলো। প্রথমে মুদির দোকানে গিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে, তারপর ফিরে গিয়ে ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে, রান্না করতে হবে, পেটিয়ে খাইয়ে রজারের খাবার নিয়ে যেতে হবে। টিফিন থেকে স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত এই দু ঘণ্টাই যা ওর সারা দিনের বিশ্রাম, পেটি ততক্ষণ মাঠে খেলা করবে। সকাল থেকে সন্ধ্যে লোলার প্রতিটা মুহূর্তই ছকে বাঁধা, তবু ওর তা ভালো লাগে।

লোলা পেটিকে তাড়া লাগালো, 'তাড়াতাড়ি হাঁটো, আমার অনেক কাজ রয়েছে।'

আপন মনে গুনগুনিয়ে চলা পেটি অবাক হয়ে মার মুখের দিকে তাকালো, পেটিকে দেখতে ঠিক ওর মার মতো—মারই মতো টানাটানা ধুসর দুটো চোখ, একটু ভারির ওপর চওড়া মুখ, একই রকম সোজা ভ্রূ, শুধু লোলার তুলনায় শুয়োরের লেজের মতো ছোট ছোট ছাঁটা পেটির চুলগুলো যা একটু বেশি কালো। ছেলেবেলায় লোলার চুলও অমন কালো ছিলো। দু পাশে বড় বড় আঁর পুরনো বাদামী রঙের পাথরের বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া চওড়া রাস্তাটা ধরে ওরা যেভাবে হেঁটে চলেছে, বয়েস আর মাথায় সমান হলে দুজনকে হুবহু একই রকম মনে হতো।

এভিনিউ পেরিয়ে ক্রিমকুইন ডেয়ারিতে পা দিয়ে লোলা প্রথমেই টাকাপয়সা রাখার ছোট ব্যাগ থেকে দোমড়ানো চারটে দশডলারের নোট বার করে মিস্টার গেলারের দিকে এগিয়ে দিলো।

'কি ব্যাপার, মিসেস গ্রেগ ?'

লোলা যখন বললো যে ধারের টাকার এটা ওর প্রথম কিস্তি, বৃদ্ধ গেলারের মুখে ফুটে উঠলো ক্লান্ত বিধ্বস্ত একটা মানুষের করুণ অভিব্যক্তি, যেন মৃত্যুর হিমেল স্পর্শে ওঁর মুখের প্রতিটা মাংসপেশী কুঁকড়ে একেবারে টানটান হয়ে গেছে। সব সময় হাসি-খুশিতে উচ্ছল বৃদ্ধ মানুষটাকে লোলা কিন্তু কখনও এমন বিষণ্ণতায় ম্লান হয়ে উঠতে দেখেনি। প্রথমেই ওর যে কথাটা মনে হলো উনি অসুস্থ নন তো ? এবং এ প্রসঙ্গে জিগেস করায় বৃদ্ধ বললেন ঃ

'না না, আমি বেশ ভালোই আছি। কিন্তু ধারের টাকার জন্যে আমি তো আপনাকে কখনও চাপ দিইনি, মিসেস গ্রেগ। আমি খুব ভালো করেই জানি—আজ দিতে না পারলে, কাল নিশ্চয়ই দিয়ে দেবেন। আপনি তো আর পালিয়ে বা উঠে যাচ্ছেন না।'

'না, তা যাচ্ছি না।' লোলা মিষ্টি করে হাসলো। 'সত্যি, এভাবে সাহায্য করার জন্যে আমি যে আপনার কাছে কি ভীষণ কৃতজ্ঞ, তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না, মিস্টার গেলার। পেটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হলো, তার ওপর আবার ওর পায়ে তিন তিনবার অস্ত্রোপচারের জন্যে এক গাদা টাকা খরচা হয়ে গেলো। ভবিষ্যতে কিছু একটা করবো ভেবে একটু একটু করে সামান্য যেকটা টাকা জমিয়ে রেখেছিলাম, চোখের নিমেষে তা শেষ হয়ে গেলো…'

'আপনি কি ভাবছেন এসব খবর আমি কিছু জানি না ?' লোলাকে খুশি করার সুরে বৃদ্ধ বললেন।

'নিশ্চয়ই জানেন। তবে বিশ্বাস করুন, তিনশো ডলারের বেশি ধার এই আপনার দোকানে ছাড়া আমার জীবনে আর কোথাও কখনও হয়নি, এবং এর জন্যে রাত্তিরে আমি স্বস্তিতে একটুও ঘুমোতে পারি না। কিন্তু আপনাকে কথা দিচ্ছি, ছ মাসের মধ্যে একটু একটু করে সব দেনা আমি শোধ করে দেবো।'

'কেন ? আপনাকে কি আমি দেনা শোধ করে দেবার কথা কখনও বলেছি ? নাকি আপনার দেনার জন্যে আমার রাতে ঘুম হচ্ছে না ?'

রেগে ওঠা বৃদ্ধের থমথমে গলা শুনে লোলা অবাক হয়ে গেলো, তবু হসেতে হাসতে বললো, 'বারে, তা বলে বুঝি আমায় দেনা শোধ করতে হবে না ?'

'নিশ্চয়ই হবে। যখন সুবিধে হবে, তখন দেবেন।'

'আজকে কিন্তু আপনার শরীরটা একটুও ভালো নেই, মিস্টার গেলার।'

শরীর আমার খুবই ভালো আছে, ভালো নেই শুধু মেজাজটা…'

লোলা মনে মনে ভাবলো, 'সত্যিই, মেজাজের আর দোষ কি ? ওঁর জন্যে তো কেউ গোলাপের শয্যা বিছিয়ে রাখেনি। আজও এই বৃদ্ধ মানুষটাকে ঠায় বারো ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে পরিশ্রম করতে হয়, মাইনে করা একটা ছেলে ছাড়া সাহায্য করার আর কেউ নেই। তবু অন্যদিন যাও বা ওঁর স্ত্রী থাকেন, গ্রীষ্মের দিনে ঘেমে নেয়ে, শীতের দিনে ঠাণ্ডায় নীল হয়ে যাওয়া কাঁপা কাঁপা হাতে স্বামীকে নানান ভাবে সাহায্য করেন, আজ তিনিও নেই। তাই লোলা জিগেস করলো :

'আজ মিসেস গেলারকে দেখছি না। ওঁর অসুখ-বিসুখ কিছু করেনি তো ?'

'না, তেমন কিছু নয়। এমনিই একটু ক্লান্ত। মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।'

'আজ আমি কিন্তু কয়েকটা জিনিস নেবে।'

'নিশ্চয়ই। কি দেবো বলুন ?'

'সবচেয়ে ভালো ডিম ছটা।'

'আজ কিন্তু দামটা একটু বেশি পড়বে, মিসেস গ্রেগ—চুরানব্বুই সেণ্ট।'

'ও—ঠিক আছে। এক পাউণ্ড মাখন আর বণের রুটি একটা।'

'বিশ্বাস করুন, চুরানব্বুই সেণ্ট দরে এক ডজন ডিম বিক্রি করতে আমাদেরও ভালো লাগে না। কিন্তু কোনো উপায় নেই। আপনি বরং সবচেয়ে বড় বড় আর বাদামী ডিমগুলো বেছে নিন। আর গতকালই আমাদের খুব ভালো মাখন এসেছে। ওটা আপনাকে আমি পঁচিশ সেণ্ট দরেই দিতে পারবো। আর কি দেবো, মিসেস গ্রেগ?'

'দু কৌটো ঘন দুধ আর একটা ক্যাম্বেলের বিন। ব্যাস, আজ আর কিছু লাগবে বলে মনে হয় না।'

'এগুলো কি আমি লিখে রাখবো, মিসেস গ্রেগ?'

'না না, এগুলোর দাম আমি দিয়ে দিচ্ছি।' লোলা আগের মতোই মিষ্টি করে হাসলো। 'আমার মনে হয় এখন থেকে আর ধারে নেবার প্রয়োজন হবে না। আসলে তখন না নিয়ে আমার সত্যিই কোনো উপায় ছিলো না।'

মুখে কিছু না বললেও, মুহূর্তের জন্যে লোলার মনে হলো উনি বুঝি এবার সত্যিই ভেঙে পড়বেন। এমন কি তা পেটিরও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, তাই দোকান থেকে বেরিয়ে আসার পর ও লোলাকে জিগেস করলো:

'আজ গেলারদাদুর কি হয়েছে, মামণি?

'আমি ঠিক জানি না, সোনামণি। তবে আমার মনে হয় উনি নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন। কত লোকের যে কত রকম ঝামেলা থাকে।'

'আমাদের নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা নেই, বলো মামণি?'

'সামান্য একটু-আধটু থাকলেও তেমন মারত্মক কিছু নয়, পেটি-সোনা। সেদিক থেকে তুমি আমি বাপি রজার, সবাই খুব ভাগ্যবান।'

বাড়ির পথ ধরে দুজনে ফিরে চলেছে। বসন্তের অন্যান্য দিনের মতো সকলটা প্রায় একই রকম—রোদ ঝলমলে আর ভারি মিষ্টি। বাতাস এমনই স্বচ্ছ যেন ছায়াগুলোকে রাস্তার শানবাঁধানো পাথরে একেবারে

খোদাই করে রেখে দিয়েছে। ওরা যেখানে বাস করে, সকালের এই সময়টাতে রাস্তায় পাড়াপড়শীদের বড় একটা দেখা যায় না। পুরুষেরা যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে, বউরা ঘরের কাজে ব্যস্ত। শহরটাকে এখন দেখলে মনে হবে যেন হাত-পা ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে।

একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি টপকে ওপরে ওঠার সময় লোলা শক্ত করে পেটির হাতটা ধরে রইলো। ঘরে ঢুকে পেছন থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দেবার পর লোলা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো, অদ্ভুত একটা স্বস্তি অনুভব করলো বুকের মধ্যে। আসলে লোলা আশ্চর্য রকমের অনুভূতিপ্রবণ। মাঝে মাঝে ওর কেনই জানি মনে হয়—কোথাও কোনো ভুল নেই, অথচ কি যেন একটা ত্রুটি রয়েছে ; কোথাও কিছু ঘটার কথা নয়, অথচ কি যেন একটা ঘটে গেছে। এমন অনেক কিছু, যা ওর জানার কথা নয়, অথচ মনে হয় যেন জানে।

রান্নাঘরে গিয়ে লোলা মোড়কগুলো রেখে দিলো, ভাবলো আলো-বাতাস খেলার জন্যে জানলাটা খুলে দেওয়া দরকার। কিন্তু খুলতে গিয়েও পারলো না। বাতাস চলাচলের জন্যে সংকীর্ণ একফালি বারান্দার ওপারে শোয়ার্টজ্‌রা আবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়েছে। ইস্ট রিভারে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের একটাতে শোয়ার্টজ্‌ যন্ত্রপাতিতে তেল জোগান দেওয়ার কাজ করে। সারারাত বেচারি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যখন ঘরে ফিরে আসে, একটু স্বস্তি পায় না—সারাক্ষণ, খাওয়া-দাওয়ার পর, দুপুরে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে কোনো না কোনো ব্যাপারে খিটি মিটি লেগেই থাকে। চওড়া কাঁধ, দশাসই চেহারার পেল্লাই মানুষ, রান্নাঘরে টেবিলের সামনে বসে স্যাণ্ডউইচে কামড় দিতে দিতেই বই পড়ে চলেছে আর তার স্ত্রী সমানে গজগজ করছে :

'সত্যি, মানুষ বটে একটা! খালি বই, বই আর বই! অথচ কত দিন ধরে বলছি একটা টিভি কেনো, টিভি কেনো—সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। আশে পাশে চারদিকে তাকিয়ে ছাখো, সবার

বাড়িতে টিভি রয়েছে, শুধু আমাদেরই নেই।'

'আঃ, একটু চুপ করবে!'

ব্যাস, শুধু ওইটুকুই। এর বেশি লোলা আর কখনও শোয়ার্টজ্‌কে কিছু বলতে শোনেনি।

'সারাক্ষণ মানুষ যে কি করে এমন বসে বসে বই পড়ে, আমি মাথামুণ্ড কিচ্ছু বুঝতে পারি না! সত্যি, তোমার লজ্জা করা উচিত।'

'বেশ, আমি লজ্জিত। এবার চুপ করো।'

'প্রতিটা পাই পয়সা খরচ করার সময় আমাকে দশবার চিন্তা করতে হয়, অথচ বাবু প্রতিদিনই একটা না একটা নতুন বই কিনে চলেছেন।'

'বইগুলো নতুন নয়, পুরনো। কিনি না, পালটে আনি। এবার চুপ করো।'

'আমি জানি বইগুলো একদম বাজে। শুধু মলাটের ছবিগুলোর জন্যেই নিয়ে আসো।'

'বেশ, তাই। এবার দয়া করে একটু···'

লোলা জানলার সামনে থেকে সরে এলো। সকালে জল খাবারের এঁটো বাসনগুলো ধুয়ে মুছে তাকে গুছিয়ে রাখলো। পেটি ঘ্যান ঘ্যান করছে, কি করে যেন হাতে একটা চোঁচ ফুটিয়ে ফেলেছে, আঙুল উঁচিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মার কাছে এসে নালিশ করলো। লোলা তখন দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ছুঁচের আগা পুড়িয়ে চোঁচটা বার করে দিলো। পেটি আগে থেকেই ভয়ে কেঁদেকেটে মাথা নেড়ে লোলাকে অস্থির করে তুললো। চোঁচটা বার করে দেবার পর পেটি বায়না ধরলো গ্রামোফোন চালাবে। মেয়েকে ভোলানোর জন্যে বাধ্য হয়েই লোলাকে রাজি হতে হলো, বললো:

'ঠিক আছে, চালাও; কিন্তু খুব সাবধানে, যেন রেকর্ড ভেঙো না।'

পেটি কথা দিলো ও খুব সাবধানেই চালাবে।

শোবার ঘরে বিছানা করতে করতে লোলা শুনতে পেলো পেটির

সবচাইতে প্রিয় রেকর্ড—দমকল বাহিনীর আগুন নেভানো গানের ভারি মজার সুরটা। চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর দমকল বাহিনীর লোকজনেরা এসেছে সেই আগুন নেভাতে। লোলার হঠাৎ মনে পড়লো আজই তো বিছানার চাদর পালটাবার দিন—কিন্তু আজ মঙ্গলবার না বুধবার, সেটাই ও স্পষ্ট খেয়াল করতে পারলো না। ও-ঘর থেকেই লোলা চেঁচিয়ে জিগেস করলো :

'পেটি, আজ মঙ্গলবার, না বুধবার ?'

মার কথা শুনে পেটি হাসতে হাসতে মাটিতে একেবারে লুটিয়ে পড়লো।

যাগ্‌গে, একটা দিনের জন্যে কিচ্ছু এসে যাবে না। শোবার ঘরের বিছানা শেষ করে লোলা বাচ্ছাদের ঘরে গেলো। এখন পেটি ওর পেছন পেছন ঘুরছে। লোলা বললো :

'রেকর্ডটা পালটাবে না ? এই নিয়ে ওটা দ্বিতীয় বার চলছে।'

পেটি বললো, 'গানটা আমার খুব ভালো লাগে। আচ্ছা মামণি, এই রেকর্ড কতবার চালানো যায় ?'

'যতবার তোমার খুশি, সোনামণি।'

লোলার মনে পড়লো ছেলেবেলায় সেও একদিন 'ছোট্ট ঘোঁড়া রাজকুমার' বইটা কতবার পড়েছে এবং তিন সপ্তার মধ্যে বইটাকে সে একবারের জন্যেও হাতছাড়া করেনি।

দূরভাষের সংকেতে লোলা চমকে উঠলো, কিন্তু ওখানে পৌঁছনোর আগেই পেটি গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিয়ে কথা বলতে শুরু করছে :

'হ্যালো ? কে কথা বলছেন ? হ্যালো ? হ্যালো···'

কিন্তু বিশ্রী একটা ঘড় ঘড়ে শব্দ ছাড়া ও-প্রান্ত থেকে কারুরই কোনো কণ্ঠস্বর শোনো গেলো না।

বাচ্ছাদের বিছানা ঠিক করে ঘরদোর গুছোনোর পর লোলা হঠাৎ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো, আর এই অস্বস্তিটা একটা হতাশায় পরিণত হলো যখন অচম্বিতে দরজার ঘন্টিটা বেজে উঠলো।

দরজাটা প্রায় না খোলা পর্যন্ত একটানা বেজে চলছে উৎকট, কর্কশ ঘণ্টাধ্বনি। দরজা খোলার পর লোলা দেখলো ছুজন লোক বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের একজন বয়েসে তরুণ, বেশ লম্বা, ছোট ছোট ছাঁটা চুল। অন্যজন বয়স্ক, বেঁটের ওপর গোলগাল চেহারা, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, হাতে ঝোলানো চামড়ার পেট-মোটা একটা ব্যাগ।

লোলাকে দেখে ছুজনেই মাথা থেকে টুপি খুলে অত্যন্ত নম্রভাবে অভিবাদন জানালো। বয়স্ক ভদ্রলোকই জিগেস করলেন ঃ

'আপনিই কি মিসেস গ্রেগ ?'

'বলুন।'

'আপনার স্বামীর নাম কি রজার গ্রেগ ?'

'হ্যাঁ।'

'যদি কিছু মনে না করেন আমরা আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

শুধু শোভন ভাবেই নয়, লোলার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক শ্রদ্ধা-বনত-চিত্তে এমন ভাবে কথাগুলো বললেন যে লোলার বীমা-সংস্থার একজন দালাল কিংবা লোলা যখন ছোট ছিলো, তখন হ্যাগারটাউনে ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সহ-সভাপতি সেই পার্শি লিগেটের কথা মনে পড়ে গেলো। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, অন্য জনকে দেখতে ঠিক মিস্টার লিগেটের ছেলের মতো, যে পরে প্রিন্সটনে চলে গিয়েছিলো এবং এক সময়ে যে লোলার সঙ্গে প্রেমাভিসারের দিনক্ষণ ঠিক করার চেষ্টাও করেছিলো।

৬

বত্রিশ বছর পর্যন্ত লোলা গ্রেগ ছিলো অসম্ভব ধরনের সরল আর নিষ্পাপ। ওর সঙ্গে বহু আমেরিকান মহিলাদের চমৎকার একটা মিল আছে, যাদের জীবন হয়তো খুব একটা ঘটনাবহুল নয়, অথচ ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব আর পরিবার-পরিজনদের হাসিকান্না দুঃখসুখের নানান স্মৃতিতে সুসংবদ্ধ। বিয়ের আগে, এমন কি বিয়ের পর থেকে শুরু করে এই বত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত, ও যে ভাবে জীবন যাপন করে এসেছে এবং করছে, এই দুয়ের মাঝে অন্য অনেকের মতো ওর জীবনেও তেমন উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য কিছু নেই। ও আর ওর স্বামী যে ধরনের ভাবনা পোষণ করে এবং তার জন্যে ওরা যেখানে গিয়ে পৌঁচেছে, সেটাও ওর কাছে তেমন অদ্ভুত কিছু মনে হয় না। কেননা এই পার্থক্যই ছিলো ওর জীবনের একটা অংশ, যেটাকে ও বহুকাল আগেই মেনে নিয়েছে, যেমন অন্য আর সবকিছুকে ও মেনে নিয়েছে নিজের শারীরিক আর মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে।

অহেতুক অহমিকা বোধ বা বিক্ষুব্ধ ধরনের মানুষ ও কোনো কালেই ছিলো না, ঠিক যেমন ছিলো না তেমন কিছু বড় হবার একটা উচ্চাশা। সে দিক থেকে বলা যায় ওর সুন্দর স্বপ্নগুলো বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা বদলে গিয়েছিলো। বড়লোক হবার আশা ও যদিও বা কোনোদিন করে থাকে তা খুবই ভঙ্গুর, যেন দীর্ঘ অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরেই নিয়েছে বড়লোক ও কোনোকালেই হতে পারবে না। যেখানে ও জন্মেছে, যেখানে বড় হয়েছে, হ্যাগারটাউনের মতো সেই ছোট্ট শহর, এমন কি মেয়েদের নিউ জার্সি কলেজও ওর আশা-আকাঙ্খার দিকে কখনও ফিরে তাকায়নি। তবে ওই ছোট্ট শহরটার তুচ্ছতা, সংকীর্ণতা, ভণ্ডামি যেমন ওর বাবার বুকের ভেতরটাকে কুরে কুরে খেয়েছে, ওকে কিন্তু ঠিক ততটা স্পর্শ বা বিষণ্ণ করে তুলতে পারেনি। সেটা অবশ্য সম্ভব হয়েছিলো বাপির জন্যে। বাপিই ওকে

জীবনের সুন্দর দিকটার প্রতি মুখ ফিরিয়ে রাখতে বাধ্য করেছিলেন।

শিল্পের কোনো না কোনো শাখায় নিজেকে প্রলুব্ধ করে রাখার মতো প্রতিভা যেমন ওর কোনোদিন ছিলো না, ঠিক তেমনি ভাবে ডাক্তারি পড়ার জন্যে বাবাকে চাপ দেওয়ার মতোও স্বার্থপর ছিলো না ও। পাশ করে খুব ভালো ধাত্রী হতে পেরেছিলো, কিন্তু স্বামী ছেলে-মেয়ে নিয়ে ছোট্ট একটা নীড়ের স্বপ্নই ওকে পেয়ে বসেছিলো নিবিড় করে। ফলে ধাত্রীর কাজ ওকে ছেড়ে দিতে হয়েছিলো। আশৈশবের ছোট্ট শহরটাতে ও ছিলো যেমন সুখী, বিয়ের পর নতুন এই শহরটাতে চলে আসতে হয়েছে বলে ও তেমন অসুখীও কিছু হয়নি। শুধু প্রথম যেদিন নিউ ইয়র্ক শহরে এলো, গ্রাম্য কিশোরীর বিপুল বিস্ময়ভরা বড় বড় চোখ মেলে চওড়া রাস্তা আর বিশাল বিশাল সব বাড়িগুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলো। কিন্তু ব্যাস, সে শুধু ওইটুকুই।

চোদ্দা বছর বয়েসে লোলা প্রথম প্রেমে পড়েছিলো এবং তার পর থেকে রজার গ্রেগের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আরও পাঁচবার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কোনোটাই ওকে কখনও তেমন বিব্রত করে তুলতে পারেনি। সেদিক থেকে বলা যায় ও নির্মেঘ আর শান্ত ধরনের মানুষ। ওর সব চাইতে বড় গুণ, জীবনে কখনও নিজেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছাখেনি। ফলে ওর জীবনে যদি অস্বভাবিক কখনও কিছু ঘটেও থাকে, সেটাই হয়ে উঠেছে ওর জীবনের স্বাভাবিক একটা অংশ।

তা বলে ওর এই চরিত্রিক বৈশিষ্টটা যে অসংবেদীতা বা উদাসীন-তা, আপাত দৃষ্টিতে যেটা অনেকের কাছে আশঙ্কা বা উদ্বিগ্নতায় স্থবির হয়ে যাওয়ার মতো মনে হতে পারে—তা কিন্তু নয়। আসলে ও এমন একটা পৃথিবীর ঘন ছায়ায় পরম নিশ্চিন্তে ছিলো, যেখানে ওর পায়ের নিচের শেকড় ছিলো অনেক গভীরে, যেখান থেকে ওকে নাড়ানো অত সহজ নয়। এই যে একদিন ওর জীবনে হঠাৎ সবকিছু পালটে গেলো, এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো, ও কিন্তু আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝতে

পারার প্রথম মুহূর্ত থেকেই সতর্ক হয়ে উঠেছিলো। যে দুজন লোক এখন ওর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের সম্পর্কে ওর আর যে ধারণাই হোক না কেন, লোলা কিন্তু তেমন ভয় পায়নি। এদের মধ্যে সোনালী চশমা চোখে, ব্যাগ হাতে, বেঁটের ওপর গোলগাল চেহারার লোকটাকে দেখে লোলার স্কুল-পরিচালক মিস্টার হ্যামণ্ডের কথাই মনে পড়ে গেলো। লোকটার চরিত্র যতই বিরূপ বা বিতর্কিত হোক না কেন, ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে, লোলার মতো এরও শেকড় রয়েছে একই পৃথিবীর গহন গভীরে, শৈশব থেকে যে পৃথিবীটাকে লোলা এতকাল চিনে এসেছে। এবং এই মুহূর্তে যদি ওর এলোমেলো ভাবনাগুলোকে ধরে রাখার সুযোগ থাকতো, তাহলে হয়তো ও নিজের মনেই বলতো ঃ

'অন্যদের মতো এই লোকটাও প্রতারক। এর মধ্যে নায়কোচিত পৌরুষত্বের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। এ অজস্র লোককে ঘৃণা করে, যেহেতু মানুষ দেখলে লোকটা ভয় পায়। এ ঠিক আমার সেই খুড়তুতো ভাইয়ে মতো যে ইহুদিদের অসম্ভব ঘৃণা করে। আমার ধারণা, আমি যদি না একে বিশ্রীভাবে অপছন্দ করতাম, তাহলে এতদিন ধরে এতগুলো মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে যে লোকটা, আমি হয়তো তাকে করুণা করেই বসতাম।'

এ রকম কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ভাবনা নিয়ে লোলা যখন আধখোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লোকদুটোর দিকে তাকালো, ওরা কারা সে সম্পর্কে ও কিন্তু একটা প্রশ্নও করেনি। বরং ওরা যখন নিজে থেকে কিছু বলার চেষ্টা করলো, লোলা বাধা দিলো ঃ

'আমি জানি আপনারা কারা।'

'আপনি কি আমাদের পরিচয়-পত্র দেখতে চান?'

'কোনো দরকার নেই।'

'ভেতরে গিয়ে আমরা কি আপনার সঙ্গে দুচারটে কথা বলতে পারি, মিসেস গ্রেগ?

'না, আমার ঘরে আপনাদের কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না।'

লোলা আপ্রাণ চেষ্টা করলো কণ্ঠস্বরে বিতৃষ্ণার ভাবটাকে চেপে রাখার। ব্যবহারিক দিক থেকে ও খুবই শোভন, এমন কি ওর মার চাইতেও শান্ত, স্থির আর নম্র। এ পৃথিবীতে ওর চাওয়াটুকু খুবই সামান্য—ও চায় কেবল ছেলেমেয়েদুটোর জন্যে নতুন আর উজ্জ্বল একটা পৃথিবী, যেখানে ওরা বলিষ্ঠ আর সত্যিকারের মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাবে। ও চায় কেবল ওরা সুন্দর হয়ে উঠুক, কেননা এই 'সুন্দর' হয়ে ওঠার পেছনে ছেলেবেলা থেকে লোলাকে বহু বাধা অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। তাই লোলার কাছে সুন্দরের তাৎপর্য অনেক গভীর। ও যখন বলে—এটা সুন্দর নয়, পেটি— তখন বুঝতে হবে এর মধ্যে গভীর অর্থবহ একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। গ্রেগ কিন্তু কখনও ওর এই উদ্দেশ্য বুঝতে পারেনি, হয়তো কোনোদিন পারবেও না। তবে এই বুঝতে না পারার জন্যে লোলা যে স্বামীর ওপর রাগ করে, তা কিন্তু নয়। কেননা এ পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যা গ্রেগ এক ঝলকেই বুঝতে পারে, অথচ ওর মাথায় সেসব প্রায় কিছুই ঢোকে না।

'অনুগ্রহ করে আপনি যদি···'

বয়স্ক ভদ্রলোকের কথাগুলো যেন লোলার কানেই গেলো না, আগের শব্দগুলোই পুনরাবৃত্তি করে ও বলে উঠলো :

'না, আমার ঘরে আপনাদের কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে না। আপনাদের আমার কিছু বলার নেই। আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই না।'

ওরা অস্বস্তি বোধ করলো। অন্য ধরনের মানুষ হলে ওদের পক্ষে ব্যাপারটা অনেক সহজ হতো। তরুণ তাকালো বয়স্ক ভদ্রলোকের মুখের দিকে, বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন :

'আমার নাম মিস্টার কান, মিসেস গ্রেগ···'

'আপনার নাম যা-ই হোক না কেন, তা দিয়ে আমার কিছু এসে

যায় না।'

'আমার ধারণা ছিলো, আপনি খুবই উন্নত মনের মানুষ।'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমি আপনাদের বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়িনি বা আপনাদের বিরক্ত করিনি। সংসারে এখন আমার অজস্র কাজ পড়ে রয়েছে।'

'তা সত্ত্বেও আমার মনে হয় আমাদের পরিচয় পত্রদুটো একবার দেখা উচিত, মিসেস গ্রেগ। সাধারণত এটা সবারই জানা—আমাদের সঙ্গে কথা না বলা বা আমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া, এগুলো অধিকার-ভঙ্গ অপরাধের মধ্যেই পড়ে। যাই হোক, এই বাড়িটা অনুসন্ধান করে দেখার এবং আপনার স্বামীকে গ্রেফতার করার পরোয়ানা আমাদের আছে।'

'কি আছে বল্লেন ?' বিস্ময়ে লোলার গলার স্বর তখন প্রায় বুজে এসেছে।

'আপনার স্বামীকে গ্রেফতার করার পরোয়ানা, মিসেস গ্রেগ।'

'না না, আপনারা নিশ্চয়ই ভুল করেছেন। আমার স্বামী কোনো অন্যায় করেননি।'

'সেটা আদালতের বিচার্য বিষয়, মিসেস গ্রেগ। যুক্তরাষ্ট্রের আইন সংক্রান্ত ধারা অনুযায়ী ১০নং বিভাগের ১৮নং অনুচ্ছেদের আওতায় ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত থাকার অপরাধে ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। আমরা তো আর আইন প্রণয়ন করি না, আমরা শুধু হুকুম তামিল করি। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এ ব্যাপারে আমাদের হাত-পা সম্পূর্ণ বাঁধা। আশা করি এবার নিশ্চয় আপনি আমাদের পরিচয়পত্র দেখতে বা কথা বলতে আপত্তি করবেন না ?'

কোনো জবাব না দিয়ে লোলা শুধু ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লো। চামড়ার ছোট ব্যাগ থেকে বের করে মেলে ধরা ওদের পরিচয়পত্র, এমন কি অনুসন্ধান করে দেখার হুকুম-নামাটার ওপরেও লোলা চোখ বোলালো, কিন্তু ছাপানো অক্ষরের একটা শব্দও ওর মাথায় ঢুকলো

না। ওরা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করার পর লোলা সন্তর্পণে দরজাটা পেছন থেকে ভেজিয়ে দিলো।

পায়ের শব্দ পেয়ে পেটি দৌড়ে এলো। লোলা দুহাতে শক্ত করে ওকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলো।

'এরা করা, মামণি?'

'এমনিই লোক।'

ওরা ইতিমধ্যে ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে দিয়েছে। অবশ্য দেখার মতো তেমন কিছুই নেই—ছোট ছোট শোবার দুটো ঘর, একটা ওর আর গ্রেগের, অন্যটা বাচ্ছাদুটোর। একটা বসার ঘর আর রান্নাঘর, এই দুয়ের মাঝখানে ছোট্ট একফালি খাবার জায়গা। ওদের উপস্থিতিতেই সমস্ত জায়গাটুকু যেন ভরে গেছে এবং সেই প্রথম লোলা অনুভব করতে পারলো ওর এই বাসা-বাড়িটা সত্যিই কত ছোট। সব মিলিয়ে মোট তিনটে আলমারি, ওরা প্রত্যেকটা খুলে খুলে দেখলো। এমন কি স্নানঘরটাও ঘুরে দেখতে বাদ রাখলো না, সেটা অবশ্য কেবল দুতিন মিনিটের জন্যে। সব শেষে ওরা এসে দাঁড়ালো বই রাখার তাকগুলোর সামনে, যেটাকে গ্রেগ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বসার ঘরের সম্পূর্ণ একটা দেওয়াল জুড়ে একটু একটু করে গড়ে তুলেছিলো। এতে যে শুধু ওদের বিয়ের পরের বই-ই সংগৃহীত রয়েছে তাই নয়, আকৈশোর লোলার জীবনের সঙ্গে জড়িত সেণ্ট নিকোলাস পত্রিকার বাঁধানো একটা খণ্ড, বুথ টারকিং-টনের 'দি সিকরেট গার্ডেন, সেভেণ্টিন', 'জোস বয়ের,' 'লিটিল উইমেন' এবং 'ট্যাঙ্গেলউড টেলস্'-এর মতো দুর্লভ বইও রয়েছে প্রচুর।

নিপুণ তৎপরতায় ওরা প্রতিটা বই-ই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো, তারপর এক সময়ে কিছু জিগেস করবে বলে লোলার দিকে ফিরে তাকালো।

পেটিকে দেখিয়ে লোলা বললো, 'এর সামনে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

'ওকে বরং পাশের ঘরে খেলতে দিন না। আপত্তি না থাকলে মিস্টার কেলি ওর সঙ্গে খেলতে পারবে। আপনি ওর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন।'

'ঠিক আছে, ও বরং একাই খেলতে পারবে।'

লোলা মনে মনে ভাবলো—আর যাই হোক, ওকে ভয় পাইয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না। তাছাড়া নিজেরও ভয় পেলে চলবে না। লোলা নিজের মনকেই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো—যতটা সম্ভব নিজেকে সংযত রাখতে হবে। পরবর্তী কয়েকটা ঘণ্টা তোমার পক্ষে যতই কঠিন হোক, রজার বা পেটির পক্ষে সেটা আরও কঠিন হয়ে উঠবে। সুতরাং ওদের মুখ চেয়েই তোমাকে সবকিছু সহজ করে নিতে হবে। উত্তেজিত হলে চলবে না। নিজে বোঝার চেষ্টা করো—এমন ঘটনা তো প্রায়ই ঘটে, এমন কি মৃত্যুও। সেই তুলনায় এটা তো অনেক সহজ। কথাটা ভাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোলা মনস্থির করে ফেললো এবং নিজের এই মানসিক দৃঢ়তা, এমন কি ধৈর্য দেখে লোলা নিজেই অবাক হয়ে গেলো।

বাচ্ছাদের শোবার ঘরে পেটিকে নিয়ে গিয়ে লোলা বললো, 'তুমি এখানে একটু খ্যালো সোনামণি, আমি একটু পরেই আসছি।'

পেটি মুখ উঁচিয়ে গভীর দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে তাকালো, তার-পর আনন্দ-ঝরা গলায় বললো, 'আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, মামণি।'

লোলা অবাক হয়ে গেলো—তাহলে ও কি সব বুঝতে পেরেছে! মুখে বললো, 'জানি, সোনামণি।'

ছোট্ট পেটিকে খেলায় মগ্ন রেখে লোলা যখন বসার ঘরে ফিরে এলো, দেখলো ওরা যেখানে ছিলো, সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কেলি নামে লোকটি বললো, 'আপনি হয়তো আমাদের ঠিক পছন্দ করতে পারছেন না, মিসেস গ্রেগ···কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমরা শুধু আমাদের কর্তব্যটুকুই করছি।'

'আপনাদের কর্তব্য নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।' শান্ত স্বরেই লোলা বললো। 'আপনারা স্বেচ্ছায় এই কর্তব্যকে বেছে নিয়েছেন, এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিটিয়ে বিদেয় হন।'

'এভাবে কথা বলাটা ঠিক নয়, মিসেস গ্রেগ।'

'আমি সাধারণত এইভাবেই কথা বলি।'

'আমরা কি একটু বসতে পারি?' মিস্টার কান জিগেস করলেন।

'ইচ্ছে করলে বসতে পারেন। তবে আমি আপনাদের বসার কথা বলবো না, কেননা এখানে আপনারা আমার অতিথি নন।'

কোট পরা অবস্থাতেই সোফায় ওরা দুজনে পাশাপাশি বসলো, শুধু টুপিদুটো খুলে রেখেছে ওদের পাশে। ব্যাগ খুলে কান একটা প্যাড বার করলেন, বল-কলমটা তুলে নিলেন কোটের ভেতরের পকেট থেকে। কলমের মাথায় চাপ দিয়ে লেখার ছুঁচালো মুখটা বার করে এনে মুহূর্তে জন্যে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন ঠিক মতো লেখাটা পড়বে কি না সে সম্পর্কে তিনি তখনও সুনিশ্চিত নন। তারপর সেই একই বিনম্র ভঙ্গিতে জিগেস করলেন ঃ

'আপনি কি আমাদের কোনো বিবৃতি দিতে চান, মিসেস গ্রেগ?'

'না।'

'ধরে নিচ্ছি আপনি হয়তো আমাদের কোনো প্রশ্নেরও জবাব দিতে চাইবেন না। তবু আমরা আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবো। আপনি কি জানেন আপনার স্বামী এখন কোথায়?'

লোলা নিঃশব্দে ওদের দিকে মুখ তুলে তাকালো। বুকের ভেতরে ওর হৃদপিণ্ডটা তখন পাগলের মতো দুলছে। লোকটা ঠিক কি বলতে চাইছে সেটা বোঝার ও আপ্রান চেষ্টা করলো। ওদের কাছে গ্রেগকে গ্রেফতার করার পরোয়ানা রয়েছে, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই ওরা গ্রেগকে ধরতে এসেছে। কিন্তু ওরা কি জানে না গ্রেগ এখন এখানে নেই? তাছাড়া ওরা ঘরটাই বা অনুসন্ধান করে দেখলো কেন? এটা কি নিয়মমাফিক কাজের আওতার মধ্যে পড়ে? আর ঘরটাই যদি

ওদের অনুসন্ধান করে দেখা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে গ্রেগকেই বা ওরা গ্রেফতার করলো না কেন? ওরা নিশ্চয়ই জানে গ্রেগ কোথায় কাজ করে। শুধু তাই নয়, গ্রেগ কখন কাজে যায়, কখন কাজ থেকে ফেরে, এ সবই ওদের জানা। কোনো কারণে ওরা যদি গ্রেগকে খোঁজে, পরোয়ান জারি করে গ্রেগকে গ্রেফতার করতে চায়, তাহলে ব্যাপারটা আদৌ আকস্মিক নয়। সাধারণত যেমনটা শোনা যায় কিংবা বই-য়েতে পড়া যায়, এদের সঙ্গে তার কিন্তু কোনো মিল নেই। এদের কাজের ধারা সম্পূর্ণ অন্য রকম।

যেন লোলার অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবেই মিস্টার কান বললেন:

'আমরা জানি উনি কোথায় কাজ করেন, মিসেস গ্রেগ—স্ট্যাকনি বিয়ারিং, ৬৩২ নম্বর পশ্চিম ২১ তম সরণী। ওখানে উনি একজন যন্ত্র-বিদ হিসেবে কাজ করেন। এসব খবর আমরা জানি। কিন্তু আমরা যেটা জানতে চাই—আপনি কি জানেন উনি এখন কোথায়?'

'কেন, ও কি এখন কারখানায় নেই?' খুব ধীরে ধীরে লোলা প্রশ্ন করলো।

'না, উনি এখন ওখানে নেই। অনুগ্রহ করে একটু বোঝার চেষ্টা করুন, মিসেস গ্রেগ—আমাদের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই কিংবা আপনাকে আমরা ফাঁদে ফেলারও চেষ্টা করছি না। শুধু আমরা এখন ঠিক কোন্ জায়গাতে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আপনাকে তা জানাতে পারলে সত্যই খুব খুশি হবো এবং আপনিও তখন বুঝতে পারবেন আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। রজার গ্রেগের গ্রেফতারি পরো-য়ানাটা জারি করা হয়েছে ওয়াশিংটন থেকে, আর আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে তাকে কার্যকরী করার জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওটা নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছোয় আজ ভোর ছটায়। হঠাৎ একটা বিমান-যাত্রা বাতিল হয়ে যাওয়ায় ওটা আমাদের হাতে এসে পৌঁছোতে প্রায় আধঘণ্টা দেরি হয়ে যায়। আমরা যতই তৎপর হই না কেন, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত আমাদের কিছুই করার থাকে না। পরিকল্পনা

অনুযায়ী ঠিক ছিলো ভোর রাত থেকে দুজন লোক বাইরে অপেক্ষা করবে এবং মিস্টার গ্রেগ যখন ঘর থেকে বেরুবেন তখন তাঁকে গ্রেফ-তার করা হবে। আমরা জানি প্রতিদিন ভোরে উনি সাধারণত ছটা পঁয়তাল্লিস থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বেরোন। কিন্তু যেহেতু পরো-য়ানাটা তখনও পর্যন্ত ওদের হাতে এসে পৌঁছোয়নি, ফলে স্ট্যাকনি বিয়ারিং পর্যন্ত ওঁকে অনুসরণ করা ছাড়া ওদের কোনো উপায় ছিলো না, কেননা ওদের ধারণা পরোয়ানাটা ততক্ষণে ওদের হাতে এসে পৌঁছোবে এবং ওরা মিস্টার গ্রেগকে গ্রেফতার করতে পারবে।

'এদিকে যে দুজন লোক মিস্টার গ্রেগের জন্যে নিচে অপেক্ষা করছিলো, ছটা পঞ্চাশে ঘর থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ওঁকে অনুসরণ করতে শুরু করে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাধারণত যে পথে উনি পাতাল রেল-স্টেশনে যান, সেই একই পথ—শুধু মাঝে একবার রাতদিন খোলা থাকা একটা কফিখানায় উনি যে প্রাতরাশের জন্যে মিনিট পনেরো অপেক্ষা করবেন, সেটাও ওদের অজানা ছিলো না। কিন্তু মিনিট পনেরো কেটে যাবার পরেও উনি যখন বাইরে বেরুলেন না, ওরা তখন ভেতরে গেলো। কফিখানার মালিক জানালেন যে মিস্টার গ্রেগ হাতমুখ ধোবার ঘরে গ্যাছেন। ওরা খুব অবাক হলো। হাতমুখ ধোবার ছোট ঘরটাতে গিয়ে দেখলো যে সেখানে কেউ নেই, শুধু জানলাটা খোলা। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ, এর মধ্যে কোথাও কোনো বৈচিত্র নেই, মিসেস গ্রেগ। কিন্তু আপনি বুঝতেই পারছেন, আমাদের ধারণা মিস্টার গ্রেগ বাড়ি থেকে বেরুনোর আগেই ব্যাপার-টা আঁচ করতে পেরেছিলেন। আর উনি যদি আগে থেকে জানতেই পেরে থাকেন, তাহলে আমাদের অনুমান আপনিও ব্যাপারটা জানেন। সেই জন্যেই আমরা এখানে এসেছি এবং একই কারণে আপনাকে এই সব প্রশ্ন করছি।'

নীলিম আকাশে ডানামেলা পাখির মতো বেদনাবিধুর যে ভাবনাটা লোলাকে সেই মুহূর্তে দুলিয়ে দিয়ে গেলো, তা হলো—

গ্রেগ মুক্ত! গ্রেগকে ওরা ধরতে পারেনি! গ্রেগ ওদের নাগালের বাইরে। গ্রেগকে ওরা ধরতে পারবে না। কোনোদিনও না। গ্রেগকে ওরা জানে না। গ্রেগ মুক্ত! 'আঃ, এ যে আমার কি আনন্দ!' বিপুল উল্লাসে লোলা যেন নিজের মনেই আর্তনাদ করে উঠলো।

এবারও লোলার ভাবনাটাকে অনুমান করে নিতে মিস্টার কানের কোনো অসুবিধে হলো না। 'আমাদের প্রশ্নের জবাব যে আপনাকে দিতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, মিসেস গ্রেগ। কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করবো—আপনি এবং আপনার স্বামী, এই দুয়ের মাঝে যোগাযোগের সেতুটাকে নিজে হাতে ছিন্ন করে দেওয়ার আগে, অনুগ্রহ করে সমস্ত ব্যাপারটাকে একবার বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখুন। অতিরঞ্জিত না করে, এমন কি আমাদেরও কোনো প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে, নিজেই নিজের মনকে প্রশ্ন করে দেখুন—এই মুহূর্তে আপনার স্বামী মুক্ত, কথাটা মিথ্যে নয়; কিন্তু এই মুক্তির সত্যিকারের মূল্য কতটুকু? শিকারের আগে কোনো পশুকে যখন তাড়িয়ে নিয়ে ফেরা হয়, তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠে যে ভয় আর আতঙ্কের ছাপ, পালিয়ে বেড়ানো একটা মানুষের জীবন তার চাইতে আরও দুর্বিসহ, আরও ভয়াবহ, মিসেস গ্রেগ। আপনি হয়তো আজকের বেতার ঘোষণা শোনেননি, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ মানুষ শুনছে কি ভাবে মিস্টার গ্রেগ আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছেন। কিন্তু কোথায় যাবেন, কতদূরে যাওয়া সম্ভব, কি ভাবে লুকোবেন—এই সব প্রশ্নগুলো একবার একটু ভালো করে ভেবে দেখুন, মিসেস গ্রেগ। এটা হলিউডের চলচ্চিত্র বা হালকা ধরনের কোনো উপন্যাস নয়, এটা জীবনের বাস্তব ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকার প্রশ্ন। আইন-চ্যুত শব্দটা কখনও শুনেছেন, মিসেস গ্রেগ? মুহূর্তের জন্যে এই শব্দটাকে একটু তলিয়ে ভেবে দেখার চেষ্টা করুন। আইন-চ্যুত, অর্থাৎ আইন থেকে যিনি বিচ্যুত, যে আইন মানব-সমাজকে পারস্পরিকতার নিবিড় বন্ধনে আঁকড়ে রেখেছে, সেই আইনের আশ্রয়

থেকে যিনি বিচ্যুত। হয়তো আপনি রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছেন, মুহূর্তের জন্যে কোনো দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ালেন, ঘাড় ফেরাতেই দেখলেন আপনার পেছনে পুলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্ধকার প্রতিটা আনাচে-কানাচে ওত্ পেতে রয়েছে তৎপর গুপ্তচররা। আইন-চ্যুতদের জন্যে কোনো বন্ধুত্ব বা উষ্ণ অতিথেয়তা নেই, না হিমেল বাতাস এড়ানোর জন্যে মাথার ওপরে ছাউনি, না রাতের জন্যে বিছিয়ে রাখা কোনো খাবার টেবিল।

'অনুগ্রহ করে একবার ভেবে দেখুন মিসেস গ্রেগ, এমন মানুষের সহচার্য কারা দেবে? তাছাড়া সময় বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর দেহ বা মনের অবস্থাটাই বা কি দাঁড়াবে? আগে বা পরে আমরা ওঁকে খুঁজে পাবোই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অজানা অচেনা কোনো মানুষকে লুকিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট বড় দেশ নয়, মিসেস গ্রেগ। বহু মানুষই এর আগে অমন লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কজন কৃতকার্য হতে পেরেছে বলুন? ওঁনার গায়ে তো শুধু চামড়ার একটা বর্হিবাস রয়েছে, তাই না? সঙ্গে কত অর্থ রয়েছে বলুন—দশ ডলার, বিশ ডলার, কি বড় জোর একশো ডলার? আপনারা যে বড়লোক নন, তা আমরা জানি। এখানে, এই ঘরে বসে, এক নজরেই আপনাদের সম্পর্কে বহু কথাই আমি বলে দিতে পারি। অনুগ্রহ করে সমস্ত ব্যাপারটা আপনি আর একবার ভালো করে ভেবে দেখুন, মিসেস গ্রেগ। আসলে আপনি এটাকে যতটা হালকা ভাবছেন, ব্যাপারটা তার চাইতে অনেক অনেক বেশি গভীর আর সুদূর-প্রসারী। তাই আমি আপনাকে আবার প্রশ্ন করবো, মিসেস গ্রেগ—আপনি কি জানেন আপনার স্বামী এখন কোথায়?'

প্রশ্নটা বরফের হিমেল একটা ছুঁচের মতো সোজা গিয়ে বিঁধলো লোলার হৃদপিণ্ডে। কেননা মিস্টার কান কোনো সর্তেই বোকা নন, এক নাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ বকে গেলেও, ওঁর কথা ওঁর প্রতিটা শব্দই দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, বুঝতে কোথাও কোনো অসুবিধে হয় না। শুধু

তাই নয়, লোকে যেমন ভাবে আগুন নেভায়, ঠিক তেমনি ভাবে প্রতি মুহূর্তে লোলার নিঃশব্দ উল্লাসের মর্মমূলে উনি সারাক্ষণই শীতল জলের ধারা সিঞ্চন করে গেছেন, চেষ্টা করেছেন লোলার অযৌক্তিক ভাবনা-গুলোকে বরাবরই যুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলার। লোলার সূক্ষ্ম আবেগগুলোকে আবার হৃদয়ের উৎসধারায় ফেরোত পাঠাতে বাধ্য করেছেন, ব্যথায় ম্লান না হয়ে ওঠা পর্যন্ত ওর হৃদপিণ্ডটাকে শক্ত মুঠোয় উনি সমানে মুচড়ে গেছেন। দক্ষতায়, আশ্বাসে, অভিজ্ঞতায় উনি যেন লোলার অস্তিত্বকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, যেন ভাষাহীন ভঙ্গিতে বোঝাতে চাইছেন—এখন আর আপনার কোনো মূল্য নেই, মিসেস গ্রেগ। একদিন ছিলো, হয়তো এক সময়ে আপনি ছিলেন বিশেষ কেউ, যখন রক্তে সম্পর্ক আর সামাজিক বন্ধনে আমরা ছিলাম পরস্পরে আত্মীয়ের মতো সুসংবদ্ধ, কিন্তু তারপর আপনি নিজেই ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন। তাই এখন আপনি একা এবং চিরটাকাল একাই থাকবেন, তবু আমি স্বেচ্ছায় আমার এই হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছি···না, হাত নয়; হাতের আঙুল··আঙুলও নয়, আঙুলের নখ···কিন্তু এর যে কি অপরিসীম ক্ষমতা, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, মিসেস গ্রেগ। তাই আপনার এই যাকিছু প্রতিরোধ সবই অর্থহীন, ভঙ্গুর।

কেলির ভাবনাও অনেকটা একই রকম, হয়তো মিস্টার কানের চাইতে একটু সরল, তাই ওদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোলাকে ওর নিষ্পাপ একটা শিশুর মতোই মনে হচ্ছিলো। বেদনায় ম্লান হয়ে ওঠা ওর বিস্ফারিত ধূসর চোখ, ভেতরের চাপা উত্তেজনা আর আবেগে টান টান হয়ে ওঠা মসৃণ মুখ, নিটোল বুকের নিঃশব্দ ওঠা নামা—লোলার চিত্রার্পিত এই মূর্তি দেখে ওছাড়া আর অন্যকিছুই ভাবতে পারেনি। নিজেকে আপ্রাণ সংযত রেখে, যেন মনের অতল থেকে শব্দগুলোকে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে নিয়ে লোলা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো :

'আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আপনাদের কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেবো না। আপনারা যাই-ই বলুন বা করুন না কেন, তাতে আমার মত পালটাবে না। যা বলতে এসেছিলেন, আশা করি আপনা-দের তা বলা হয়ে গেছে। এবার অনুগ্রহ করে কি বিদেয় হবেন?'

'এটা কিন্তু আমাদের প্রশ্নের ঠিক জবাব হলো না, মিসেস গ্রেগ। আমরা কিন্তু বহুভাবেই আপনার কাছে আবেদন করতে পারি। আমাদের দেশের হয়ে আপনার কাছে আবেদন করতে পারি, আবেদন করতে পারি আমাদের সবার জন্যে যে জীবন, তার হয়ে। সমাজের যারা সবচাইতে ক্ষতিকর শত্রু, তার বিরুদ্ধে আপনার কাছে আবেদন করতে পারি, আবেদন করতে পারি সত্যিকারের একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে। আমি শুধু আপনাকে একটা জিনিস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মিসেস গ্রেগ—স্বামীর প্রতি আপনার যে বিশ্বস্ততা, তার চাইতে অনেক বড় অনেক মহৎ বিশ্বস্ততা···'

'বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে!' লোলা কিন্তু উন্মাদ ক্রোধে চিৎকার করে ওঠেনি, বরং চাপা স্বরেই বললো। 'আপনারা অসম্ভব নীচ, কুৎসিত। সোজা বেরিয়ে যান এখান থেকে!'

'আপনি কি আর কিছু বলবেন, মিসেস গ্রেগ?'

'না। আমার যা বলার ছিলো, বলা হয়ে গ্যাছে।'

এতটুকুও তাড়াহুড়ো না করে ধীরে সুস্থে যেন অত্যন্ত সন্তর্পনে মিস্টার কান ব্যাগটা বন্ধ করলেন, কলমটাকে গুঁজে রাখলেন যথা-স্থানে, তারপর কোটের বুক পকেট থেকে চামড়ার সেই ছোট ব্যাগটা খুলে একটা সাদা কার্ড বার করলেন।

'এতে আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর আছে। যদি কখনও প্রয়োজন হয় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।'

লোলা এক চুলও নড়লো না। মিস্টার কান সোফার সামনে নিচু টেবিলটায় কার্ডখানা রেখে দিয়ে টুপিটা তুলে নিলেন। তারপর কান আর কেলি, দুজনে প্রায় এক সঙ্গে একই ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো।

আগের চাইতে আরও নম্র, আরও কোমল স্বরে কান বললেন :

'এ ব্যাপারে আমাদের উভয় পক্ষেরই সরাসরি কিছু করা সম্ভব হলো না বলে আমি সত্যিই দুঃখিত, মিসেস গ্রেগ।'

লোলা নিঃশব্দে ওদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার পর কপাটটা বন্ধ করে দিলো, আর ঠিক তখনই ও অনুভব করতে পারলো এত অসম্ভব ক্লান্ত যে নড়তেও পারছে না। বন্ধ কপাটের গায়ে হেলা দিয়ে লোলা চুপচাপ ওখানে দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে ও কোনো রকমে আবার বসার ঘরটাতে ফিরে গেলো, কয়েক পলকের জন্যে উদাস চোখে তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে, তারপরেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। নিজের ইচ্ছাশক্তিকে আপ্রাণ সংযত করার চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারলো না অশ্রুধারা। কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে ও এমন অসহায় হয়ে পড়লো, মনে হলো যেন ও কাঁদছে না, যে কাঁদছে সে অন্য কেউ। এই চোখের জলের ব্যাপারটা ওর কাছে এমনই অদ্ভুত আর রহস্যময় মনে হলো, যেন যেকোনো মুহূর্তে ও মূর্চ্ছা যেতে পারে। তবে সৌভাগ্যবশত ঠিক সেই সময় পেটি এসে মাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গেলো, জিগেস করলো :

'তুমি কাঁদছো কেন, মামণি ?'

অস্ফুট স্বরে লোলা বললো, 'দরজায় আঙুলটা চেপটে গ্যাছে, সোনামণি।'

'খুব লেগেছে ? কই, দেখি—আমি চুমু দিয়ে দিচ্ছি।'

লোলা অনামিকটা বাড়িয়ে দিলো আর পেটি বাড়িয়ে দেওয়া সেই আঙুলটায় অনেকক্ষণ ধরে চুমু দিলো। লোলা চকিতে দুহাতে পেটিকে তুলে নিয়ে বুকের ওপর শক্ত করে আঁকড়ে ধরে দোলাতে লাগলো।

৭

আইনজীবী তরুণটির নাম স্যাম ফেল্ডবার্গার। মুখখানা স্বর্গীর দেবশিশু-দের মতোই সুন্দর। চোখদুটো ঘন নীল, মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো সোনালী চুল, গোলাপী গায়ের ত্বক পাপড়ির মতো মসৃণ। গত কয়েক বছরে তার বয়েস যেন একটুও বাড়েনি।

যেবার লোলা আর গ্রেগ প্রথম নিউ ইয়র্কে উঠে এলো, সেই বছরেরই শেষের দিকে এক সন্ধ্যায় শ্রমিকশ্রেণীর এক ঘরোয়া বক্তৃতার আসরে তার সঙ্গে লোলার আলাপ হয়েছিলো। তার চেহারা আর হাবভাবের সঙ্গে আবেগদীপ্ত ভাবনার বৈপরিত্বই লোলাকে তার প্রতি আকৃষ্ট হতে বাধ্য করেছিলো। সে সময়ে লোলা আর গ্রেগ নিউ ইয়র্ক শহরে বিশেষ কাউকে চিনতো না। আর যেহেতু লোলার মতো মন দিয়ে শুনতে যাওয়া, জানতে চাওয়া বোদ্ধার সংখ্যা খুবই কম, তাই স্যামও লোলার পেছনে একেবারে আঠার মতো লেগে রইলো।

সেদিন রাতে ঘরোয়া বৈঠক সেরে লোলা যখন ফিরে এলো, বাচ্ছাদুটাকে নিয়ে গ্রেগ তখন ঘরেই ছিলো। লোলাকে দেখে গ্রেগ জানতে চাইলো আলোচনাচক্রে ওর কেমন লাগলো। লোলা বললো, 'খুব ভালো। আমার একটুও একঘেয়ে লাগেনি। বরং সেদিক থেকে বলতে গেলে, আজকের একজন বক্তা ছিলো যার বক্তব্য আমার বেশ ভালোই লেগেছে। ভদ্রলোক একজন উকিল। নাম স্যাম ফেল্ড-বার্গার।'

'ওঃ, ফেল্ডবার্গার! আমি চিনি।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই ওকে খুব একটা পছন্দ করো না?'

'আপত্তি করার মতো ওর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কিছু পাইনি। অবশ্য এমনও হতে পারে, উকিল কিংবা ওর মতো চেহারার লোক আমার ঠিক পছন্দ নয়। তবে ওকে আমি খুব ভালো জানি না।'

লোলা হাসলো। 'আমি কিন্তু পরের সপ্তায় ওকে আর ওর স্ত্রীকে আমাদের এখানে খাবার কথা বলেছি।'

সেই থেকে এর শুরু। হতে পারে এটা হয়তো গ্রেগেরই দুর্বলতা, অন্তত লোলার ধারণা তাই, কেননা যে কেউ খুব সহজে তার শ্রদ্ধা কুড়তে পারে না। গ্রেগের মতো মানুষ, যারা নিজে হাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে, যারা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেও নির্দিষ্ট একটা সময়ে দুটুকরো রুটি আর স্থানীয় কোনো সারাবখানায় এক পেয়ালা বীয়ারেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, যারা এ সমাজের কাছ থেকে প্রায় কিছু চায় না বললেই চলে—তারা যত সহজে গ্রেগের আস্থা অর্জন করতে পারে, স্যাম ফেল্ডবার্গারের মতো পরজীবী মানুষরা তা পারে না। অথচ কি ধরনের প্রমাণ দিলে যে গ্রেগের পক্ষে স্যাম ফেল্ডবার্গারের মতো মানুষের আস্থা অর্জন করা সম্ভব, লোলা সেটাও বুঝতে পারে না।

সেদিন রাত্রে নানান বিষয়ে ওরা আলোচনা করলো, অথচ সদ্যোত্তীর্ণ যুদ্ধের কথা প্রায় উঠলো না বললেই চলে। এক সময়ে স্যাম ফেল্ডবার্গার ছিলো উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী এবং এর জন্যে সে আজও লজ্জা অনুভব করে। গ্রেগ প্রতিবাদ করলো, 'উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী হলেই যে লজ্জিত হতে হবে এমন কোনো মানে নেই, ঠিক যেমন আমি নিজে লজ্জিত নই উচ্চপদস্থ কোনো কর্মচারী নয় বলে।' স্যাম আপত্তি করলো, 'কেউ যদি নিজের যোগ্যতাবলে সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছোয় তাহলে কিছু বলার নেই। কিন্তু ফ্রান্স আক্রমনের সময় যখন হাজার হাজার সৎ আর দুঃসাহসী মানুষ মারা যাচ্ছে, তখন হঠাৎ সৈন্যবাহিনীর বিমান থেকে প্যারাসুটে করে কাউকে শত্রু এলাকায় নামিয়ে দিয়ে বলা হলো তোমার ওপর সৈন্য পরিচালনার ভার রইলো—তখন সত্যিই খুব খারাপ লাগে, বিশেষ করে সৈন্যদের মধ্যে যখন আমার চাইতে অনেক যোগ্য প্রতিভা রয়েছে, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যারা সেই গৌরব অর্জনের অধিকারী।'

এমনি ধরনের নানান আলাপ-আলোচনার পর গ্রেগ প্রথামিক-ভাবে একটু একটু করে স্যাম ফেল্ডবার্গারকে সমর্থন করতে শুরু করে-ছিলো। প্রকৃত আস্থাভাজন হতে সময় লেগেছিলো বেশ কয়েক বছর। স্যাম কিন্তু অমিত উৎসাহী, এক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেগকে তার এমন ভালো লেগেছিলো যে প্রয়োজন হলে তার জন্যে সে জীবনও উৎসর্গ করতে পারতো। এর জন্যে যা কিছু কৃতিত্ব অবশ্য গ্রেগেরই। কেননা গ্রেগের যারা পরিচিত, গ্রেগ সম্পর্কে তাদের প্রত্যেকেই ধারণা অনেকটা স্যামের মতো। কিন্তু সেটা কেমন করে সম্ভব হয় লোলা কিছুতেই বুঝতে পারে না। গ্রেগের যখন মনে হয় কারুর আস্থা অর্জন করবে, তখন তাকে এমন আশ্চর্য সুন্দর আর আকর্ষণীয় মনে হয় যে আকৃষ্ট হতে কয়েকটা মিনিটও সময় লাগে না। অথচ সবচেয়ে মজার ব্যাপার, কাউকে যদি গ্রেগের কখনও ভালো না লাগে, নিজেকে এমন নিঃশব্দে সরিয়ে নেয় যে কেউ কিছু টেরও পায় না। ফলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করারও কোনো অবকাশ থাকে না। গ্রেগের স্বভাবটা বরাবর ঠিক একই রকম।

সুতরাং সেদিন, মিস্টার কান এবং কেলি বিদায় নেবার পনেরো মিনিট পরে, দরজার ঘন্টিটা যখন বেজে উঠলো এবং দরজা খোলার পর স্যামকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো, লোলা কিন্তু তখন তেমন কিছু অবাক হয়নি। কেননা ওই দীর্ঘ পনেরোটা মিনিট ওর কাছে মনে হয়েছিলো বিশ্রী বিবমিষায় ভরা—যেন এ পৃথিবীর যাকিছু গতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে আর ওকে ফেলে রেখে গেছে হতাশাভরা এমন একটা ভয়ঙ্কর নির্জনতার মধ্যে, যার সম্পর্কে এর আগে ওর কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলো না। ওই পনেরোটা মিনিটের মধ্যে ও একটি বারের জন্যেও কোথাও নড়েনি, শুধু পেটিকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে চুপটি করে প্রতীক্ষা করেছিলো। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, এমনই প্রতীক্ষা করেছিলো। আজ এই যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হলো, আর যাই ঘটুক না কেন, এই প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি আর

কখনও ঘটবে না। এ যেন ওর সারাটা সত্তা, সমস্ত তৎপরতাকে একেবারে জমাটবাঁধা তুষারে পরিণত করে দিয়েছে। ও যেন কিছু ভাবতে পারছে না, জানতে পারছে না, অনুমান বা আশা—কিছুই করতে পারছে না, যেন নিকষ কালো অন্ধকারের প্রকাণ্ড একটা মুখ-গহ্বর ওকে গিলে ফেলবে বলে হাঁ করে রয়েছে, অথচ সেই গহ্বরের অতলে ও যে কখন তলিয়ে গেছে, সেটুকু চেতনাও ওর নেই। শুধু এইটুকু ও অনুভব করতে পারছে—শিথিল হয়ে যাওয়া বুকের ভেতরে বিরাজ করছে একটা ধু ধু রিক্ততা, যে রিক্ততা থেকে ভবিষ্যতে কোনো-দিন মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে বলে ও ভাবতে পারছে না। সেই জন্যেই দরজায় ঘন্টিটা বেজে না ওঠা পর্যন্ত ও পেটিকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে চুপটি করে বসেছিলো। দরজার ঘন্টিটাই বরং ওকে প্রথম বাস্তব পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছিলো।

স্যাম যখন এগিয়ে এসে দুহাত দিয়ে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরলো, যেন ভারসাম্যতার অভাবে লোলা মৃদু দুলে উঠলো, তার পর ফিস-ফিসিয়ে বললো ঃ

'আমাদের সব কিছু ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গ্যাছে, স্যাম।'

স্যামকে দেখে পেটিই খুশি হলো সব চাইতে বেশি। ওর জন্যে স্যাম নিয়ে এসেছে বেশ বড় একটা পুতুল, ঘরবাড়ি তৈরির নানা আকারের ছাঁচ, ছবি আঁকার বই আর এক বাকস রঙিন পেনসিল।

লোলা বুঝতে পারলো একটু একটু করে বাস্তব পৃথিবীটা আবার ওর কাছে ফিরে আসছে। তাই স্যাম যখন পেটিকে নিয়ে খেলনার ছাঁচ দিয়ে ঘরবাড়ি বানাতে বসলো, লোলা তখন কফি বানাবার জন্যে রান্নাঘরে গেলো। কেনই জানি হঠাৎ ওর মার কথাগুলো মনে পড়ে গেলো, মনে হলো একদিক থেকে মার সমাধানই বোধ হয় ভালো—যখন কিছু করার থাকবে না, কফি বানাবে। দেখবে এতে মন অনেক হালকা থাকবে।

পেটিকে খেলায় ভিড়িয়ে দিয়ে স্যাম রান্নাঘরে ফিরে এলো,

যেখানে লোলা তখনও কফির পেয়ালায় চামচ নেড়ে চলেছে।

'আঃ, দারুণ গন্ধ বেরুচ্ছে!' হাসতে হাসতে স্যাম বললো। 'আসলে সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি বলেই বোধ হয় গন্ধটাকে এত ভালো লাগছে।'

ব্যথায় ম্লান হয়ে ওঠা ভারি চোখের পাতা তুলে লোলা তার মুখের দিকে তাকালো।

'সকাল আটটার খবরেই আমি প্রথম গ্রেগের ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলাম, কিন্তু তখন তোমাকে ফোন করতে চাইনি। ভেবেছিলাম নিজে গিয়ে দেখা করবো। আসতে আসতে দেরি হয়ে গেলো।'

'তুমি কি কিছু খেতে, স্যাম?'

'হ্যাঁ, এক সঙ্গে দুটো ডিমের পোচ। কিন্তু দেখো—কুসুম যেন ভেঙে না যায়।'

রান্নাঘরের ছোট চেয়ারটা টেনে নিয়ে স্যাম দুপা ফাঁক করে উলটো মুখে বসলো। তার আসল উদ্দেশ্য নানান কাজের মধ্যে লোলাকে যতটা সম্ভব জড়িয়ে রাখা। তাই ঠাট্টার সুরে সে বললো:

'দেখছো না দিনরাত খেয়ে খেয়ে কেমন কুমড়োপটাসের মতো মোটা হয়ে যাচ্ছি?'

চোখের জল সামলে রাখার জন্যে লোলাকে আবার দুর্মর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হলো এবং স্যামেরও তা দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো না। কিন্তু কান্নায় ভেঙে না পড়ে লোলা মিনতির মতো করুণ স্বরে শুধু বললো, 'দোহাই স্যাম, তুমি গ্রেগের কথা কিছু বলো!'

'এত উতলা হোয়ো না, লোলা, লক্ষ্মীটি, ব্যাপারটাকে একটু সহজ করে নেবার চেষ্টা করো। পৃথিবীটা খুব বড় হলেও, দীর্ঘদিন ধরে ওটা আপনা থেকেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছিলো, শুধু আজই যা আমাদের পায়ের নিচের মাটিটা নড়ে উঠলো। পুলিসি ভাষায় যাকে বলা হয় 'ছেঁকে তোলা,' আজ ভোর থেকেই ওরা সেই কাজটা শুরু করে দিয়েছে। শুধু নিউ ইয়র্ক নয়, লস এঞ্জেল, ফিলাডেলফিয়া, ডেট-

রোইট থেকেও ওরা হাজার হাজার সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার করছে।'

'কিন্তু কেন? কিসের জন্যে? ওরা নিশ্চয়ই গ্রেগের মতো নয়।'

'কেন গ্রেগের মতো নয়, লোলা? তুমি জানো কেন ওদের গ্রেফতার করা হচ্ছে? যেহেতু আমরা এই উন্মত্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়ছি। যুদ্ধ যে কি কুৎসিত তা সবাই জানে, তার চাইতেও কুৎসিত, এর মধ্যে আমাদের হাতগুলোকে ডুবিয়ে রক্ত-কলঙ্কিত করে তোলা। সবাই একথা জানে, ভাবে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে কেউ যখন কিছু বলতে যায়, তখন মনে হয় যেন সে বলছে সম্রাটের পরণে কিছু নেই। বেশ, চুলোয় যাকগে সম্রাট—ধরেই নিচ্ছি উনি সম্পূর্ণ নগ্ন। কিন্তু কিছু মানুষ, গ্রেগের মতো কিছু মানুষ, সে যদি গ্রেগ নিজে নাও হয়, যারা ওর ভাবনা আর আদর্শের সঙ্গে একাত্ম, যারা তাদের সংগঠন আর বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকে—তারা যখন চোখে আঙুল দিয়ে মানুষকে কিছু দেখাতে চায়, তখনই তারা আইনের চোখে হয়ে ওঠে অপরাধী। কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট মনে রাখতে হবে—আমরা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মানুষের সঙ্গে মোকাবিলা করছি না, আমরা মোকাবিলা করছি সংকীর্ণতাবাদী নির্বোধ কিছু মানুষের সঙ্গে, যারা ক্ষমতার লোভে একেবারে মাতাল, যারা পরমাণু বোমা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, যারা নিজেদেরই বিদেহী আত্মা আর রাতের দুঃস্বপ্নে অবসাদগ্রস্থ হয়ে মানসিক ব্যাধিতে ভোগে, যারা সার্কাসের ভাঁড়ের মতো হাত-পা নেড়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারবে বলে বিশ্বাস করে নিজেদেরেই আত্মপ্রবঞ্চিত করে—আমরা তাদেরই সঙ্গে মোকাবিলা করছি, লোলা।'

'কিন্তু গ্রেগ···গ্রেগ তো গত তিন বছর সাংগঠনিক কোনো কাজের সঙ্গে জড়িত নয়? ও তো মেকানিস্ট! এসো স্যাম, চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বোসো, তোমার খাবার দিয়েছি।'

শান্ত স্বরেই লোলা কথাগুলো বললো। কেননা স্যামের উদ্দেশ্য

বুঝতে ওর কোনো অসুবিধে হয়নি। এতে অবশ্য একদিক থেকে উপকারই হয়েছে, নিজেকে ও অনেকটা সামলে নিতে পেরেছে। ছোটবেলা থেকেই যা করা উচিত সেটাই করবে, এমন একটা দৃঢ়তায় ও বিশ্বাসী। তাই মনে মনে লোলা স্থির করেছে—ও আর কাঁদবে না, যতটা সম্ভব নিজেকে সুস্থির রাখার চেষ্টা করবে।

'তুমি জানো কাকে কাকে ওরা গ্রেফতার করেছে?' প্রোগ্রাসে গিলতে গিলতেই স্যাম জিগেস করলো। 'তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ ইমেলমানকে, যাঁর হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ, যেকোনো সময়ে মারা যেতে পারেন। শার্লে ড্রেক, পার্টি অফিসে যিনি হিসেবপত্র রাখেন। এছাড়া আরও অনেককেই ওরা গ্রেফতার করেছে। সরকারের বিকৃত রুচির দৃষ্টিকোণ থেকে যারা বৈধ, তাদের কথা বাদ দিলেও, ইমেলমান বা ড্রেকের মতো মানুষকে ওরা কি করে এর সঙ্গে মিশিয়ে ফেললো, আমি তো তার কোনো যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছি না! সে যাই হোক—ওরা সাধারণত যে ধরনের খবর পায়, তার ভিত্তিতেই সমস্ত ব্যাপারটাকে পরিচালনা করে। একমাত্র শয়তানই বলতে পারে ওরা কি ভাবে সেই খবর সংগ্রহ করে আর গুপ্তচররা এই খবর সংগ্রহ করেই ওদের রুজিরোজগার চালায়। অথচ তাদের পছন্দ-অপছন্দের ওপরেই নির্বোধগুলো বেশি গুরুত্ব দেয়। হয়তো দেখা যাবে তাদের দেওয়া খবরের সঙ্গে গ্রেগের সত্যিকারের কোনো মিল নেই, কেননা গ্রেগের মতো মানুষ হাজারে একজনও মেলে না। তবু, আজ গ্রেগ যা বা যত নিষ্ক্রিয়ই হোক না কেন, ওদের ধারণা আগামী দিনে গ্রেগ হয়তো আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই ওদের কাছে গ্রেগের গুরুত্ব এত বেশি এবং ঠিক একই কারণে গ্রেগকে ধরার জন্যে ওরা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

'কিন্তু ওরা এখনও গ্রেগকে ধরতে পারেনি, স্যাম।'

'এর জন্যে তুমি কি সত্যিই খুশি হয়েছো, লোলা?'

স্যাম যেভাবে গোটা একটা ডিম মুখের মধ্যে পুরে দিলো, লোলার

মনে হলো ও সত্যিই ক্ষুধার্ত—সকাল থেকে বেচারির কিছু খাওয়া হয়নি। তোমার ব্যক্তিগত জীবনে যাই ঘটুক না কেন, তার জন্যে তো আর ওকে দায়ী করা যায় না। তাছাড়া ওর খাবার ভঙ্গিটা যতই বন্য হোক, যেহেতু ও তোমার শত্রু নয়, তুমি ওর সঙ্গে কখনও অশোভন আচরণ করতে পারো না।

'আমি কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি, লোলা।'

যখন প্রথম শুনেছিলো গ্রেগকে ওরা ধরতে পারেনি, সেই মুহূর্তের ভাবনাটা লোলার মনে পড়ে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই ও নিজের মনকে সান্ত্বনা দিলো—এখন তুমি আর সেই ছোট্ট বাচ্চাটি নও, সে দিন তোমার চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেছে। এখন তুমি পরিণত নারী, নিজের কর্তব্য তোমাকেই স্থির করতে হবে।

'লোলা?'

'হ্যাঁ, প্রথমে আমি খুশি হয়েছিলাম···পাগলের মতো খুশি হয়েছিলাম, যখন ওরা বললো যে গ্রেগকে এখনও ধরতে পারেনি।'

'কারা বললো?'

'এফ. বি. আই-এর দুজন কর্মচারী।'

'কখন বললো?'

'তুমি আসার মিনিট দশেক আগে ওরা এখানে এসেছিলো। ওরা ঘরটা খুঁজে দেখেছে, ওদের সঙ্গে অনুমতিপত্র ছিলো। ওরা না আসা পর্যন্ত গ্রেগের খবর আমি কিছুই জানতাম না। ওদের মুখেই শুনলাম গ্রেগ পালিয়েছে। তখন আমি মুহূর্তের জন্যে খুশি হয়ে ছিলাম—যেমন তার ভাই কি জোয়ান আর সাহসী শুনলে ছোট্ট মেয়েটার বুক গর্বে ভরে ওঠে, ঠিক সেই রকম! কিন্তু ওরা যখন আমাকে বুঝিয়ে বললো যে এই ভাবে পালিয়ে যাওয়ার প্রকৃত অর্থ কি, তখন আমার মোহ ভেঙে গেলো। কেননা ওভাবে আমি আগে আর কখনও ভাবিনি। সম্ভবত বাস্তবে না ঘটলে কখনও কারো পক্ষে ভাবা সম্ভবও নয়। ওরা যে নিষ্ঠুর, আমার কিন্তু তা মনে হয়নি। বরং সেই তুলনায় ওরা খুবই

ভদ্র। ওদের মধ্যে একজনের নাম মিস্টার কান। উনিই সাধারণত কথা বলছিলেন। উনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন এই পালানোর অর্থ গ্রেগের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর।'

'উনি তোমাকে তাই বললেন বুঝি?'

স্যাম এখন আর খাচ্ছে না। তার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। টেবিলের কাছ থেকে চেয়ারটাকে সরিয়ে এনে সে একটা সিগারেট ধরালো, তারপর লোলার দিকে তাকিয়ে ভাবলো একবার জিগেস করে—ও সিগারেট খাবে নাকি। কিন্তু তখনই মনে পড়লো লোলাকে সে কখনও সিগারেট খেতে দেখেনি।

দেবশিশুর মতো অনিন্দ্য সুন্দর মুখ, গাঢ় নীল দুটো চোখ মেলে স্যাম তাকিয়ে রয়েছে লোলার মুখের দিকে। যাকিছু স্মৃতি আর ভাবনা ও-দুটো চোখে ঢেউ খেলে যাক না কেন, এখন তা গভীর একটা বিষণ্ণতায় ম্লান হয়ে রয়েছে। স্যামের জন্যে লোলা বেদনাবোধ না করে পারলো না। লোলা জানতো স্যাম ওকে ভালোবাসে। এটা ও আবিষ্কার করতে পেরেছিলো প্রায় বছর খানেক আগে, পরপর কয়েক পেয়ালা মদে সে যখন নেশায় একেবারে চুর হয়ে উঠেছিলো আর বিশ্রী রকম সেই মাতাল অবস্থায় নিজের জীবনের ব্যর্থতা, বিশেষ করে বিবাহিত জীবনে সে যে কি ভীষণ অসুখী—এই সব কথা বলতে বলতেই স্যাম লোলাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে যখন চুমু খাবার চেষ্টা করেছিলো। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা এমন করুণ আর হাস্যকর হয়ে উঠেছিলো যে লোলার তখন সত্যিই কান্না পেয়ে গিয়েছিলো। সে দিন ও স্যামের জন্যে বেদনাবোধ না করে পারেনি, কেননা ও জানতো লোকটা সাহসী আর বরাবর নিজের পথে চলতেই ভালোবাসে। কিন্তু যেহেতু মুখটাকে চিরকালের জন্যে মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছে, যেমন বাধ্য হয়েছে অন্যান্য উকিলদের মতো সুপ্রচুর রোজগার করে স্ত্রীকে খুশি করতে আর নির্বোধ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসতে—অথচ তার স্ত্রী কোনোদিনই শেখেনি কেমন

করে ভালোবাসতে হয়, আর স্যামও কখনও পায়নি প্রকৃত ভালো-বাসার স্বাদ।

স্যামের ম্লান চোখদুটোর দিকে তাকিয়েই লোলা বললো, 'উনি কিন্তু সত্যিই আমাকে শাসাতে চাননি, স্যাম। শুধু গ্রেগের ব্যাপারটা জড়িয়ে না থাকলে ওরা যে এখানে এসেছে বলে আমি অখুশি হয়েছি তাও নয়। আসলে গ্রেগের ব্যাপারটা আমি কখনও ভাবার চেষ্টাই করিনি, যেন আজ এই প্রথম শুনছি।'

'তুমি এখনও এত শক্ত আছো জেনে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি, লোলা।'

'তুমি কেমন করে জানলে যে আমি শক্ত আছি? জীবনে কেউ কখনও ভারি জিনিস না তুললে বোঝা যায় না সে কতটা শক্ত।'

'আমি জানি তুমি অনায়াসেই তা তুলতে পারবে। ব্যাস, এর চাইতে গালভরা কোনো কথা বলে আমি তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারবো না।' স্যাম সিগারেটটা জানলা গলিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। 'ওরা তোমাকে আর কি বললো?'

'ওদের ধারণা আমি নাকি জানি গ্রেগ কোথায়। তোমারও কি তাই মনে হয়, স্যাম?'

'না, আমার তা মনে হয় না।'

'এখন আমরা কি করবো, স্যাম?'

'এখনও তা জানি না। বলতে পারো এখন থেকে, এই সবে, ভাবতে শুরু করেছি।'

'আচ্ছা, গ্রেগ পালিয়ে গেলো কেন?'

'এটাও আমি ঠিক জানি না, লোলা। সত্যি বলতে কি, অর্থাৎ আইনের ভাষায় আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে—গ্রেগ সত্যিই পালিয়েছে কিনা আমাদের দুজনের কেউই জানি না। এমনও তো হতে পারে, হঠাৎ তার মাথায় ঢুকলো মাছ ধরতে যাবে। আইনে এমন কথা তো কোথাও বলা হয়নি যে কাউকে গ্রেফতার করতে চাইলে

তাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পুলিসের কাছে খবর পাঠাতে হবে। সুতরাং প্রকৃত ঘটনাটা না জেনে 'পালানো' শব্দটা কতটা প্রযোজ্য আমি নিজেই জানি না। তাছাড়া গ্রেগ সাধারণত কারুর কাছ থেকে, কিংবা কোনো কিছুর কাছ থেকে কখনও পালায় না। স্রেফ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই ওরা ওকে গ্রেফতার করতে পারেনি।'

'স্যাম···'

'আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছো, লোলা। এবং এও জানি বাস্তবের সঙ্গে আইনের বিস্তর ফারাক রয়েছে। তবু বলবো, সেই পার্থক্যটুকু বুঝতে চেষ্টা করার একটা নৈতিক দায়িত্বও আমাদের রয়েছে।'

'এ তুমি কি বলছো, স্যাম?' লোলা অবাক না হয়ে পারলো না।

'আমাদের ছোট্ট পৃথিবীটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত, লোলা। আসার সময় দেখলাম সাদা পোশাকে একজন লোক রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর বাড়ির ঠিক নিচেই আরও দুজন রয়েছে গাড়ির মধ্যে। ওরা হয়তো তোমার টেলিফোনের সঙ্গে খুব ছোট একটা মাইক্রোফোনও জুড়ে দিয়ে গেছে এবং এ ঘরের প্রতিটি অস্পষ্ট শব্দও সংগ্রহ করে চলেছে। ওরা হয়তো ঠিক পাশের ফ্ল্যাটেই রয়েছে, দরজায় কান পেতে শুনছে আমাদের সব কথা। এমন কি আমি এমনও শুনেছি, অত্যন্ত শক্তিশালী গ্রাহযন্ত্রের সাহায্যে ওরা ইচ্ছে করলে রাস্তা থেকেও এ ঘরের প্রতিটা শব্দ শুনতে পারে। তাই বলছিলাম, যদি আমাদের মধ্যে লুকোবার কিছু না থাকে, সমস্ত ব্যাপারটা আমরা সহজ করে একবার ভেবে দেখতে পারি। ওদের মতো করে নয়, আমাদের নিজেদের মতো করেই সমস্ত ব্যাপারটাকে লিখে রাখতে পারি। সেই জন্যে, একজন আইনজীবী হিসেবে, আমি ধরেই নিচ্ছি গ্রেগ একদিনের ছুটি নিয়ে মাছ ধরতে গেছে। সে অধিকার ওর আছে এবং এর জন্যে কারুর কাছে ওর ছুটি নেবারও কোনো প্রয়োজন নেই। এখন তুমি যদি বলো ও কেন তা করলো, তাহলে বলবো আমি জানি

না। হয়তো এটা ওর নিজেরই অনুপ্রেরণা, যেটাকে ও প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলো। হয়তো এটাই গ্রেগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেটা আমার চাইতে তুমি আরও ভালো জানো।'

'তাহলে কি তোমার মনে হয় গ্রেগ যা করেছে ঠিক?'

'সেভাবে যদি বলো, আমি বলবো—না। কেননা তুমি যদি মাছ ধরতে যাও, তোমাকে ফিরে আসতে হবে। আমাদের মতো লোকদের জন্যে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারি। তুমি সমাজচ্যুত্য শব্দটা কখনও শুনেছো?'

'জানো', যেন বিপুল বিস্ময়ে লোলা অস্ফুটে বলে উঠ্‌লো, 'উনিও ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন!'

'কে?'

'মিস্টার কান।'

'তাহলে উনি ঠিকই বলেছেন। লোলা, লক্ষীটি, শোনো···মিছি-মিছি উত্তেজিত হলে চলবে না। যেভাবেই হোক, ঠাণ্ডা মাথায় আমা-দের সমস্ত ব্যাপারটাকে অতিক্রম করতে হবে। তোমার আর গ্রেগের জীবনের দোহাই দিয়েই আমি তোমাকে মিনতি করছি, তুমি শুধু অনুগ্রহ করে আমাকে বিশ্বাস করো···'

'আমি তোমাকে সম্পূর্ণই বিশ্বাস করি, স্যাম।'

'ঠিক আছে। এখন সবে দুপুর। এখনও আমাদের হাতে সারাটা দিন রয়েছে। ভেবেচিন্তে সতর্ক ভাবে কাজ করার যথেষ্ট সময় আছে। আমাকে শুধু অল্পক্ষণের জন্যে একবার অফিসে ফিরে যেতে হবে এবং সেখান থেকে আরও দু একটা জায়গায়। আমি চাই ততক্ষণ তুমি শুধু এখানে থাকো। তোমাকে আর বাইরে কোথাও যেতে হবে না তো?'

'না, শুধু তিনটের সময় রজারকে একবার স্কুল থেকে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমি এখানে একা থাকতে পারবো না, স্যাম। অন্তত আমাকে কিছু না কিছু একটা করতেই হবে।'

'একমাত্র যেটা বাস্তব—তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।' স্যাম

বেশ জোর দিয়েই কথাগুলো উচ্চারণ করলো। 'এবং সেটাই সব চাইতে বেশি প্রয়োজন। এখন বা পরে, যখনই হোক না কেন, গ্রেগ তোমাকে ফোন করবেই। জিগেস কোরো না আমি কেমন করে জানলাম, তবে আমি জানি—ও নিশ্চয়ই তোমাকে ফোন করবে। কিন্তু যেহেতু আমাদের মতো ও-ও খুব ভালো করে জানে—তোমার ফোনে ওরা এখন আড়ি পেতে রয়েছে আর শকুনের ঝাঁক আনাচে-কানাচে ওত্ পেতে রয়েছে, তাই ওকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। সুযোগ পেলেই ও ফোন করবে আর তোমাকেই তার জবাব দিতে হবে। তবু ভুলেও যেন আত্মসমর্পণের কথা বোলো না। ফোনে ওসব কথা তুমি ওকে বলতে পারো না। এমন কি এই ঘটনার জটিলতা সম্পর্কেও তুমি যেন ওকে কিছু বোঝাতে যেও না। কেননা সন্দেহের সামান্যতমও বীজ যদি ওর মনের মধ্যে একবার গেঁথে দাও, সেটাই ওর পক্ষে হয়ে উঠবে মারাত্মক ক্ষতিকর। আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে যেটা সবচাইতে সঠিক পদক্ষেপ হবে—গ্রেগ কি বলছে শুধু শুনে যাওয়া। আমরা যাই ভাবি না কেন, এ খেলায় ও-ই যখন নেতৃত্ব দিচ্ছে, ওর নেতৃত্বকেই আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না জানতে পারছি এই নেতৃত্ব ওকে কিংবা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। আসলে যেভাবেই হোক, ওকে আমাদের বাঁচাতে হবে। ওর চাইতে সুন্দর, প্রতিভাদীপ্ত মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি, লোলা। ওকে আমি সত্যিই অসম্ভব ভালোবাসি। সেটাই কি যথেষ্ট কারণ নয়?'

'যথেষ্ট কারণ, স্যাম।'

'তাহলে তুমি এখানে থাকছো তো?'

'হ্যাঁ।'

'আর তুমি আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারবে তো?'

'পারবো, স্যাম।'

'তাহলে এখন থেকেই শুরু হয়ে গেলো আমাদের সংগ্রাম, শুধু

আজ বা কালের জন্যে নয়, হয়তো আমাদের এ সংগ্রাম চলবে সারাটা জীবন ধরে। এ সংগ্রাম যত কঠিনই হোক না কেন, হারলে কিন্তু চলবে না। কি, পারবে তো?'

লোলা এমনভাবে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো যেন কথা বলার মতো শক্তিটুকুও ওর একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

৮

পেটি মাকে ডাকলো। পেটির জন্যে তখনও পর্যন্ত কোনোকিছু পালটায় নি। একদিন এই ঘটনার কথা হয়তো ওর মনে পড়বে, হয়তো বা কোনোদিনই মনে পড়বে না, তবু এই মুহূর্তে মাকেই ওর সবচাইতে বেশি প্রয়োজন। এতক্ষণ পর্যন্ত যে ছবিগুলো ও এঁকেছে, ও চায় মাকে সেগুলো দেখাতে, মার প্রশংসা কুড়োতে এবং ওর ইচ্ছে মার সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলে। মার সময় হবে কিনা জিগেস করায় লোলা বললো, 'আর একটু পরে, সোনামণি।'

'আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, মামণি।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি, পেটিসোনা।' লোলা আঁকার দিকে তাকালো। 'তুমি যা এঁকেছো আমার সবই ভালো লাগছে। ছোট হলে কি হবে, তোমার খুব বুদ্ধি।'

এই ভাবে লোলা যখন মেয়ের সঙ্গে কথা বলে, মাঝে মাঝে ও অবাক হয়ে ভাবে—কিছু ভুল বলছে না তো? আসলে ও একান্ত ভাবেই কামনা করে নিজের স্মৃতিগুলোকে নিয়ে পেটি বড় হয়ে উঠুক। নিজের চার বছরের বয়েসটাকে ও মনে মনেই দ্বিগুণ তিনগুণ করে, তারপর নিজের মনেই হাসতে থাকে। আজও ও তাই করছিলো, কিন্তু হাসতে পারেনি।

কোট টুপি পরে প্রস্তুত হয়েও স্যাম হঠাৎ কি ভেবে রেডিওটা চালিয়ে দিলো, শোনা গেলো বিশ্রী ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, সেই সঙ্গে হালকা একটা গানের সুর: 'হয়তো আমি তোমার প্রেমেই পাগল, প্রিয়তমা···'

লোলাকে বাচ্চাদের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে স্যাম জিগেস করলো, 'কি ব্যাপার, এটাতে এ রকম বিশ্রী শব্দ হচ্ছে কেন?'

'হয়তো পেটি ঘুরিয়েছে।'

'ও কি এখনও আঁকছে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি এখনকার খবরটা শোনার চেষ্টা করছি।'

পেটি যেখানে খেলছে, লোলা চুপি চুপি সেখানে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলো।

বিচিত্র ধরনের শব্দ-লহরী অতিক্রম করে সঠিক কেন্দ্রে আসতেই শোনা গেলো একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর : 'আপনি কি দিনে দুবার দাঁত মাজেন, না তিনবার ? তাহলে আপনার অতি অবশ্যই জেনে রাখা ভালো, পৃথিবীর অন্যান্য যে কোনো মাজনের চাইতে···'লোলার মনে হলো গ্রেগের কথা ওরা কিছু বলবে না, কেননা ও আর গ্রেগ এ পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো খুবই সাধারণ। সাধারণ মানুষের কথা ওরা বলতে যাবে কেন ? কিন্তু ওরা যে গ্রেগকে ধরতে চায় এটা বাস্তব। গ্রেগ কি তাহলে কোনো না কোনো দিক থেকে সাধারণ মানুষের উর্ধে ? কেনই জানি লোলার হঠাৎ মনে পড়ে গেলো—ঠিক যেমন একজন ইহুদি হয়েও স্যাম ফেল্ডবার্গার আর পাঁচজন ইহুদির মতো নয়।

বিজ্ঞাপনের পরেই পুরুষের ভরাট গলায় ঘোষণা করতে শোনা গেলো : 'সংশ্লিষ্ট সংবাদ-সংস্থা থেকে পাওয়া দুপুরের খবরগুলো এখন পড়ে শোনাচ্ছি। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে কোরিয়ান সীমান্তে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার কোনো বিমানই উড়তে পারেনি। তাই সামান্য কিছু গোলাগুলি বিনিময় ছাড়া গত চাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রণাঙ্গন প্রায় শান্ত ছিলো এবং উভয় পক্ষের তেমন মারাত্মক কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি বললেই চলে।

'বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া টকিওর সংবাদ অনুযায়ী—কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট সিঙ্গমান রি যুদ্ধবিরতির যেকোনো ধরনের অপরিবর্তনীয় বিরোধিতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে যে সমস্ত শত্রু-সৈন্যের নিঃসর্ত আত্মসমর্পন ছাড়া তিনি অন্য কিছুতেই

রাজি নন।

'এদিকে এফ. বি. আই. এখনও রজার গ্রেগকে খুঁজে বার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। নিয়মমাফিক গ্রেফতারের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে রজার গ্রেগ অন্যতম, যিনি দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। আজ ভোর থেকে এখনও পর্যন্ত সতেরোজন কমিউনিস্টকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মিস্টার গ্রেগ ছাড়া প্রতিটা ক্ষেত্রেই গ্রেফতারের সময় কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সরকারের ধারণা মিস্টার গ্রেগ এখনও এই শহরেই রয়েছেন। নিরাপত্তা-বাহিনীর দুশো জনেরও বেশি সক্রিয় কর্মী এ ব্যাপারে স্থানীয় পুলিসের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দূরদর্শনের সবকটি শাখা থেকেই মিস্টার গ্রেগের ছবি দেখানো হবে। কেউ যদি তাঁকে চিনতে পারেন, কোনো রকম ঝুঁকি না নিয়ে তিনি যেন সঙ্গে সঙ্গে পুলিসকে জানিয়ে দেন। মিস্টার গ্রেগ স্পেন গৃহযুদ্ধের একজন পুরনো সৈনিক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও লড়াই করে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। ফলে তাঁর কাছে অস্ত্র থাকাটাই স্বাভাবিক।'

বোতাম ঘুরিয়ে স্যাম বেতারতরঙ্গ বন্ধ করে দিলো, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে লোলাকে জিগেস করলো, 'সত্যিই কি তোমার মনে হয় ওর কাছে অস্ত্র আছে?'

সেই মুহূর্তে লোলা কোনো জবাব দিতে পারলো না, অনিমিখে স্যামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর নিঃশব্দে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। স্যাম ফেল্ডবার্গার তখনই নিজের ভুলটা বুঝতে পারলো। 'সত্যিই আমি দুঃখিত, লোলা।'

লোলা অস্ফুট স্বরে বললো, 'গ্রেগের কাছে অস্ত্র নেই। অস্ত্রকে ও যে কি ভীষণ ঘেন্না করে, তুমি ভাবতেও পারবে না, স্যাম!'

'আমি জানি, লোলা।' ব্যথায় ম্লান হয়ে ওঠা স্বরে স্যাম বললো। 'আমি এও জানি—সবকিছু তোমার কাছে বিশ্রী একটা দুঃস্বপ্নের মতো

মনেহচ্ছে। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, এসব আমি জানতে চাইছি, যেহেতু সবকিছু আমাকে জানতে হবে। এমন কি যা আমি জানি, তাও। কি বলতে চাইছি, তুমি বুঝতে পারছো?'

'এক সঙ্গে তোমরা আমাকে আর কত বুঝতে বলবে বলো তো?' কান্নার মতো করুণ হয়ে উঠলো লোলার কণ্ঠস্বর। 'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না! অথচ সারাক্ষণই চেষ্টা করছি বোঝার, নিজেকে শান্ত রাখার, আমি যে মা—সে কথটা স্মরণ রাখার, রজার এখন স্কুলে রয়েছে, সে কথাটা ভুলে না যাওয়ার। এখনও রান্না হয়নি বা পেটি ভেতরের ঘরে বসে ছবি আঁকছে···হয়তো এখুনি এসে জিগেস করবে ওর আঁকা ছবিটা আমার পছন্দ হয়েছে কিনা···আমি মনে রাখার চেষ্টা করছি—আমি লোলা গ্রেগ, আমি বিবাহিতা, আমার স্বামী এখন···'

লোলা আর বলতে পারলো না, বড় বড় ফোঁটায় ভরে উঠেছে ওর দীর্ঘায়ত চোখদুটো।

'আমি জানি, লোলা···' সমবেদনায় আর্দ্র হয়ে ওঠা স্বরে স্যাম ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো।

ঠিক তখনই বেজে উঠলো দূরভাষের সংকেত এবং প্রায় একই সঙ্গে দরজায় ঘন্টি বাজানোর কর্কশ আর্তনাদ। স্যাম ফেল্ডবার্গার দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলো লোলা বলছে:

'হ্যাঁ···আমি জানি। নিশ্চয়ই, ফোন করার জন্যে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। হ্যাঁ রুথ···হ্যাঁ, আমি জানি ওরা ফোনে আড়ি পেতে রয়েছে। তোমার কথা বলার কোনো দরকার নেই। না না, আমি ঠিকই আছি। স্যাম এখন এখানে রয়েছে—না না, এখনই ওসব কিছু করার দরকার নেই। ধন্যবাদ, রুথ। হ্যাঁ, খবরটা একটু আগেই শুনলাম। কিন্তু ওসব কথা তো আর ফোনে বলা যায় না। ঠিক আছে, হ্যাঁ ··আমি বরং তোমাকে পরে ফোন করবো···'

কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠা ভেতরের চাপা যন্ত্রণাটাকে স্যাম যেন স্পষ্ট

অনুভব করতে পারলো। এবং যতবার, যখনই ফোনটা বেজে উঠবে, প্রতিবারেই শোনা যাবে লোলার যন্ত্রণা-ভেজা এই কণ্ঠস্বর।

কাগজের মোড়ক হাতে একটা লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে : রুগ্ন, শীর্ণ চেহারা। ভাঙাচোরা লম্বাটো মুখ। হলদে হয়ে যাওয়া চুলগুলোয় সবে টাক পড়তে শুরু করেছে। চেহারা দেখে লোকটার বয়েস অনুমান করা খুবই মুশকিল—ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যেকোনো একটা জায়গায় হতে পারে। পরণে ইস্ত্রি-না-করা ময়লা প্যান্ট, কামিজের অবস্থাও তদ্রূপ, গলাবন্ধটা দোমড়ানো-মোচড়ানো। কোট না থাকায় লোকটা ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে সন্দিগ্ধ চোখে স্যামের দিকে তাকিয়ে জিগেস করলো :

'মিস্টার গ্রেগ কি এখানে থাকেন ?'

'গ্রেগকে আপনার কি দরকার ?'

'আমি জানতে চাচ্ছি উনি এখানে থাকেন কিনা ?'

'আমি মিসেস গ্রেগ।' এগিয়ে এসে লোলা স্যামের পেছন থেকে বললো।

'ইনি কে ?'

'আমার মনে হয় তার আগে বলুন আপনি কে ?'

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে লোকটা কি যেন ভাবলো, তারপর যেন হতাশ হয়ে নিজের মনেই কাঁধ ঝাঁকালো।

লোলা বললো, 'ইনি উকিল, আমার বিশেষ বন্ধু। আমাদের পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ। আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।'

সঠিক কোনো কারণ না জানলেও লোলা বুঝতে পারলো লোকটা ভয় পেয়েছে। ওর মনে হলো এসব ব্যাপার স্যামের চাইতে ও ভালো বুঝতে পারে, কেননা এই ধরনের মানুষকে ও দেখে আসছে গ্রেগকে চেনার অনেক আগে থেকেই। সাধারণত কাছে-পিঠের কল-কারখানা থেকে ওইসব মানুষরা বাপির কাছে আসতো নিজেদের দুঃখ বেদনা ভয় আর হতাশাকে বুকের মধ্যে চেপে রেখে। ওদেরকে

সত্যিকারের বুঝতে গেলে অনেক সময় লাগে।

লোলা জিগেস করলো, 'আপনি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?'

'হ্যাঁ, কিন্তু একা।'

'ইনি আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'না, ম্যাডাম।'

'ঠিক আছে স্যাম, তুমি একটু ভেতরে যাও।'

স্যাম মাথা নাড়লো।

'লক্ষ্মীটি স্যাম, অবুঝ হোয়া না।'

লোলার বলার ভঙ্গিতে অশোভনতার কোথাও কোনো আভাস না থাকলেও স্যাম মনে মনে অবাক না হয়ে পরলো না। তাই লোলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, আমি অফিসেই থাকবো। কোনো প্রয়োজন হলে ওখানেই ফোন কোরো।'

'করবো, স্যাম।'

লোলার মনে হলো স্যামের আদৌ যাবার ইচ্ছে ছিলো না। বিশেষ করে এই রকম বদখচ চেহারার একটা লোকের কাছে ওকে একা রেখে যাওয়ার। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে লোলা হাসতে হাসতেই হাতটা বাড়িয়ে দিলো।

'ধন্যবাদ, স্যাম।'

'কিসের জন্যে?'

'সবকিছুর জন্যে।'

সিঁড়ি ভেঙে নামতে নামতে স্যামের মনে হলো, 'গ্রেগের জন্যে আমি আমার অর্ধেক জীবনও দিয়ে দিতে পারি, এমন কি রাস্তায় রাস্তায় কুকুরের মতো হন্যে হয়ে ওকে যেভাবে খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে, তা সত্ত্বেও। কিন্তু সে তা করবে না। এক সময়ে সে সাহসী ছিলো, কিন্তু এখন সে আর আদৌ সাহসী নয়—অন্তত রাস্তায় রাস্তায় তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে ফেরার মতো সাহসী নয়। তাই সিঁড়ি ভেঙে নামতে

নামতে নিজেকে তার মনে হলো নিঃস্ব আর রিক্ত—অসম্ভব রিক্ত!

স্যামকে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেলো, লোলা অপেক্ষা করে রইলো, তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিলো। লোকটা রান্নাঘরে এসে টেবিলের ওপর মোড়কটা রাখলো। সুতোলি ছিঁড়ে মোড়ক খুলে বার করলো গোটা ছয়েক স্যাণ্ডউইচ, তখনও গরম রয়েছে আর অত্যন্ত লোভনীয় একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। কাগজের ওপরগুলো ভিজে তেল তেলে হয়ে গেছে।

'আপনার আর বাচ্ছাদুটোর জন্যে এই হ্যামবুর্গারগুলো নিয়ে এলাম।' লোকটা বললো।

লোলা অবাক হয়ে গেলো। 'আমাদের জন্যে খাবার নিয়ে এসেছেন জেনে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।'

'খুব ভালো আর টাটকা হ্যামবুর্গার। নুন আর মরিচ ছাড়া অন্য কিচ্ছু নেই। বাচ্ছাদের কোনো ক্ষতি হবে না জেনেই নিয়ে এসেছি। বিশ্বাস করুন মিসেস গ্রেগ, বাচ্ছাদুটোর মুখ চেয়ে এগুলো না এনে আমার কোনো উপায় ছিলোনা। নইলে বুঝতেই তো পারছেন, আপনি এখন একটা দুর্গের মধ্যে বাস করছেন আর চারপাশ থেকে দুর্গটাকে ঘিরে রয়েছে সাদা পোশাক-পরা যত পুলিস। ওগুলোকে দেখলেই আমর গা ঘিন ঘিন করে। উকুনগুলোর চোখ এড়িয়ে এখন এখানে আর একটা ইঁদুরও গলতে পারবে না। আমার কাছে ওগুলো ইঁদুর ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনাদের এই খাবার আনার জন্যে ওরা যদি ভেবে থাকে আমি কমিউনিস্ট—তাহলে আমি কমিউনিস্ট। পাতাল-রেলপথে ঢোকার আগে দিনরাত খোলা থাকা একটা কফি-খানায় আমি কাজ করি, যেখানে আজ ভোরেও আপনার স্বামী কফি খেয়েছিলেন।

'যেখানে ও রোজ কফি যায়?'

'হ্যাঁ, প্রতিদিনই ভোরে আমাদের ওখানে গিয়ে ওঁর এক পেয়ালা

কফি আর একটা মিষ্টি রুটি চাই। ওঁকে আমার ভালো লাগে, এর জন্যে কেউ যদি আমাকে অপরাধী ভাবে, তাহলে আমি অপরাধী। এখনকার দিনে হাঁচি পেলে আপনি যদি হাঁচেন, তাহলে সেটাও অপ-রাধ!' গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটা নিজের হাতদুটোর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলো। 'আমি বীর বা নেতা নই, মিসেস গ্রেগ। আমার ওসব করার সময়ও নেই। হয়তো আমার অন্যকোনো যোগ্যতা নেই বলেই ও রকম ছোট্ট একটা কফিখানায় দিনরাত পড়ে থাকতে হয়। কিন্তু মিস্টার গ্রেগ আমায় খুব ভালোবাসেন, ওঁকেও আমার অসম্ভব ভালো লাগে। আমার যখনই কোনো অসুবিধে হয় আমি ওঁকে বলি। উনি খুব মন দিয়ে আমার কথা শোনেন। ঠিক যেন নিজের ভাইয়ের মতন। সব সময়েই উনি বলেন—ও নিয়ে অত ভাবার কিছু নেই, অ্যাণ্ডি…হ্যাঁ, আমার নাম অ্যাণ্ডি…সবকিছুকে একটু সহজ করে নেবার চেষ্টা করো। উনি প্রায়ই বলেন—এটা করো কিংবা ওটা কোরো না। কিন্তু যাই-ই করো না কেন, মনে রেখো তুমি মানুষ। সব সময় মানুষের মতোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। উনি যখন আমাকে বলেন মানুষ, মানুষের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে, তখন আমার বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে। তখন নিজেকে আমার তুচ্ছ মনে হয় না, মনে হয় না সামান্য দুটো পয়সার বিনিময়ে কফিখানাতে দিনে দশঘণ্টা পরিশ্রম করি কিংবা সপ্তায় পাঁচ পেনি দিয়ে ভাড়া করা একটা বিছনায় শুই। মাঝে মাঝে মনটা যখন খুব ভেঙে যায়, উনি আমাকে কি বলেন জানেন, মিসেস গ্রেগ?'

হৃদয়ের গভীর আবেগ আর গ্রেগের প্রতি আনুগত্য দিয়ে লোকটা ওর মন পেতে চাইছে, না লোকটা নিজেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, লোলা ঠিক বুঝতে পারলো না। তবু লোকটাকে ও থামাতে চায়নি। কেননা প্রচ্ছন্নভাবে ও-ও তখন কিছুটা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, যেন এত কিছু জানা সত্ত্বেও গ্রেগকে এই প্রথম চিনছে, গ্রেগের হৃদয়টাকে ওর মুঠোর মধ্যে অনুভব করা সত্ত্বেও যেন গ্রেগকে এই

প্রথম দেখছে। তাই অস্ফুটে ও ছোট্ট করে শুধু জিগেস করলো :

'কি ?'

'উনি বলেন—ও নিয়ে অত ভাবছো কেন, অ্যাণ্ডি ? তুমি মানুষ। নিজের দুটো হাত দিয়ে রীতিমতো পরিশ্রম করে রোজগার করো। এর চেয়ে বড় জিনিস আর কি হতে পারে বলো ? তোমার মতো সত্যি-কারের একজন বন্ধুর জন্যে গর্বে আমার বুকটা ভরে ওঠে। হ্যাঁ, উনি ঠিক এই কথাই আমাকে বলেছেন। আমি শুধু মানুষ নই, আমি ওঁর বন্ধু। তাই উনি যখন চলে গেলেন, আমি ওঁর জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিলাম।'

'গ্রেগ কি আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে ?'

'না না, মিস্টার গ্রেগ আমাকে পাঠাননি। আমি নিজে থেকেই এসেছি।' অ্যাণ্ডি ঝকঝকে চোখে লোলার মুখের দিকে তাকালো। 'আমার কেনই যেন মনে হলো আপনার সঙ্গে দেখা করাটা আমার কর্তব্য। তাই, বিশ্বাস করুন মিসেস গ্রেগ, পুলিস যে এখানে থাকবে একথা জানা সত্ত্বেও আমি এসেছি।'

লোকটাকে তখনও ঠাণ্ডায় কাঁপতে দেখে লোলার হঠাৎ খেয়াল হলো, তাড়াতাড়ি চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে ও বললো, 'সত্যিই আমি দুঃখিত। অনুগ্রহ করে এখানটায় একটু বসুন। আমি আপনার জন্যে কফি নিয়ে আসছি। একটু আগে বানিয়েছি, এখনও গরম আছে।'

'পুলিস এলে বলবেন, আপনি ফোন করেছিলেন বলেই স্যাণ্ড-উইচগুলো নিয়ে এসেছি।'

'যদিও আমার ফোনে ওরা আড়ি পেতে রয়েছে, তবু আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—আমি অবশ্যই বলবো।' পাত্র থেকে কফি ঢেলে লোলা পেয়ালাটা অ্যাণ্ডির দিকে এগিয়ে দিলো। 'নিন, দেরি করলে কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'এত কষ্ট করার কিন্তু কোনো দরকার ছিলো না, মিসেস গ্রেগ।'

'কিচ্ছু কষ্ট হয়নি। খেয়ে নিন। আর অনুগ্রহ করে আমাকে

বলুন আজ সকালে কি ঘটেছিলো।'

'নিশ্চই, নিশ্চই!' কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতেই অ্যাণ্ডি ঘন ঘন মাথা নাড়লো, এমন কি লোলার দিকে তাকিয়ে হাসারও চেষ্টা করলো। কিন্তু তার বিশীর্ণ মুখখানা তখন কেমন যেন কাঁপতে শুরু করেছে, চোখের কোণগুলো ভরে উঠেছে জলে। লোলা বুঝতে পারলো ভেতরের অবরুদ্ধ আবেগটাকে সামলে রাখার জন্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, ফলে তার বিশ্রী মুখটায় ফুটে উঠেছে যন্ত্রণার একটা ম্লান ছায়া। তবু কেনই জানি লোলার মনে হলো—ওই লোকটা তোমাকে গ্রেগ সম্পর্কে এমন কিছু শোনাতে পারে, যা তুমি আগে কখনও জানতে না। ও তোমার কোনো সমস্যাই সমাধান করতে পারবে না, এমন কি কোনো স্বস্তি বা সান্ত্বনাও দিতে পারবে না—তবু ও তোমাকে এমন কিছু শোনাতে পারে, যা হয়তো তোমার কাছে মনে হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'যদি কিছু মনে না করেন, আমি একটা সিগারেট ধরাতে পারি?'

'নিশ্চয়।'

লোলা ছাইদানীটা এনে টেবিলের ওপর রাখলো। লোকটা দোমড়ানো একটা প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে নিলো. তারপর ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়লো।

'প্রতিদিন যেমন আসেন, আজও সকালে এসে উনি এক পেয়ালা কফি আর একটা মিষ্টি রুটি চাইলেন। আমি ওঁকে বললুম—আজ একটা টোস্ট নিন না মিস্টার গ্রেগ, আমি বরং আপনার জন্যে খুব ভালো করে একটা ডিমের মামলেট বানিয়ে দিচ্ছি। উনি বললেন—না, আমার মিষ্টি রুটিই ভালো। ছেলেবেলা থেকেই এই মিষ্টি রুটির জন্যে আমি পাগল হয়ে উঠতুম। আসলে তখন তো আর পেতুম না…'

'হ্যাঁ, আমি জানি।'

'প্রতিদিনের মতো আজও ভোরে এসে বললেন—এই যে অ্যাণ্ডি, মার্চের তুলনায় সকালের ঠাণ্ডাটা বেশ ভালোই আছে. কি বলেন?

এমনি ভাবে শুরু হলো আমাদের ভোরের প্রথম আলাপ। রেডিওটা তখন চলছিলো। ভেতরে তখন আমি আর হ্যারি ছাড়া অন্য কেউ ছিলো না। আমি কফি আর মিষ্টি রুটি নিয়ে ফিরে এলুম, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অচেনা দুজন লোককে দেখিয়ে এমনিই ঠাট্টা করে বল্লুম—বাইরে সাদা পোশাকে দুজন টিকটিকি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি ব্যাপার, ব্যাঙ্ক ডাকাতি-টাকাতি কিছু করেছেন নাকি? উনি হাসতে হাসতে বললেন—না অ্যাগি, অন্তত আজ সকালে নয়। উনি কোনোদিকে ফিরেও তাকালেন না, নিজের মনেই কফির পেয়ালায় চামচ নাড়তে লাগলেন। তখনও পর্যন্ত কিছুই জানি না, রেডিওর খবরটাও আমার ভালো ভাবে শোনার সুযোগ হয়নি। অথচ উনি এমন ভাবে রুটি চিবিয়ে চলেছেন, যেন ওর চাইতে ভালো জিনিস কখনও খাননি। কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে উনি এক সময়ে বললেন—অ্যাগি, তুমি ঠিকই বলেছো। ওরা সাদা পোশাকে পুলিস। বাইরে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে। এইমাত্র খবরে শুনলাম, যেসব কমিউনিস্টদের ধরছে, তার মধ্যে আমার নামও রয়েছে। না না, অ্যাগি, এরই মধ্যে এত মুষড়ে পড়লে চলবে না। তারপর সম্পূর্ণ কফিটা শেষ করে উনি আমাকে জিগেস করলেন—আচ্ছা অ্যাগি, সামনের এই দরজাটা ছাড়া এখান থেকে বেরুবার আর অন্য কোনো পথ আছে? আমি বললুম—এমনিতে নেই, তবে আপনি যদি পারেন আমি একটা পথ বাতলে দিতে পারি। সেটা কি জানতে চাওয়ায় আমি বললুম যে হাতমুখ ধোয়ার জন্যে যে ছোট ঘরটা রয়েছে, ওর জানলা খুলে পেছনের গলিটা দিয়ে খুব সহজেই একশো ছেষট্টি নম্বর সরণীতে যাওয়া যায়। উনি তখন বললেন—ঠিক আছে অ্যাগি, আমি তাহলে একটু হাতমুখই ধুয়ে আসি। উনি উঠে দাঁড়াতেই আমি জিগেস করলুম—আপনার কাছে কত টাকা আছে? উনি বললেন—ও নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, অ্যাগি। আমি বললুম—না, আমি জানতে চাই। উনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন,

তারপর বললেন—চার ডলার ছ সেণ্ট। আমি তখন আমার কাছে যা ছিলো, প্রায় বারো ডলার, সব ওঁর পকেটে গুঁজে দিয়ে বললুম—রেখে দিন। উনি বললেন —ঠিক আছে অ্যাণ্ডি, আবার আমাদের দেখা হবে। বিদায়। তারপর উনি সেই ছোট ঘরটার দিকে চলে গেলেন। উনি চলে যাবার একটু পরেই সাদা পোশাক-পরা সেই লোকদুটো ভেতরে ঢুকলো। কিন্তু ততক্ষণে আমার মনে হয়, যতটুকু সময় ওঁর প্রয়োজন ছিলো, উনি তা পেয়েছিলেন।'

লোকটা থামলো। লোলা এতক্ষণ হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো, এবার অস্ফুটে বললো ঃ

'সত্যি, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো…'

'কেন? কিসের জন্যে?' অ্যাণ্ডি রীতিমতো চটে উঠলো। 'আমি ওঁর জন্যে কিছু করতে পারেনি। কিচ্ছু না! এমন কি, সত্যিকারের ব্যাপারটা যে কি ঘটতে চলেছে, আমি তখনও পর্যন্ত তা কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'তবু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ঠিক এমনি সময় দূরভাষের সংকেত ঝন ঝনিয়ে উঠলো, ধরবে বলে লোলা উঠেও দাঁড়ালো, কিন্তু পেটি তার আগেই পৌঁছে গিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। লোলা এগিয়ে গিয়ে পেটির কাছ থেকে গ্রাহযন্ত্রটা চেয়ে নিলো। বেশ ভরাট একটা পুরুষ কণ্ঠ জানালো ঃ

'টাইমস পত্রিকার তরফ থেকে আমি প্যাটারসন কথা বলছি। আপনিই কি মিসেস গ্রেগ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা মিসেস গ্রেগ, যদি কিছু মনে না করেন, অনুগ্রহ করে কি বলতে পারেন—শেষ কখন আপনি আপনার স্বামীকে দেখেছিলেন? এই ঘটনার খবর আপনি কি আগে থেকে জানতেন? আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাদের ছোট্ট একটা বিবৃতি দেবেন? যা হোক কিছু, সামান্য কয়েকটা কথা…'

লোলা গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রাখলো। পরক্ষণেই আবার ওটা বেজে উঠলো। লোলা গ্রাহযন্ত্রটা কানের কাছে রেখে চুপচাপ খানিকক্ষণ শুনে গেলো, তারপর আবার নিঃশব্দে নামিয়ে রাখলো।

পেটি জিগেস করলো, 'তুমি কথা বললে না কেন, মামণি ?'

সেই মুহূর্তে লোলা মেয়ের প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারলো না, অপলক চোখে পেটির মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তার-পর ভিজে ওঠা চোখের পাতায় ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমি তো ওদের বললাম, সোনামণি—আমি লোলা গ্রেগ, আমার স্বামী পলাতক ; তোমরা ওকে বন্য পশুর মতো রাস্তায় রাস্তায় হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছো। এর বেশি আমি আর কিচ্ছু জানি না ! কিচ্ছু বলতে পারবো না !'

পেটি ততক্ষণে কুর্সির ওপর থেকে মার টাকাপয়সা রাখার ছোট ব্যাগটা তুলে নিয়েছে। ঘরে ঢুকে লোলা ব্যাগটা ওখানেই রেখে ছিলো। পেটি এখন ব্যাগটা উপুড় করে গুনতে শুরু করেছে। সব-মিলিয়ে মোট আট ডলার ছেচল্লিশ সেণ্ট।

পেটির কাছ থেকে ওগুলো নিয়ে লোলা রান্নাঘরে ফিরে এলো, যেখানে লোকটা তখনও বসে রয়েছে। খুচরোগুলো নিজের জন্যে ব্যাগে রেখে দিয়ে নোটগুলো ও অ্যাণ্ডির দিকে এগিয়ে দিলো।

'এগুলো আপনি রেখে দিন। এর বেশি এখন আমার কাছে আর নেই। বাকি চার ডলার আমি কাল পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবো।'

এতটুকু আগ্রহ না দেখিয়ে অ্যাণ্ডি মুখ তুলে তাকালো, তারপর খুব ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিত ভাবে মাথা নাড়লো।

'আপনি ভুল করছেন, মিসেস গ্রেগ। আমি টাকার জন্যে এখানে আসিনি···'

'আমি জানি। তবু অনেকগুলো টাকা। এগুলো আপনি রেখে দিন। আপনারও তো প্রয়োজনে লাগতে পারে।'

'আমার কোনো প্রয়োজনে লাগবে না।'

'তা হোক। দোহাই আপনার, অনুগ্রহ করে এগুলো রেখে দিন। নইলে আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগবে।'

'লাগলেও আমার কিছু করার নেই, মিসেস গ্রেগ।' অত্যন্ত দৃঢ়-তার সঙ্গে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো সে। 'মিস্টার গ্রেগ ফিরে এসে যখন নিজে হাতে আমাকে দেবে, তখনই নেবো। বিশ্বাস করুন, আমি এখানে এসেছি শুধু আপনাকে মিস্টার গ্রেগের খবরটা দেবো বলে।'

কেনই জানি লোলার বুকের ভেতরটা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠলো, একটু নিশ্চুপ থাকার পর ম্লান স্বরে বললো, 'সত্যিই আপনাকে অসংখ্য ধন্য-বাদ। আপনার মতো প্রকৃত বন্ধুর প্রয়োজন আমার সবচাইতে বেশি।'

'শুনে খুব খুশি হলুম।' অ্যাণ্ডি উঠে পড়লো।

লোলা বললো, 'এই আমার মেয়ে, পেটি। সাত বছরের আমার একটা ছেলেও আছে। সে এখন স্কুলে। পেটিকে আমার মতো দেখতে হলেও, রজারকে দেখতে ঠিক ওর বাবার মতো।'

'নিশ্চই!' কেন জানি বেশ জোর দিয়েই কথাটা বললো অ্যাণ্ডি।

লোলা তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলো।

'একদিন আবার সবকিছু যখন ঠিক হয়ে যাবে, তখন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসবেন।'

কেমন যেন অস্বস্তি ভরেই অ্যাণ্ডি ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লো, তার পর লোলার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো ঃ

'আপনি কিন্তু আদৌ ভেঙে পড়বেন না, মিসেস গ্রেগ। সবকিছুকে সহজ করে নেবার চেষ্টা করবেন।'

৯

লোলা তখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বন্ধ করারও সুযোগ হয়ে ওঠেনি, সাংবাদিকরা একের পর এক, যেন পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী, ভিড় করতে শুরু করলো—প্রথমে ট্রিবিউন পত্রিকার তরফ থেকে এক-জন, তারপর সকালের সংক্ষিপ্ত সংবাদ পরিবেশকদের তরফথেকে দুজন, পোস্ট পত্রিকার তরফ থেকে অন্য আর একজন। লোলা সবে যখন ওদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, হঠাৎ টেলিফোনটা আবার বিশ্রী শব্দে ঝনঝনিয়ে উঠলো, যেন একটানা কর্কশ শব্দে কে আর্তনাদ করে উঠলো। সাংবাদিকরা এমন ভাবে ছেঁকে ধরেছে, লোলা কোনো রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেও, দরজাটা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারলো না। বুড়ো বুড়ো ছেলেগুলোর কাণ্ড দেখে পেটি হাসছে। সাংবাদিকদের মধ্যে দুজন আলোকচিত্রিও রয়েছে, নিউজ পত্রিকার প্রতিনিধি হঠাৎ বলে উঠলো, 'বাচ্চাটার ছবি তুলে নিন···শিগগির !'

লোকটার কথা শুনে লোলা চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো···দূরভাষের সংকেত তখনও বেজে চলেছে···কিন্তু লোলা প্রতিবাদ করার আগেই ক্ষণিক-আলোকে ঝলসে উঠলো পেটির মুখখানা। ওরা ততক্ষণে খোলা দরজা দিয়ে প্রায় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে ভেতরে।

হঠাৎ-ভয়-পেয়ে-যাওয়া পেটিকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে লোলা ভেতরে দৌড়ে গেলো। ওর মনে হলো এবারের ফোনটা নিশ্চয়ই গ্রেগের। কিন্তু এতগুলো অচেনা লোকের সামনে আমি গ্রেগকে কি বলবো ? গ্রাহযন্ত্র তুলে নেবার পর বুঝতে পারলো গ্রেগ নয়, মিস্টার কান। উনি জানতে চাইছেন স্বামীর কাছ থেকে লোলা কোনো খবর পেয়েছে কিনা। আগেরই মতো নম্র, সর্তক অথচ তৎপর কণ্ঠস্বর। 'ঠিক আছে, মিসেস গ্রেগ। তবে আগে কিংবা পরে স্বামীর কাছ থেকে কোনো না কোনো খবর আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। আমরা চাই সমস্ত ব্যাপারটা নির্ঝঞ্ঝাটে আর শোভনভাবে মিটে যাক। আমাদের স্বার্থ

শুধু ওইটুকুই।'

এমনভাবে মিস্টার কান কথাগুলো বললেন, যেন উনি লোলাকে ময়লা-পরিষ্কার করার একটা যন্ত্র কিংবা কোনো সেলাইকল গছাবার চেষ্টা করছেন।

গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রাখার আগেই লোলা কাঁধের ওপর থেকে শুনতে পেলো চাপা স্বরে কে যেন বলছে, 'আপনার আর আপনার স্বামীর জন্যে সামান্য কিছু উপহার এনেছি, মিসেস গ্রেগ।'

ওরা ততক্ষণে ভেতরের ঘরেও হানা দিয়েছে।

'অনুগ্রহ করে আপনারা চলে যান।' একটুও উত্তেজিত না হয়ে লোলা শান্ত স্বরেই বললো। 'এটা আমার বাড়ি। এখানে আপনারা বিরক্ত করবেন না। অনুগ্রহ করে চলে যান।'

পরপর কয়েকটা ক্যামেরার ক্ষণিক-আলোর ঝলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো লোলার মুখ। পেটি মার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজলো। ট্রিবিউন পত্রিকার সাংবাদিকটি বললো, 'এভাবে আপনার ঘরে চড়াও হওয়ার জন্যে সত্যিই আমরা দুঃখিত, মিসেস গ্রেগ। কিন্তু আজকের দিনটার জন্যে আপনিই আমাদের সবচেয়ে বড় খবর। তাই অনুগ্রহ করে প্রকৃত ঘটনাটা যদি একটু বলেন, তাহলে আমরা সত্যিকারের ছবিটাকে তুলে ধরতে পারি।'

'কিন্তু বাস্তবে সেটা কি সত্যিই সম্ভব?' লোলা হাসলো, এক এক করে তাকিয়ে দেখলো—লম্বা বেঁটে, চশমা পরা চশমা ছাড়া, নির্বোধ আর প্রতিভাদীপ্ত, সরল আর আত্মম্ভরি সাংবাদিকদের মুখগুলোর দিকে। 'আপনারা কি সত্যিই লিখতে পারেন—কি ভাবে একজন মহিলার ঘরে জোর করে ঢুকেছেন, কি ভাবে একটা বাচ্চাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন? বাইরে এখন একগাদা পুলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওরা আর যাই হোক, আপনাদের চাইতে অনেক ভদ্র। এই মুহূর্তে যদি আপনারা ঘর থেকে বেরিয়ে না যান, আমি কিন্তু জানলা খুলে ওদের ডাকতে বাধ্য হবো।'

লোলার শাসানিতে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, ওরা এক পাও নড়লো না। ওদের কেউ একজন নিঃশব্দে বিদ্রূপ করলো, কেউ বা লোলার বিদ্রোহী ভঙ্গিটাকে প্রশংসা না করে পারলো না, অন্য একজন লোলার পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমন ভাবে তাকালো যেন ও সম্পূর্ণ নগ্ন। নিউজ পত্রিকার প্রতিনিধি প্রথম হাসতে হাসতে বললো, 'একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন মিসেস গ্রেগ, আমরা আপনার শত্রু নই। আমরা নিরপেক্ষ। এমন ঘটাটাই স্বাভাবিক। প্রকৃত ঘটনাটা কি, আপনিই বা আমাদের জানাতে চাইছেন না কেন ?'

কর্কশ আর্তনাদে দূরভাষটা আবার বেজে উঠলো। একজন আলোকচিত্রি দ্রুত সে দিকে এগিয়ে যেতেই লোলা আঁতকে উঠলো। ওর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর নিজেরই কানে কেমন যেন অদ্ভুত আর অন্য রকম মনে হলো।

'একদম হাত দেবেন না। আপনারা সত্যিই সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।'

এই প্রথম লোলা তীব্র ক্রোধে জ্বলে উঠলো। গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নেওয়ার পর জানতে পারলো এবারও মিস্টার কান ফোন করছেন। উৎকণ্ঠা ব্যাকুল স্বরে উনি জানতে চাইলেন, 'কি ব্যাপার মিসেস গ্রেগ, তখন ফোনটা হঠাৎ ওভাবে ছেড়ে দিলেন কেন ঠিক বুঝতে পারলাম না ? কোনো অসুবিধের মধ্যে পড়েননি তো ?'

'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। আমার জন্যে আপনাকে আদৌ মাথা ঘামাতে হবে না।'

ওরা তখনও একই ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কি ব্যাপার, আপনারা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন ? বেরিয়ে যান এখান থেকে।'

'শুনুন, মিসেস গ্রেগ···এমন অবুঝ হবেন না।'

'আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।'

দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার একটা লোক, চওড়া কাঁধ, শুধু

সার্ট গায়ে, হঠাৎ কোত্থেকে সাংবাদিকদের পেছনে এসে হাজির হলো এবং মুখ উঁচিয়ে লোলার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় জিগেস করলো, 'কোনো অসুবিধে হচ্ছে, মিসেস গ্রেগ ?'

সবাই একসঙ্গে লোকটার দিকে ফিরে তাকালো।

লোকটা পাশের ফ্ল্যাটের মিস্টার শোয়ার্টজ্, যে রাতের পালায় শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের যন্ত্রপাতিতে তেল যোগান দেওয়ার কাজ করে। পাছুটো একটু ফাঁক করে, প্রকাণ্ড চেহার নিয়ে শোয়ার্টজ্ পরিষ্কার কামানো নীলচে চিবুকে হাত বোলাতে বোলাতে সবার মুখের দিকে একবার তাকালো।

নিউজ পত্রিকার সাংবাদিক জিগেস করলো, 'আপনি আবার কে ?'

যেন তার প্রশ্নের জবাবে, নিতান্ত অবজ্ঞা ভরেই শোয়ার্টজ্ পকেট থেকে রুমাল বার করে এমন ভয়ঙ্কর শব্দে নাক ঝাড়লো যে অনেকেরই পিলে প্রায় চমকে যাবার জোগাড়।

লোলার দিকে তাকিয়ে শোয়ার্টজ্ জিগেস করলো, 'আপনি কি এঁদের চান ?'

'না না, সত্যিই বিশ্বাস করুন···এঁরা কিছুতেই আমার কথা শুনছেন না। জোর করে ঘরে ঢুকে···'

'উনি কি বললেন, শুনতে পেয়েছেন ?' বাজখাঁই গলায় শোয়ার্টজ্ বলে উঠলো, 'যান, এবার সোজা এখান থেকে বেরিয়ে যান।'

প্রতিবাদ স্বরূপ ওরা কি যেন বলতে চাইলো, কিন্তু কোমরে হাত রেখে পাহাড়ের মতো একেবারে নিশ্চল দাঁড়িয়ে শোয়ার্টজ্ ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো, 'উঁহু, একটাও কথা নয়।'

এখানে আর বিশেষ সুবিধে হবে না দেখে ট্রিবিউন পত্রিকার সাংবাদিকই প্রথম দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। অন্যরা সবাই তাকে দ্রুত অনুসরণ করলো। ওরা বেরিয়ে যেতে না যেতেই লোলা তাড়াতাড়ি পেটিকে নামিয়ে রেখে দরজাটা বন্ধ করার জন্যে ছুটে গেলো। যখন ফিরে এলো, দেখলো শোয়ার্টজ্ পেটির জন্যে খবরের কাগজ

দিয়ে দমকল-কর্মীদের মতো একটা টুপি বানিয়ে দিচ্ছে।

ক্লান্ত দেহটাকে একটা কুর্সিতে মেলে দিতেই লোলার হঠাৎ নিজেকে অসম্ভব নিঃস্ব আর অসহায় মনে হলো, নির্নিমেষ চোখে ও তাকিয়ে রইলো সামনের দিকে।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, রীতিমতো যত্ন নিয়ে শোয়ার্টজ্ যেভাবে কাগজখানা ভাঁজ করছে আর পেটি মুগ্ধ বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে, লোলার সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হলো। তারপর শেষ হতেই টুপিটা মাথায় পরে পেটি আয়নার সামনে নিজেকে দেখবে বলে ছুটে গেলো।

ভাবনার অতলে তলিয়ে গিয়ে লোলাকে অনিমিখে তাকিয়ে থাকতে দেখে শোয়ার্টজ্ জিগেস করলো ওর জন্যে সে কিছু করতে পারে কিনা।

'না, মিস্টার শোয়ার্টজ, ওদের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে আপনি যে আমার কতবড় উপকার করেছেন, তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পরবো না।'

'কখনও কখনও মানুষের সময় খুব খারাপ যায়। তখন তাকে মেনে না নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।'

মুখে কিছু না বলে লোলা শুধু ভঙ্গিতে শোয়ার্টজের বক্তব্যকে সমর্থন করলো।

'তবে ব্যাপারটা আমার নিজেরও খুব খারাপ লাগছে। খবরটা আমি শুনি প্রথম রেডিওতেই। পরে যখন ঘুম থেকে উঠলাম, গিন্নীই আমাকে সব বললো। ওর আবার এসব ব্যাপারে অসীম উৎসাহ। আপনি যদি অন্ধকার ভাঁড়ার ঘরে অসাবধানে কখনও আঙুলটা কেটে ফেলেন, রক্ত বেরুনো শুরু হওয়ার আগেই ও আপনাকে খুঁটিনাটি বিবরণ সব দিয়ে দিতে পারবে। তারপর, একটু আগে, সিঁড়ির মুখে গোলমাল শুনে আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো। তাই ভাবলুম— যাই, নিজে গিয়ে ব্যাপারটা একবার দেখে আসি।'

শোয়ার্ট্‌জ্ সরাসরি লোলার মুখের দিকে তাকালো।

পাশাপাশি ছুটো বাসাবাড়িতে ওরা বছরের পর বছর বাস করে আসছে। কিন্তু লোলা ভদ্রলোকটিকে প্রায় চেনে না বললেই চলে। কখনও মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে—মাথা ঝুঁকিয়ে ছোট্ট এক অভিবাদন, কিংবা খুব বেশি হলে—'কেমন আছেন,' 'সুপ্রভাত'—ব্যাস, ওইটুকুই। তবে বাতাস চলাচলের জন্যে সংকীর্ণ বারান্দার ওপারে জানলা দিয়ে ভাল্লুকের মতো বিশাল চেহারার লোকটাকে ও বহুবার দেখেছে কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে শুনেছে, এমন কি মাঝে মাঝে ও অবাক হয়ে ভেবেছে এ রকম একটা ভঙ্গুর সম্পর্ক নিয়ে ওরা কেমন করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবন কাটিয়ে আসছে। কিন্তু আজই যেন হঠাৎ লোকটা আত্মপ্রকাশ করলো। লোলা নিজের মনেই প্রশ্ন করলো, 'এমন একটা লোককে কি বিশ্বাস করা যায়? নির্দ্বিধায় নির্ভর করা যায় তার ওপর?'

শোয়ার্ট্‌জ্ তখনও ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। লোলা অবাক হয়ে ভাবলো লোকটা কি দেখছে? ভোর থেকে শুরু করে সারাটা দিন যেভাবে দ্রুতগামী ট্রেনের মতো অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে চলেছে, ওর মাথা ঝিমঝিম করছে, একটা মুহূর্তের জন্যেও সুযোগ হয়ে উঠছে না নিজের দিকে ফিরে তাকাবার, নিজেকে জানার আর সবকিছুকে সুস্থির ভাবে একটু বোঝার—কি, কেন, কিসের জন্যে।

'কখনও যদি এই রকম কিছু ঘটে, তাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহন করাটাই ভালো।' সাদামাঠা গলায় শোয়ার্ট্‌জ্ বললো, 'তাতে আর কিছু না হোক, অনেকটা স্বস্তি পাবেন।'

'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'ধরুন, বোমায় কয়েকটা ঘরবাড়ি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেলো, কিংবা যুদ্ধের সময় একটা গুলি এসে বিঁধলো আমার কাঁধে, আমি মাটিতে পড়ে গেলুম। তখন যদি গুলিবিদ্ধ হয়েছি বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বাচ্ছাদের মতো কাঁদতে শুরু করি—ব্যাস, তখনই

আমার দফারফা, দেখবো চারপাশ থেকে পৃথিবীটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু আমি যদি একটি বারের জন্যেও ভাবার চেষ্টা করি প্রকৃত ঘটনাটা কি এবং বুঝতে পারি আমার কাঁধে গুলি বিঁধেছে, তার চেয়ে মারাত্মক ক্ষতি কিছু হয়নি, তখন আমি নিজেই বুঝতে পারবো—যতটা ক্ষতি হতে পরতো, তার চাইতে আমি অনেক ভালো রয়েছি। আপনাকেও ঠিক এই একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করতে হবে।'

'আপনি কেমন করে জানলেন যে আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি নি?'

'না, আপনি করেননি। তবে ইচ্ছে করলে পারেন।'

'হয়তো আমি করিনি, হয়তো পারি না ··'

'নিশ্চয়ই পারেন। আপনার কি মনে হয়, আমি আপনাকে চিনি না, মিসেস গ্রেগ ··'

'আপনি আমাকে শুধু লোলা বলেই ডাকবেন।' প্রতিটা শব্দ বেশ থেমে থেমে উচ্চারণ করলো ও। 'মাত্র কয়েক হাত তফাতে, আজ তিন বছর ধরে আমরা পরস্পরে প্রতিবেশী হিসেবে বাস করে আসছি। হয়তো আপনাকে খুব ভালো ভাবে চিনি না, তবু আপনার সাহায্য আমার বিশেষ প্রয়োজন, মিস্টার শোয়ার্ট্জ্। আসলে কি করবো আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। বাচ্ছাটা স্কুলে রয়েছে, তাকে নিয়ে আসতে হবে···'

'বাচ্ছাটাকে আমি নিয়ে আসবো। কিন্তু আপনি আমাকে কেন চেনেন না, আমি সেটাই বুঝতে পারছি না?'

এমন সময় পেটি এসে বললো আগের টুপিটা খুলে গেছে, আর একটা বানিয়ে দিতে। শোয়ার্ট্জ্ তখুনি আবার একটা নতুন টুপি বানাতে বসলো।

মৃদুভাষে লোলা বললো, 'হয়তো আপনাকে ঠিক বোঝার সুযোগ হয়ে ওঠেনি···';

'কিন্তু আমি তো একটু আগেই বলেছি—আমি আপনাকে চিনি। ব্যাপারটাকে একটু সহজ করে নেবার চেষ্টা করুন, মিসেস গ্রেগ।'

'সহজ, সহজ, সহজ! সারা দিনে আর কত সহজ করে নেবো বলতে পারেন? আপনারা সবাই এমন ভাবে বলছেন, যেন প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে প্রতিটা মানুষেরই জীবনে এমনটা ঘটছে, কেবল আমিই এসবের কিছু জানি না?'

'কথাটা কিন্তু এক রকম তাই-ই, মিসেস গ্রেগ। সত্যি মিথ্যে যাই ঘটুক না কেন, ব্যাপারটাকে এখন সহজ করে না নেওয়া ছাড়া আপনার অন্য কোনো উপায় নেই। আপনার বা আপনার স্বামীর তো অনেক বন্ধু রয়েছে, ফোন করে ওঁদের এখানে আসতে বলছেন না কেন। ওঁরা এলে হয়তো আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পরেবেন। সত্যিকারের বন্ধুত্বের মূল্য তো ওখানেই।'

প্রথমেই লোলার মনে হলো—আমাকে এভাবে বলার ওঁর কোনো অধিকারই থাকতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণেই ও অনুভব করতে পারলো শোয়ার্টজ্ নিশ্চয়ই ওর মনের সুপ্ত ভাবনাগুলোকে পড়তে পেরেছে, তাই ও ছোট্ট করে শুধু বললো, 'ওদের কথা আমার মনেই হয়নি। তাছাড়া এখন এখানে কে আসতে যাবে বলুন? টেলিফোনে ওরা আড়ি পেতে রেখেছে, বাড়িটার ওপরেও পুলিস নজর রাখছে।'

'তাতে কি হয়েছে? আমি তো এসেছি।'

টুপিটা পেটির মাথায় পরিয়ে দিতেই ও খুশিতে চলকে উঠলো, আবার আয়নার দিকে ছুটে যেতে যেতে বললো, 'এবার আমি নিজে ঠিক বানাতে পারবো।'

শোয়ার্টজ্ প্রশংসার চোখে তাকিয়ে বললো, 'আপনার বাচ্ছাদুটো কিন্তু সত্যিই ভারি সুন্দর!'

ওর মনে হলো রজারকে স্কুল থেকে আনার কথা শোয়ার্টজকে না বললেই ভালো হতো। সত্যিই এর কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কেন,

কেন লোকটা ওকে একটু একা থাকতে দিচ্ছে না? কেন ওকে নিভৃতে একটু ভাবতে দিচ্ছে না? কিন্তু পরক্ষণে নিভৃতে এই একা থাকার ভাবনাটাই ওকে সব চাইতে বেশি বিব্রত করে তুললো। তাই কিছুটা আত্ম-ভর্ৎসনার ভঙ্গিতেই ভাবনাটাকে ও যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলো।

'একটা কথা কিন্তু খুবই সত্যি, মিসেস গ্রেগ—আপনি চান বা না-চান, ব্যাপারটা ঘটেছে, এটা বাস্তব। আপনি বা আপনার স্বামী যে আদর্শের জন্যে সংগ্রাম করছেন, তার সঙ্গে আমি যদি একমত নাও হই, কিংবা যদি বিশ্বাস করি যে আপনাদের সম্পর্কে ওরা যা বলছে সব সত্যি এবং আপনাদেরকে একপাল নেংটি ইঁদুরের মতো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা উচিত—তাতে যেমন কিছু এসে যায় না, ঠিক তেমনি ভাবে আপনি যদি একমাস আগে থেকেও ঘটনাটা জানতে পারতেন, তাতেও কিছু এসে যেতো না। কেননা আর যাই-ই হোক, আপনারা তো আর চোরের মতো চুপি চুপি পালিয়ে যেতেন না ··'

'না, কক্ষোনো না।'

'আমি জানি—নিশ্চয়ই পালাতেন না। সুতরাং, মনে মনে আপনি আমার ওপর যত রাগই করুন না কেন কিংবা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলুন না কেন, আমি বলবো—এক্ষেত্রে মনকে শক্ত করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, আমি সাহায্য করার চেষ্টা করবো। আমার স্ত্রীও একটু পরে দোকান থেকে ফিরে আসবে। বাচ্ছাদুটোর দেখাশোনা ও একাই করতে পারবে। পেটি কি কিছু খেয়েছে?'

'হা ভগবান, আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম!' লোলা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো। তারপর চকিতে পেটিকে বুকের ওপর তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে শোয়ার্টজ্‌কে বললো, 'অনুগ্রহ করে আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখুনি আসছি।'

শোয়ার্টজ্ ওখান থেকেই চেঁচিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলো, 'আপনিও

কিছু খেয়ে নেবেন।'

কিন্তু খাবার কোনো রকম স্পৃহা ছিলো না বলে লোলা কিছুই খেতে পারেনি। দু মিনিট পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর ফোনটা কেবলই বেজে চলেছে—বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, গ্রেগ আর ওর পরিচিত বন্ধুবান্ধব, স্যাম। কেউ যখনই এখানে আসার কথা বলছে, লোলা তাদের আসার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছে। একা থাকতে হবার ভয়ের সঙ্গে ও যত সংগ্রাম করছে, ওকে যেন তত বেশি করেই একা থাকতে হচ্ছে।

রজারকে স্কুল থেকে আনতে যাবে বলে শোয়ার্টজ্ পোশাক পালটাতে গেছে। তার স্ত্রীও দোকান সেরে ফিরে এসেছে। শোয়া-র্টজের স্ত্রী খিটখিটে স্বভাবের অসুখী ধরনের মানুষ, কোনো কিছুতেই স্পষ্ট করে হ্যাঁ বা না বলে না, তবু নিজেই এগিয়ে এসেছে সাহায্য করবে বলে। ওর ভঙ্গিটা অনেকটা এই রকম—তোমাদেরকে আমার পছন্দ হোক বা না-হোক, কিংবা তোমরা আমাকে চাও বা না-চাও, এই যে আমি এসেছি, এবার কি করতে হবে বলো।

শোয়ার্টজ্ পোশাক পালটে এসে লোলাকে বললো, 'আমি পেটিকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হয় খোলা হাওয়ায় ওর মনটা ভালো থাকবে।'

লোলা রাজি হলো।

ওরা চলে যাবার পর লোলার দুজন বন্ধু দেখা করতে এসেছিলো। মাত্র কয়েকমিনিটের জন্যে ছিলো। ওদের সঙ্গে বাচ্ছাকাচ্ছাও ছিলো। দেখানোর ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও ওরা যে এ ব্যাপারটায় বেশ ভয় পেয়েছিলো, সেটা স্পষ্টই বোঝা গেছে। ওরা সাহায্য করতে চেয়ে-ছিলো, কিন্তু কিভাবে করবে সে সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই ছিলো না। বাড়িতে ঢোকার মুখে দুজন পুলিসকে নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, বিশেষ করে গাড়ির মধ্যে যে দুজন রয়েছে তাদের বেতার-বার্তা শুনে, ওরা এমনই মুষড়ে পড়েছিলো যে ভেতরের চাপা উত্তেজনাটাকে

কিছুতেই ধরে রাখতে পারছিলো না।

লোলা তবু এই ভেবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলো যে—এ ত্রুটি তোমার বা আমার নয়। এ ধরনের অভিজ্ঞতাও আমাদের জীবনে সচরাচর ঘটে না। সুতরাং সামলে নিতে কিছুটা সময় তো লাগবেই।

বন্ধুরা চলে যাবার পর বরং ও কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলো। একটু পরেই স্যাম ফিল্ডবার্গার আবার ফোনে জানতে চাইলো :

'কোনো খবর পাওনি?'

'না।'

'ঠিক আছে। ঘরেই থেকো।'

'আচ্ছা।'

'এখন কেমন বোধ করছো?'

'এখন আবার কি বোধ করবো?' লোলাই বরং ঘুরিয়ে জানতে চাইলো।

বেদনা বা ভয় কেটে গিয়ে এখন যেন ওর ক্রোধটাই ধীরে ধীরে মাথচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

কয়েকটা মুহূর্তের নিঃসঙ্গতা ওকে এমনই একটা নিস্তব্ধতায় ভরিয়ে তুলেছে যা একই সঙ্গে স্বস্তি আর অস্বস্তিতে আপ্লুত এবং সেই পরিব্যাপ্ত নৈঃশব্দ্যের মধ্যে নিজেকে মেলে দিয়ে লোলা দুরভায়ের পাশের কুর্সিতে বসে রয়েছে, উদ্বিগ্নতাগুলো ধীরে ধীরে ঘন হয়ে উঠছে ওর অর্ধনিমীলিত চোখের পাতায়। এতক্ষণ পর্যন্ত গ্রেগের কথা ভাববার কোনো অবকাশই ওর হয়ে ওঠেনি, বিশেষ করে সেইসব পারিপার্শ্বিকতা যা এখন চারপাশ থেকে গ্রেগকে ঘিরে রয়েছে। লোলা রীতিমতো সংগ্রাম করছে এই ভাবনাটাকে দূরে সরিয়ে রাখার, ঠিক যেমন ভাবে স্বাভাবিক কোনো মানুষ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে মৃত্যুর ভাবনাকে প্রশ্রয় না দেবার।

কিন্তু লোলা স্পষ্টই বুঝতে পারলো, গ্রেগের জন্যে মূল্য ওকে দিতেই হবে। কেননা, গ্রেগ যা, গ্রেগ যা ছিলো, ভবিষ্যতে যা হতে পারে, তার সবকিছুকে নিয়েই গ্রেগের সত্তার সঙ্গে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে যে তার সঙ্গে না গিয়ে ওর কোনো উপায় নেই। দুমর প্রতিরোধের চেষ্টা সত্ত্বেও ওর ভাবনাগুলো আপনা থেকেই ফল্গুস্রোতের মতো বয়ে চলেছে। লোলা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে গ্রেগ একটা ছোট জানলার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে। ছফুট দুইঞ্চি লম্বা, একশো নব্বুই পাউণ্ড ওজন, চওড়া-কাঁধ, দশাসই একটা চেহারার তুলনায় জানলাটা খুবই ছোট, কিন্তু গ্রেগের মানসিক দৃঢ়তাই সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলছে। তার সামনে যত মারাত্মক বিপদই ওত পেতে থাক না কেন, কোথায় যাচ্ছে না জেনে সে এক পাও নড়বে না। বরং চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ভাববে—যতক্ষণ পর্যন্ত না সুনিশ্চিত হচ্ছে পথের শেষে কেউ তার জন্যে ফাঁদ পেতে রাখেনি কিংবা ওটা শেষ হয়ে যায়নি কোনো চোরাগোপ্তায়। কিন্তু একবার সুনিশ্চত হবার পর সে আর একটা মুহূর্তের জন্যেও অপেক্ষা করবে না, তা সে যত কঠিন বা অস-

স্রবই হোক না কেন। নির্জন মৃত গলিটার দিকে তাকিয়ে গ্রেগের সঙ্গে লোলার মনটাও দমে গেলো। কিন্তু এটাই সেই পথ, এ ছাড়া আর অন্য কোনো পথ নেই! তারপর তুমি কি করলে? ট্যাক্সি নিলে? বাসে চড়লে? না কি পাতাল-রেলেরই পথ ধরলে? কিন্তু পাতাল-রেলেরপথ ধরার কোনো প্রশ্নই আসে না। তার চাইতে হেঁটে যাওয়া অনেক সহজ—কেউ দেখবে না, চিনবে না, হয়তো সন্দেহেরও কোনো অবকাশ পাবে না। প্রথম গোটা ছয়েক আবাসন-অঞ্চল পেরুনোই কঠিন, কিন্তু গ্রেগের পক্ষে তখন এই বিপদের ঝুঁকি না নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই এবং লোলাও গ্রেগের পাশাপাশি এতটুকুও তাড়া-হুড়ো না করে অনায়াস ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে—একটা দুটো তিনটে আবাসন-অঞ্চল·· এখন অনেকটা সহজে নিশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে·· চারটে পাঁচটা ছটা আবাসন-অঞ্চল ওরা অতিক্রম করে গেলো। এবার গ্রেগ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। এখন সে বাস ধরবে। না গ্রেগ, তার আগে একটা কাগজ কিনে নাও। বাসে তোমার পাশে বসে আমিও বেশ পড়তে পড়তে যেতে পারবো। খুব সহজ ভঙ্গিতে। শোয়ার্টজ্ যেমন বললো—সবকিছুকে সহজ করে নেওয়া উচিত, ঠিক তেমনি সহজ ভঙ্গিতে তুমি কাগজটা পড়বে, যেন তুমি কাগজ পড়তে পড়তেই কাজে চলেছো।

যেহেতু বাসটা শহরতলির দিকে চলেছে, স্বভাবতই শ্রমিক আর কেরানিদের ভিড় উপচে উঠবে। যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, ক্লান্ত মানুষ বাসের সেই ভিড়ে কেউ তোমাকে লক্ষ্যই করবে না। কিন্তু আমরা কতদূর যাবো, গ্রেগ? কখন আমরা বাস থেকে নামবো? কোথায় নামবো, গ্রেগ? আর নামার পরেই বা আমরা কি করবো? আমরা কি আবার হাঁটবো? একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আবাসন-অঞ্চল হাঁটতে হাঁটতে অতিক্রম করে যাবো আর ভাববো—ভাববো আর অতিক্রম করে যাবো। কিন্তু তারপর কি হবে, গ্রেগ? কাজে যাওয়ার চামড়ার বহির্বাসটা পালটাবার জন্যে কি

খেলাধুলো করার নতুন একটা বর্হিবাস কিনবে? টুপি, কামিজ আর গলাবন্ধটা কি পালটানো দরকার? না না গ্রেগ, হালকা ছায়া-ছবির মতো ভেবে কোনো লাভ নেই! আমি জানি না ঠিক এই মুহূর্তে তুমি কি ভাবছো। তুমি কি ভাবছো আমি কেন বুঝতে পারছি না, গ্রেগ? তুমি আমার স্বামী, আমি রয়েছি তোমার গহন সত্তায়, অথচ কেন, কেন তোমাকে আমার এমন অচেনা মনে হচ্ছে? গ্রেগ, দোহাই তোমার, লক্ষ্মীটি, আমাকে বলো, আমাকে বলো···

আচমকা ককিয়ে ওঠা দূরভাষের আর্তনাদে লোলার নির্ঝরের স্বপ্ন ভেঙে গেলো এবং অবশ্যম্ভাবী ভাবেই ওর মনে হলো, 'এবারের ফোনটা নিশ্চয়ই গ্রেগের। কিন্তু গ্রেগ আমাকে কি বলবে? আর আমিই বা কি বলবো ওকে?'

কিন্তু ফোনটা মিস্টার কানের। উনি জিগেস করলেন:

'এখন কেমন আছেন, মিসেস গ্রেগ?'

লোলা কোনো জবাব দিলো না।

'এভাবে বিরক্ত করার জন্যে সত্যিই আমি দুঃখিত, কিন্তু বিশ্বাস করুন···'

'আমি তো আগেই বলেছি, আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাই না।'

'এটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরী, মিসেস গ্রেগ। এই মাত্র একটা লোক একশো উনচল্লিশতম সরণীতে পুলিসের গুলিতে মারা গেছে। না না, ও আপনার স্বামী নয়। অবশ্য পুলিসও প্রথমে ভুল করেছিলো। কেননা উচ্চতায় আর দেখতে লোকটাকে অনেকটা আপনার স্বামীরই মতো। পরে জানা গেলো লোকটা একটা মদের দোকানের মালিক। একজন পুলিস ওকে গ্রেফতার করতে চাইলে লোকটাই প্রথম গুলি চালায়। পরে অবশ্য লোকটাই পুলিসের গুলিতে মারা যায়। আমি সেখানে পৌঁছোনোর আগেই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে লোকটা রজার গ্রেগ এবং বেতারে সেই মর্মে ঘোষণাও করা হয়।'

'আপনি কি বলছেন আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না!' লোলা আর্ত-নাদ করে উঠলো। 'আপনারা কি ওকে খুন করেছেন? সত্যি করে বলুন!'

'আমি তো বললাম মিসেস গ্রেগ, লোকটা আপনার স্বামী নয়। আমি নিজে গিয়ে সনাক্ত করেছি। ওর বয়েস খুব বেশি হলে তেইশ কি চব্বিশ, নীল চোখ, মুখে একটা কাটা দাগ আছে। উচ্চতা ছাড়া আপনার স্বামীর সঙ্গে ওর চেহারাতেও তেমন কোনো মিল নেই। আমি মিস্টার গ্রেগকে দেখেছি। দেখেছি ওঁর প্রায় শখানেক ছবি। সুতরাং আপনি নিশ্চিত হতে পারেন, মিসেস গ্রেগ—মৃত ব্যক্তিটি আপনার স্বামী নয়।'

'তাহলে আমাকে কেন ফোন করলেন?' রুদ্ধ আবেগে লোলার কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই গেলো না।

'সত্যি বলতে কি, ভুল সংবাদ পরিবেশন করার জন্যে ক্ষমা চাইতে। আপনি যদি বেতারের খবর নাও শুনে থাকেন, বন্ধুবান্ধবদের কারুর না কারুর কাছ থেকে খবরটা ঠিকই পেতেন। তখন আপনার মানসিক অবস্থা কি হতে পারে ভেবেই ফোন করলাম। সত্যি, বিশ্বাস করুন, আপনার এই আঘাতের পর আমরা আর নতুন কোনো আঘাত দিতে চাই না।'

'চুপ করুন! আমি আপনাদের আর একটা কথাও শুনতে চাই না···একটা কথাও না···'

'মিসেস গ্রেগ···মিসেস গ্রেগ, শুনুন···এখনই এত ভেঙে পড়বেন না।'

কাঁপা কাঁপা হাতে গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই আবার ওটা বেজে উঠলো।

'লোলা, লোলা, লক্ষ্মীটি শোন্···সত্যিরে, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, গ্রেগ···'

'না না, গ্রেগ মৃত নয়! তুই বিশ্বাস কর···'

লোলা ততক্ষণে কানের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছে এবং একই ভঙ্গিতে ওকে প্রতিটা প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে। শুধু কানের সঙ্গে ওর তফাৎ—প্রচ্ছন্ন ভয় আর সন্দেহের অস্পষ্ট একটা ছায়া তখনও ওর বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে। ফোনটা রেখে দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে উঠছে আর প্রতিবারেই লোলা নিজের মনের মধ্যে আর্তনাদ করে উঠছে। বেতারে খবর শোনা ছাড়া ওদের কি আর কোনো কাজ নেই! পরক্ষণেই ওকে বলতে হচ্ছে, 'না না, খবরটা ভুল। গ্রেগ মৃত নয়!'

'· সত্যিরে, এইমাত্র খবরটা শুনে মনটা এত খারাপ হয়ে গেলো···'

'···না না, সত্যিই, বিশ্বাস কর্···গ্রেগ নয়, অন্য একজন!'

কিন্তু কেমন করে জানবো যে গ্রেগ মৃত নয়, মৃত অন্য একজন? লোলা নিজেই নিজের মনকে প্রশ্ন করে। কানের দেওয়া খবরটা তো সত্যি নাও হতে পারে? তখন? তাহলে কি সব শেষ? না কি গ্রেগ এখনও হেঁটে চলেছে? লক্ষ্মীটি, একটু দাঁড়াও, আমাকেও তোমার পাশাপাশি হাঁটতে দাও!···তিন চার চোদ্দো চব্বিশ চৌত্রিশটা আবাসন-অঞ্চল। আমি ক্লান্ত, অসম্ভব ক্লান্ত আর তুমি মৃত! আঃ গ্রেগ, প্রিয়তমা আমার···'

ফোনটা বাজছে, ধরতেও ভয় করছে লোলার। দুবার···তিনবার, কিন্তু জবাব তো তোমাকে দিতেই হবে! জবাব না-দেওয়ার মতো মানসিক দৃঢ়তা তোমার কোথায়? শিথিল হাতে লোলা গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিলো।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমাকে মনে পড়েছে জেনে সত্যিই খুব ভালো লাগছে। না, আপনি ভুল করছেন। গ্রেগ নয়, অন্য একজন। না না, অসুস্থ নই, শরীর বেশ ভালোই আছে। হ্যাঁ, আমি ঠিক জানি—ও গ্রেগ নয়, অন্য একজন।'

প্রত্যেকের ভাবনা মোটামুটি একই রকম। ওদের ধারণা ওর স্বামী মারা গেছে এবং লোলা এই ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারছে

না, ওর সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে, গুঁড়ি গুঁড়ি ঘামে ভরে উঠেছে ওর সারা দেহ। হ্যাঁ, কিছুটা তাই। তবু সেই হিমেল জড়তা কাটিয়ে ও নিজেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে—তুমি তো এর মুখোমুখিই দাঁড়িয়ে রয়েছো। তুমি এর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারো। তুমি যখন বড় হয়ে উঠেছো, তুমি যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো, তুমি তখন মৃত্যুর মুখোমুখিই বা দাঁড়াতে পারবে না কেন? সুতরাং তোমার আশা-আকাঙ্খা আর স্বপ্নগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে তুমি এর মুখোমুখি দাঁড়াও, কাঁচের ঠুনকো পেয়ালার মতো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেও না লোলা!

বেজে উঠলো দূরভাষের সংকেত। অলস ভঙ্গিতে তুলে নিয়ে লোলা সহজ ভাবেই বললো, 'আমি লোলা গ্রেগ বলছি।'

'ও লোলা, তুমি! আমি স্যাম বলছি। শোনো, খবরটা ঠিক নয়। গ্রেগ মারা যায়নি।'

'ধন্যবাদ, স্যাম।'

'তাহলে তুমি খবরটা শুনেছো?'

'হ্যাঁ, একটু আগে মিস্টার কান ফোন করেছিলেন। ওঁর কাছে প্রথম জানতে পারলাম। উনিই আমাকে বললেন যে খবরটা ভুল। যে লোকটা মারা গ্যাছে, সে একটা মদের দোকানের মালিক, গ্রেগ নয়। পাছে দুশ্চিন্তায় থাকি তাই উনি নিজেই ফোন করেছিলেন।'

'হ্যাঁ, কান মোটামুটি তোমাকে ঠিক খবরই দিয়েছে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তোমার মানসিক অবস্থার ওপর চাপ দিয়ে আর একটু সুযোগ নেবার, কিংবা গ্রেগ যেখানে লুকিয়ে আছে সেখান থেকে তাকে টেনে বার করার জন্যে বেজম্মাগুলোর এটা একটা নতুন চালাকি। সেই জন্যে আমি নিজে সেখানে গিয়েছিলাম। আমি শুড়িখানার ঠিক পাশের দোকান থেকেই তোমাকে ফোন করছি। লোকটা গ্রেগ নয়, গ্রেগের মতো দেখতেও নয়। গ্রেগের চাইতেও প্রায় দশ বছরের ছোট। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো তো?'

'হ্যাঁ।'

'সুতরাং যে যাই বলুক না কেন, কারুর কথায় তোমার বিশ্বাস করার দরকার নেই।'

'ধন্যবাদ, স্যাম।'

'তুমি কি চাও আমি নিজে গিয়ে তোমাকে সব খুলে বলি?'

'না না স্যাম, তার কোনো দরকার নেই।'

'ঠিক আছে লোলা, আমি বরং পরেই আসবো। এখনও আমার অনেকগুলো কাজ বাকি রয়েছে। সারাটা দিন এফ. বি. আই-এর লেজুড় হয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিজেকে আমার মনে হচ্ছে আমি যেন ওদেরই একজন হয়ে গেছি, যেটা আমি দুঃস্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারি না। ঠিক আছে লোলা, এখন তাহলে ছেড়ে দিই?'

লোলা হাসলো। 'হ্যাঁ, স্যাম। বিদায়।'

'বিদায়, লোলা।'

লোলা অবাক হয়ে ভাবলো—গ্রেগ বেঁচে আছে, কিন্তু কেউ একজন মারা গেছে। কে সে? কেউ কি তার জন্যে কাঁদছে? তার কি বাবা মা স্ত্রীও আছে? হয়তো তার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী! কিন্তু একটা জীবন কি এতই তুচ্ছ? একটা মানুষ মারা গেলো, অথচ সে ওর কেউ না—তার কোনো নাম নেই, মুখ নেই, সত্তার কোনো অস্তিত্বই নেই। একটা জীবন ধোঁয়ার রেখার মতো আকাশে মিলিয়ে গেলো অথচ কেউ তার কথা একবার ভাবলোও না।

না-দেখা মদের দোকানের সামনে কুকুরের মতো গুলি খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা নাম-না-জানা লোকটার জন্যে লোলা এখন কাঁদছে। ওদের ধারণা গুলি করে মারতে পারলেই বুঝি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সারা শহর জুড়ে হাজারখানেক সশস্ত্র মানুষ এখন হন্যে হয়ে গ্রেগকে খুঁজছে, হয়তো খুঁজে পেলে ওকেও ওরা রাস্তার কুকুরের মতো গুলি করে মারবে, যেহেতু ও ওদের চোখে বিপজ্জনক…

হঠাৎ মনে পড়ায় লোলা কান্না থামিয়ে কলতলায় গেলো। বাচ্চা-

ছুটো এখুনি এসে পড়বে। চোখে মুখে ভালো করে জলের ঝাপটা দিতে দিতে লোলা হঠাৎই অবাক হয়ে ভাবলো, 'আচ্ছা, একদিন যেসব কবিতা লিখেছিলাম, সেগুলো এখন কোথায়? যেগুলো দেখে বাপি বলতেন—মাতাল হওয়ার চাইতেও মারাত্মক!'

কলতলা থেকে মুখ মুছতে মুছতে লোলা ফিরে এলো।

'আচ্ছা, রজার যদি আমাকে জিগেস করে, আমি কি বলবো ওকে? বয়েসে ছোট হলেও সব ব্যাপারে ওর অসীম কৌতূহল। ওর প্রতিটা প্রশ্নের জবাব কি আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব?'

দূরভাষের শব্দে লোলা চমকে উঠলো। তুলে নিয়ে কথাও বললো।

'না না, আপনি ভুল করছেন। গ্রেগ নয়। যিনি মারা গ্যাছেন, তিনি অন্য একজন।'

বাচ্চাদুটোকে নিয়ে ফিরে আসার একটু পরেই মিস্টার কিমবালি এলেন দেখা করতে। এভিনিউয়ের শেষ প্রান্তে ওঁর কফিন তৈরির একটা কারখানা আছে। বেঁটের ওপর অসম্ভব মোটা চেহারা। শোকের পোশাক পরে ভদ্রলোক একেবারে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন লোলার হয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারটা দেখা-শোনা করবেন বলে। লোলা বুঝিয়ে বলা সত্ত্বেও উনি বিশ্বাস করতে চাইছেন না যে গ্রেগ মারা যায়নি। এদিকে রজার স্কুলে থাকার সময়েই ছেলেদের মুখে খবরটা পেয়েছিলো, এখন মিস্টার কিমবালিকে দেখে ফোঁপাতে শুরু করেছে! লোলা যখন রজারকে ভোলাতে ব্যস্ত, মিস্টার কিমবালি তখন হাসতে হাসতে শোয়ার্টজ্‌কে বললেন, 'এই সব ক্ষেত্রে মেয়েরা এত বেশি আঘাত পায় যে প্রকৃত ঘটনাটা বিশ্বাসই করতে চায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি নিজে দেখেছি মাসখানেকেরও বেশি...'

'মিস্টার কিমবালি!' চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোলা দৃঢ়স্বরে বললো, 'আমি তো আপনাকে বললাম আমার স্বামী এখনও জীবিত রয়েছেন। অনুগ্রহ করে আপনি এখন এখান থেকে চলে যান।'

লোলার কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, শোয়ার্টজ্ এমন ভাবে ছিটকে এসে কফিনওয়ালার বগল ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে দরজার বাইরে বার করে দিলো যে রেগে যাওয়া সত্ত্বেও লোলা না হেসে পারলো না।

লোলা সবে যখন ভাবছে শোয়ার্টজের জন্যে এক পেয়ালা কফি বানাবে, তখনই দূরভাষটা হঠাৎ ঝনঝনিয়ে উঠলো। অস্পষ্ট, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বরটা লোলা প্রথমে চিনতেই পারেনি, পরে বুঝতে পারলো উনি মুদির দোকানের মিস্টার গেলার। ফোনে উনি জানতে চাইছেন পরিবারের জন্যে খাবার-দাবারের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা, থাকলে উনি ওগুলো উপহার হিসেবেই কাউকে দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে

দিতে পারেন।

'না না, মিস্টার গেলার, আমার তেমন কিছুই লাগবে না। আপনি যে আমাকে মনে রেখেছেন, এর জন্যে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার গেলার।'

'প্রয়োজন হলে কিন্তু জানাতে ভুলবেন না, মিসেস গ্রেগ।'

'নিশ্চয়ই জানাবো, মিস্টার গেলার। ধন্যবাদ।'

ফোনটা ছেড়ে দেবার পরেও লোলা চুপটি করে দাঁড়িয়েছিলো, শোয়ার্টজ্ দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এলো।

'এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন, মিসেস গ্রেগ? উনি ফোন করবেন না।'

'নিশ্চয়ই করবে, মিস্টার শোয়ার্টজ্।'

'না, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না সুনিশ্চিত হচ্ছেন, মিস্টার গ্রেগ কিছুতেই ফোন করতে পারেন না। ওঁর পক্ষে এখন ফোন করাটা খুবই বিপজ্জনক।'

'কিন্তু ও করবে, আমি জানি।'

'বেশ, আমি এখানে রয়েছি। উনি যদি করেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে দেবো। পেটির জন্যে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, বউয়ের কাছে ও বেশ ভালোই থাকবে। আপনি বরং ততক্ষণ রজা-রের সঙ্গে একটু কথা বলুন।'

প্রথমটায় ঠিক বুঝতে না পেরে লোলা অবাক চোখে শোয়ার্টজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর সম্মতির ভঙ্গিতে ছোট্ট করে মাথা নেড়ে শোবার ঘরে গিয়ে দরজাটা আলতো করে ভেজিয়ে দিলো। রজার জানলা দিয়ে ঝুঁকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেখানে ময়লা ফেলার একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে আর একদল লোক বড় বড় পাত্র বোঝাই ময়লা এনে ধুপধাপ গাড়ির মধ্যে ফেলছে। পেছনের ঢালা খোলা আর বন্ধ করার শব্দে ঘর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে।

প্রশংসার চোখে তাকিয়ে রজার চাপা স্বরে বললো, 'ইশ্, ওরা কি বলিষ্ঠ !'

'তোমার বাপিও খুব বলিষ্ঠ, রজার।'

'বাপি কি মরে গ্যাছে ?'

মার দিকে না ফিরেই রজার প্রশ্ন করলো।

এক হাতে ছেলেকে জড়িয়ে, অন্য হাতে চিবুক ধরে তার মুখটাকে লোলা নিজের দিকে ফিরিয়ে আনলো। গোলগাল ভরাট মুখ, টানা-টানা ডাগর দুটো চোখে অভিমান-আহত দৃষ্টি ফুটিয়ে রজার মার দিকে তাকালো।

'না রজার, তোমার বাপি মারা যায়নি। আমি বলছি, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো।'

'তাহলে ওরা কেন বললো যে আমার বাপি মারা গ্যাছে ?'

'ওরা ভুল করেছে, সোনামণি। তোমার বাপি মারা যায়নি। মারা গ্যাছে অন্য একজন। আমি কি বলছি, তুমি বুঝতে পারছো ? তোমার বাপি বেঁচে আছে।'

রজার তখনও মার দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রয়েছে; কিন্তু তার ছোট্ট নরম শরীরের মধ্যে তীব্র আলোড়ন তখন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। লোলা বুঝতে পারলো প্রাথমিক যুদ্ধে ও-ই জয়ী হয়েছে, কেননা রজার ওর কথা বিশ্বাস করেছে।

'কিন্তু ওরা আমার বাপিকে খুন করতে চেয়েছিলো, সত্যি নাকি বলো ?' একটু থেমে থাকার পর রজার আবার জিগেস করলো।

'ওরা তোমার বাপিকে খুন করতে চায় না, রজার। ওরা চায় তোমার বাপিকে খুঁজে বার করতে।'

'ওরা তাহলে বাপিকে তাড়া করছে ?'

'হ্যাঁ, রজার।'

'ওরা চারদিকে বাপিকে খুঁজছে, আর বাপি ভয় পেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ?'

'তোমার বাপি ভয় পায় না, রজার।'

'কিন্তু ওদের ভয়েই তো বাপি লুকিয়ে রয়েছে, তাই কিনা বলো?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।'

'বাপি এখন কোথায় লুকিয়ে আছে তুমি জানো?'

লোলা ঘাড় নাড়লো। 'না, রজার।'

'কেন?'

'সমস্ত ব্যাপারটাই এমন দ্রুত ঘটে গ্যাছে যে আমাকে জানাবার কোনো সুযোগই পায়নি।'

'এখন কি বাপি সব সময়েই লুকিয়ে থাকবে?'

'হ্যাঁ, রজার।'

'কেন?'

'তা আমি ঠিক বলতে পারবো না, সোনামণি।'

'সেই জন্যে স্কুলে ওরা সবাই বলাবলি করছিলো…'

'কি বলছিলো, রজার?'

এবার রজারের চোখদুটো জলে ভরে উঠলো।

'ওরা বলছিলো আমার বাপি নাকি খুনী, যেমন সব টিভিতে দেখায়। আমার বাপি কমিউনিস্ট। সরকারের পতন ঘটাবার জন্যে চক্রান্ত করছে, আণবিক বোমা দিয়ে সবাইকে মারতে চাইছে। যারা আণবিক বোমা চুরি করে রাশিয়াকে দিয়েছে, আমার বাপিও নাকি তাদের দলে আছে…'

'কথাটা সত্য নয়, রজার।'

'ক্লাসের ছেলেরা কিন্তু এইসব কথাই বলাবলি করছিলো।'

'হয়তো করছিলো। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। আমি বলছি, তুমি বিশ্বাস করো।'

রজার এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, ব্যথাহত সুরে বললো, 'কেন আমরা আর সবার মতো হতে পারি না? কেন পারি না?'

'আমরা কিন্তু অন্য আর সবার মতোই, রজার।'

'না। আমরা সবার মতো নয়।'

ছেলের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লোলার মনে হলো এখুনি বুঝি ওর হৃদয়টা বিদীর্ণ হয়ে যাবে, কিন্তু ও ভালো করেই জানে ওর হৃদয় এত সহজে বিদীর্ণ হবে না এবং কিছু কিছু হৃদয় থাকে যা কোনোদিনই বিদীর্ণ হয় না। তাই ছেলেকে নিবিড় করে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে শান্ত স্বরেই ও বললো, 'হ্যাঁ রজার, তুমি ঠিকই বলেছো। হয়তো আমরা একটু অন্য রকম। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো রজার, আমরা অন্য রকম হতে চাইনি। অন্য রকম হওয়ার চাইতে সবার মতো হওয়াটা অনেক সহজ। আমি যখন ছোট ছিলাম, ঠিক তোমার মতো, তখন কিন্তু অন্য রকম হতে চাইনি। তারপর একটু একটু করে অন্যরকম হয়ে যেতে হলো।'

'কেন, কেন তোমাকে একটু একটু করে অন্য রকম হয়ে যেতে হলো?'

'তা আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না, সোনামণি। হয়তো তোমার দাদুর জন্যেই হয়ে যেতে হলো।'

'দাদু খুব ভালো।'

'আমি জানি দাদুকে তুমি খুব ভালোবাসো। দাদু কিন্তু অন্য রকম—ঠিক যেমন তোমার বাপি আর আমি অন্য রকম। তোমার দাদু প্রায়ই বলতেন—আমেরিকার প্রতি গ্রাম আর শহরে অন্তত একজনও মানুষ থাকা দরকার, যে ঈশ্বরের দেওয়া মাথাটাকে খাটাতে পারবে, যে অজস্র মিথ্যের মধ্যে দিয়েও সত্যিটাকে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারবে, পারিপার্শ্বিক নানান কদর্যতার মধ্যেও নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে পারবে। তুমি তো এখন খুব ছোট, তাই এসব কথা ঠিক বুঝতে পারবে না।'

'না, আমি বুঝতে পারছি না।'

'নিশ্চয়ই পারবে না। পারার কথাও নয়, রজার। আমি যখন

ছোট ছিলাম, ঠিক তোমার মতো, তখন আমিও এসব বুঝতে পারতাম না। বুঝতে পারতাম না মানুষ কেন কাঁদে, কেন এমন আঘাত পায়, কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেন এমন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটায়। কিন্তু বড় হবার পর আমি একটু একটু করে বুঝতে পারলাম—এ সমাজে কিছু দুষ্টু লোক আছে, যারা চায় না মানুষ সুখী হোক, গরিবরা একটু স্বস্তি পাক…'

'হ্যাঁ, এটা আমি বুঝতে পারছি।' মার দিকে তাকিয়ে বড়দের মতো গম্ভীর গলায় রজার বললো। 'এর জন্যে আমরা কিছু করতে পারি না?'

'নিশ্চয়ই পারি, সোনামণি।' চোখে চোখ রেখে লোলা এমন ভাবে শব্দগুলো হাতড়াবার চেষ্টা করলো যাতে সাত আর বত্রিশ বছর বয়েসের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে, তাকে অতিক্রম করে রজার যেন ওর মন আর স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। যাতে রজার বুঝতে পারে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ হয়েও কেন তার আদরের আর আদর্শপ্রতীম বাপিসোনা আজ জঙ্গলে পালিয়ে বেড়ানো শিকারী পশুর মতোই আত্মগোপন করে রয়েছে। 'শুধু কিছু নয়, আমরা অনেক কিছুই করতে পারি, সোনামণি। আর সেই জন্যেই তো তোমার বাপি আর আমি অন্য রকম। সব সময়েই অল্প কিছু মানুষ থাকে যারা আপ্রাণ চেষ্টা করে এ পৃথিবীটাকে সুন্দর আর ভালো ভাবে গড়ে তোলার। ওই সব মানুষ যখন কোনো কিছু মিথ্যে শোনে, তখন তারা চুপ করে থাকতে পারে না। তাদেরকে বলতেই হয় এটা মিথ্যে। যখন তারা ছাখে যে অন্যায় কোনো জিনিস ঘটছে, তখন তারা বলতে বাধ্য হয় যে এটা অন্যায়। সেই জন্যেই খারাপ লোকেরা তাদের অত ভয় পায়, কেননা খারাপ লোকেরা তো আর চায় না যে পৃথিবীটা সুন্দর হোক আর সেই সুন্দর পৃথিবীতে সুন্দর সুন্দর সব মানুষরা বাস করুক।'

ছোট্ট একটা শিশুর বিস্ময় ভরা দুটো চোখ মার দিকে এমন

অপলক তাকিয়ে রয়েছে, যেন বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, অথচ সবটুকু বুঝতে পারছে না।

'কেন খারাপ লোকেরা চায় না পৃথিবীটা সুন্দর হোক? পৃথিবীটা সুন্দর হলে তাদের কি ক্ষতি হবে?'

কেমন করে লোলা বোঝাবে? কেমন করে ও পৌঁছবে কোমল একটা মনের গহন গভীরে? সাত বছরের ছোট একটা বাচ্চার তুলনায় এই সব জটিল প্রশ্নের জবাব কি ওর পক্ষে দেওয়া সম্ভব? গ্রেগ হলে নিশ্চয়ই তাকে বোঝাতে পারতো।

মাকে চুপ করে থাকতে দেখে রজার নিজেই প্রশ্ন করলো, 'খারাপ লোকের সংখ্যা কি অনেক বেশি?'

'না রজার, অনেক কম।'

'অনেক কম!' স্তব্ধ বিস্ময়ে রজার এমনভাবে কথাটা বললো যেন তার ভাবনা, এমন কি কল্পনার সঙ্গেও শব্দটার কোথাও কোনো মিল নেই। লোলা বুঝতে পারলো এতক্ষণ বড় হয়ে ওঠার জন্যে রজার মনে মনে যে সংগ্রাম করছিলো, সেই সংগ্রামে তার বাপিকে সে দেখতে চেয়েছিলো বিজয়ীর বেশে, কেননা গ্রেগই তার একমাত্র আদর্শ, তার কল্পনা, তার প্রকৃত সঙ্গী। লোলা যেমন গ্রেগের জন্যে সংগ্রাম করছে, রজারও ঠিক তেমনি ভাবে, তার মতো করেই, তার বাপিসোনার জন্যে সংগ্রাম করে চলেছে। সুতরাং তার বাপির পরাজয়কে সে কোনো মতেই মেনে নিতে পারবে না। তাই আপনা থেকেই ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া ভ্রূদুটো অনেকটা শিথিল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে প্রশ্ন করলো:

'ভালো লোকের চাইতে কি খারাপ লোকের সংখ্যা বেশি?'

'না রজার, খারাপ লোকের সংখ্যা খুব কম। এ পৃথিবীতে ভালো লোকের সংখ্যাই অনেক বেশি।'

'তাহলে বাপি কেন ভালো লোকদের বলছে না সাহায্য করার জন্যে? তাহলে তো আর বাপিকে এমন ভাবে লুকিয়ে থাকতে হোতো না।'

'পারলে নিশ্চয়ই বলতো, রজার।'

'কেন পারছে না?'

'তারা তো আর সবাই জানে না যে ওরা তোমার বাপির সম্পর্কে যা বলছে সব মিথ্যে।'

'কিন্তু আমি জানি—মিথ্যে। তাহলে ওরাই বা জানবে না কেন?'

'তুমি যেমন জানো, তোমরা বন্ধুরা তো আর তা জানে না। অথচ ওরা সবাই খুব ভালো। এ পৃথিবীতে কোনটে সত্যি আর কোনটে মিথ্যে সে কথা বলা সত্যিই খুব কঠিন, রজার।'

'তাহলে বাপি আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না?'

'নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, রজার। আমি বলছি, তুমি বিশ্বাস করো. তোমার বাপিসোনা ঠিক ফিরে আসবে।'

১২

ধীরে ধীরে অন্তহীন, দীর্ঘ একটা দিন অতিক্রম করে দেখা দিলো গোধূলিবেলা। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে লোলা বাদামী রঙের পাথরের বাড়িগুলোর ছাদের ওপর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, লক্ষ্য করছে আকাশের যাকিছু নীলিমা একটু একটু করে ম্লান হয়ে গিয়ে কেমন করে হলুদ আর গোলাপী হয়ে উঠেছে, তারপর সেই হলুদ আর গোলাপী আভাও যেন ম্লান হয়ে গিয়ে বিশীর্ণ পাপড়ির মতো ঝরে পড়তে চাইছে।

রজার মার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে, মার চোখ দিয়েই সে যেন সবকিছুকে দেখছে। শুধু একটা জিনিসই যা তার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হচ্ছে—চড়ুইগুলো এই শহরটাতে কেন বাসা বাঁধতে গেলো? ওরা কি শহর ভালোবাসে, নাকি জানে না অন্য কোথাও কেমন করে বাসা বাঁধতে হয়? তবে রজারের নিজস্ব ধারণা শহরটা সুন্দর বলেই ওরা এখানে বাসা বেঁধেছে। আর লোলার মনে পড়ছে শৈশবে দেখা হ্যাগারটাউনের সেই পাকা গির্জাটার কথা। হ্যাগারটাউনের মতো ছোট্ট একটা শহরের তুলনায় গির্জাটাকে নিঃসন্দেহে বিরাটই বলা যায়, যেখানে ধর্মোপদেশ দেবার সময় একবার না একবার বলা হবেই—গাছের একটা পাতা কিংবা ছোট্ট একটা চড়ুইও ঈশ্বরের দৃষ্টি এড়িয়ে কখনও মাটিতে ঝরে পড়ে না। যাজকের এই ধরনের উক্তিতে ছোট্ট লোলা মনে মনে কল্পনা করতো—ঈশ্বরের চোখ জ্যোতিবিচ্ছুরিত অসম্ভব শক্তিশালী, যা সব সময়েই সব কিছুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে। লোলা প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবতো—উনি যদি সব সময়েই চোখ খোলা রাখেন, তাহলে চোখ বুজিয়ে ঘুমোন কখন? আর যদি বা জেগেই থাকেন,অত শক্তিশালী জ্যোতিপুঞ্জতে ওঁর কোনো কষ্ট হয় না বা চোখ ব্যথা করে না? তাছাড়া উনি যদি প্রতিটা ঝরা পাতা আর মৃত চড়ুইকে দেখতে পান, তাহলে যেসব চড়ুই এখনও

বেঁচে রয়েছে, খাবারের জন্যে সংগ্রাম করছে, গান গাইছে, বাতাসে উড়ছে, হয়তো যারা একদিন মারাও যাবে—তাদেরও কি উনি দেখতে পান, তাদেরও কি উনি সমান ভাবে সাহায্য করেন? তাহলে এই যে গ্রেগ এখন যেখানে রয়েছে কিংবা যেভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, সবই কি উনি দেখতে পাচ্ছেন? নাকি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী আর যারা বিশ্বাসী নয়, তাদেরকে উনি আলাদা আলাদা চোখে ছাখেন?

লোলার স্থবির ভাবনাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে রজার হঠাৎ বলে উঠলো, 'চড়ুইগুলো ভারি অদ্ভুত তো! মনে হচ্ছে এই বুঝি পড়ে যাবে, কিন্তু পড়ছে না। আচ্ছা মামণি, ওরা যদি উড়তে উড়তে আকাশের মাঝপথেই মরে যায়, তাহলে ভাসতে ভাসতে মাটিতে পড়ে যাবে, না ধুপ করে মাটিতে পড়বে?'

'আমি ঠিক জানি না, সোনামণি,' ছেলের চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে লোলা বললো, 'আসলে ও কথা আমি কখনও ভাবিনি।'

'কিন্তু এই কথাটা আমার প্রায়ই মনে হয়।'

লোলার মনে হলো মিছিমিছি আর দেরি না করে এখুনি ওর রান্নাঘরে যাওয়া উচিত—খাবার বানাতে হবে, বাচ্চাদুটোকে খাওয়াতে হবে। রান্নাঘরের ঢাকা আলমারিটা খুলে যখন কি যেন একটা খুঁজছে, হঠাৎ ঝনঝনিয়ে উঠলো দূরভাষের সংকেত। এতক্ষণ পর-এবারেরটা নিশ্চয়ই গ্রেগ ভেবে লোলা দৌড়ে গেলো। কিন্তু গ্রেগ নয়, স্যাম ফেল্ডবার্গার।

'লোলা, লক্ষ্মীটি, শোনো···প্রথমেই যেন মন খারাপ কোরো না। ওরা গ্রেগকে আবিষ্কার করতে পেরেছে।'

'কি বল্লে?'

'বললাম তো—শুনেই যেন মন খারাপ কোরো না।'

'তার আগে বলো, ও বেঁচে আছে তো?'

'নিশ্চয়ই। বেঁচে আছে এবং বেশ ভালোই আছে।'

'কিন্তু কোথায়? স্যাম, তুমি আমাকে বলো…সত্যিই ও ভালো আছে? সত্যিই ও কোনো আঘাত পায়নি তো?'

'লোলা, লক্ষ্মীটি, এত উতলা হোয়ো না। এক মিনিট আমার কথা একটু মন দিয়ে শোনো। ওরা গ্রেগকে ধরতে পারেনি—অন্তত এখনও পর্যন্ত পারেনি। কিন্তু ওরা জানতে পেরেছে গ্রেগ এখন কোথায়। ওয়েলিংটন স্ট্রীটে এলিজাবেথ থিয়েটারে [illegible] যে গ্রেগ এখন রয়েছে, সে খবরটা ওরা পেয়েছে। কিন্তু আজ [illegible] নতুন একটা ছবি দেখানো হচ্ছে বলে হলটা একেবারে ভর্তি হয়ে আছে। সেই জন্যে প্রদর্শনী বন্ধ করে দিয়ে [illegible] জ্বেলে দিতে [illegible] পারেনি। [illegible] ওদের [illegible] সশস্ত্র [illegible]।'

'কিন্তু গ্রেগ সশস্ত্র নয়, স্যাম। আমি [illegible], ওর কাছে বন্দুক [illegible] কিছু নেই। ও কোনোদিনই ও সব বয়ে বেড়ানোটা পছন্দ করে না।'

'আমি [illegible] না। কিন্তু…'

'তুমি কি বলতে চাও আমি আমার স্বামীকে চিনি না?'

'নিশ্চয়ই চেনো, লোলা।'

'আমি বলছি, ওর কাছে কোনো অস্ত্র নেই, স্যাম…তুমি বিশ্বাস করো!'

'আমি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, লোলা! কিন্তু ওরা করে না। ওরা ভেতরে ঢোকেনি বটে, কিন্তু প্রধান প্রবেশ পথটা ছাড়া বাইরে বেরুবার অন্য সব পথগুলোই বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রেগ বাইরে না বেরুনো পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করবে। ওরা যখন একবার জানতে পেরেছে, তখন অপেক্ষা করে থাকাটা ওদের পক্ষে কিছু কঠিন নয়। এবং বাইরে কি ঘটছে না ঘটছে ভেতরে এখনও পর্যন্ত ঘুণাক্ষরে কেউ কিছু জানতে পারেনি। কিন্তু একটা জিনিস আমার ভয় করছে…'

'ওরা ওকে গুলি করে মারবে! খুন করবে!'

'না না, ঠিক তা নয়। হয়তো ওদের দেখে গ্রেগ মরিয়া হয়ে এমন একটা কিছু করার চেষ্টা করবে…'

'ঠিক আছে স্যাম, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

'তুমি এমনটা যে বলবে আমি আশা করেছিলাম। বাচ্ছাত্নটোকে কি কারুর কাছে রেখে আসার কোনো সুযোগ আছে ?'

'আমি কাউকে না কাউকে ঠিক খুঁজে নেবো।'

'তাহলে খুব ভালো হয়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে তুমি বরং সোজা চুয়াল্লিশতম সরণীতে চলে এসো। এলিজাবেথ থিয়েটার থেকে একটু দূরে চুয়াল্লিশতম সরণীর মোড়ের মাথায়, উত্তর-পুব কোণে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

শুধু রজার কেন, পেটিরও উত্তেজনার তীব্রতাটুকু অনুমান করে নিতে কোনো অসুবিধে হয়নি। বন্দুক পিস্তল গুলি খুন-এর মতো শব্দগুলো থেকে রজার বুঝতে পেরেছিলো ওরা তার বাপিকে খুন করতে চায়। তাই অজানা একটা আতঙ্ক আর অব্যক্ত বেদনায় দুজনেই তখন কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

'লক্ষীটি, শোনো…তোমরা কেঁদো না। বাপির কিচ্ছু হয়নি, বাপি ঠিক আছে। আমি এখুনি ওর কাছে যাচ্ছি। তোমরা দুজানেই লক্ষী হয়ে থেকো।'

সজল চোখে রজার মাকে না-যাওয়ার জন্যে করুণ ভাবে কাকুতি মিনতি করলো। কিন্তু ওদের তখন বুঝিয়ে বলার মতো লোলার একটা মুহূর্তও সময় নেই। কেননা গ্রেগের সঙ্গে দেখা হওয়ার যোগসূত্রটা এমনই ভঙ্গুর যে তা যেকোনো মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তাই রোরুদ্যমান শিশুদুটোকে এক রকম প্রায় টানতে টানতেই লোলা পাশের বাসাবাড়িতে নিয়ে গিয়ে শোয়ার্টজের দরজায় ঘন্টি বাজালো। শ্রীমতী শোয়ার্টজই দরজা খুলে দিলেন। দুচার কথায় কোনো রকমে ঘটনাটা বলে লোলা ভদ্রমহিলাকে অনুরোধ করলো ও ফিরে না আসা পর্যন্ত উনি যেন বাচ্ছাদুটোকে একটু দেখেন এবং

ওদেরকে কিছু খেতে দেন। শ্রীমতী শোয়ার্টজ্ প্রতিশ্রুতি দিলেন বাচ্ছাদুটোর কোনো অযত্ন হবে না এবং ওদের সম্পর্কে ওকে কিছু ভাবতে হবে না।

ওখানকার ব্যাপারটা কোনো রকমে মিটিয়েই লোলা আবার দৌড়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো। যা পোরে ছিলো তার ওপরেই কোট-টা চাপিয়ে নিলো, সঙ্গে নিলো শুধু টাকা-পয়সারাখার ছোট ব্যাগটা। তারপর বাচ্ছাদের কোনো রকম বিদায় না জানিয়ে, এমন কি কখন ফিরবে সে সম্পর্কে কোনো আভাস না দিয়েই. বলতে গেলে এক রকম ওদের দৃষ্টি এড়িয়েই লোলা তরতরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলো।

রাস্তা থেকে এভিনিউ পর্যন্ত কেউ ওকে লক্ষ্য করছে কিনা লোলার সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, যে ভাবেই হোক ওকে একটা ট্যাক্সি পেতে হবে। কিন্তু প্রয়োজনের সময়েই ওগুলোর কোনো পাত্তা পাওয়া যায় না। লোলা মনে মনে জপতে লাগলো—ঈশ্বর, যেভাবেই হোক, তুমি একটা ট্যাক্সি পাঠিয়ে দাও! কিন্তু ট্যাক্সি পেতে পেতে ওর বেশ কয়েক মিনিট দেরি হয়ে গেলো। একটাকে কোনো রকমে থামিয়ে পেছনের আসনে নিজেকে প্রায় ছুঁড়েই দিলো, তারপর মিনতির মতো করুণ স্বরে চালককে অনুরোধ করলো, 'দোহাই আপনার. যত তাড়াতাড়ি পারেন চলুন। আমার ভীষণ দেরি হয়ে গেছে।'

'সবার খালি দেরিই হয়ে যায়, ম্যাডাম। কেউ বলে না যে…'

'সত্যিই আমি একটা বিপদে পড়েছি, আপনি বিশ্বাস করুন।'

'দেখি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করবো,' ক্লান্ত স্বরে চালক জবাব দিলো। 'কিন্তু বুঝতেই পারছেন, এটা তো আর হেলিকোপ্টার নয়।'

মুখে যাই বলুক না কেন, গাড়ির মিছিলের মধ্যে থেকেও যেভাবে কাটিয়ে নিচ্ছে, চালক হিসেবে বলা যায় লোকটা নিঃসন্দেহে দক্ষ। গাড়ির অন্ধকার একটা কোণে গা এলিয়ে দিয়ে লোলা মনে মনে যখন সময় হিসেব করতে লাগলো, তখনই অনুভব করতে পারলো ভেতরের চাপ একটা উত্তেজনায় ও ছটফট করছে। যদিও মনে মনে

ভাবছে পাঁচটা মিনিট আগে পৌঁছোনোর জন্যে ওর যাকিছু সঞ্চয় সব উজাড় করে দিতে পারে, তবু বার বার ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে ট্যাক্সির মিটারটার ওপর—সচরাচর গরিবদের যা স্বভাব। জীবনে ওরা ট্যাক্সি চড়ে তখনই, যখন নিতান্ত প্রয়োজন কিংবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটে। দেখা যায় ওদের জীবনের যাকিছু সঞ্চয় কেবল ওই একটা মাত্র ঘটনাতেই চোখের পলকে উধাও হয়ে গেছে। শুধু গরিব কেন, এক-দিন ওদেরইতো ঝকঝকে কালো একটা গাড়ি ছিলো, ছেলেবেলায় কত চড়েছে। অথচ মা মারা যাবার পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেই বাপি সারা জীবন পরিশ্রম করে যাকিছু সঞ্চয় করে ছিলেন, চোখের নিমেষে তা নিঃশেষ হয়ে গেলো। এখনও ভাবলে লোলার অবাক লাগে—সেই বাপির পোশাকের অবস্থা আজ জীর্ণ দশা, কোথাও ফেঁসে গেছে, কোথাও বা সেলাই খুলে গেছে!

শহরতলির দিকে ট্যাক্সিটা দ্রুত ছুটে চলেছে। সাত সন্ধেবেলা রাস্তার দুধারের উজ্জ্বল আলো যেন চিরে অন্ধকার। ফুটপাতে নারী-পুরুষের কাটাকাটা কণ্ঠস্বর মিশে অলিতে গলিতে উল্লোল। এখানে লোলা একেবারে কেউ চেনে না, জানে না ওর জীবনের গভীর দুঃখকে। উত্তপ্ত বালবেলায় আড্ডায় মেতে ছিলো উকিলবাবার মতো একটা নিঃসঙ্গতা যেন ওকে কেবলই ঘিরে ধরে চলেছে আর বুকের অতলে, অন্তত এই মুহূর্তে, প্রতিটি মানুষের জন্যে ঝরে পড়ছে অশ্রু-বিন্দু। সবকিছুই ওর কাছে কেমন যেন অতীত মনে হচ্ছে, কোনো বর্তমান বা ভবিষ্যৎ ওর কাছে কিছুই তেমন স্পষ্ট নয়।

অবশেষে, হঠাৎই গাড়িটা একসময়ে থমকে গেলো। প্রচ্ছন্ন সম-বেদনা মাখা একটা কৌতূহল নিয়ে চালক এমন ভাবে লোলার দিকে তাকালো, যেন আরোহীর ভাবনাগুলোকে সে পড়তে পেরেছে এবং ওর তীব্র ব্যাকুলিমার খুব কাছাকাছি একটা জায়গায় পৌঁছোতে পেরেছে। কেমন যেন বিব্রত আর প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতেই সে বললো, 'ছ ডলার পঞ্চাশ সেন্ট, ম্যাডাম।'

লোলা যখন তিনটে ডলার তার মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিয়ে বললো বাকিটা রেখে দিতে। লোলার অপস্রিয়মান মূর্তিটার দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে লোকটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে চুপচাপ বসে রইলো।

স্যাম কেল্ডবার্গীর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই লোলাকে দেখতে পেয়েছিলো। ট্যাক্সিটাকে [illegible] দেখেই ছুটে এসে শক্ত একটা হাতে সে লোলার হাতটা [illegible] করলো। '[illegible] ঠিক আছে, লোলা। [illegible]'

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সুযোগ পেয়েছিলো।'

'কিন্তু তুমি এ সব [illegible] জোগাড় করলে, স্যাম?'

'তুমি জানো কি না ঠিক জানি না, তবে আমার কাজের ধারাটা একটু অন্য রকম, লোলা। গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনায় আমি প্রচুর টাকা পয়সা দিয়ে লোককে হাত করি। ফলে প্রতিটা খুটিনাটি বিবরণ পেতে আমার কোনো অসুবিধে হয় না। এবার ছাখো, চারপাশ থেকে হলটাকে ওরা প্রায় ঘিরে রেখেছে।'

প্রেক্ষাগৃহের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে লোলা বললো, 'কিন্তু, কই

স্যাম, আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না!'

'পোশাকের জন্যেই তুমি ওদের চিনতে পারছো না। যে ভাবে ওরা হলটাকে ঘিরে রেখেছে, ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে একটা মাছিও বাইরে বেরিয়ে আসতে পারবে না। আমার ধারণা, অন্তত ওদের দৃষ্টিকোণ থেকে, রাস্তা বা প্রদর্শনীটাকে বন্ধ না করে কিংবা কাউকে কিছু জানার অবকাশ না দিয়ে ওরা বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছে। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটা যখন ওদের আয়ত্বের মধ্যে রয়েছে, তখন অন্যকিছু করার কোনো প্রয়োজনও নেই। সুতরাং আগে কিংবা পরে, গ্রেগ যখনই বাইরে বেরিয়ে আসুক না কেন, ওদের হাতে ধরা ওকে পড়তেই হবে।'

'অবশ্য যদি গ্রেগ হয়।'

'ওদের ধারণা তাই-ই···ব্যাস, আর যেও না!' কনুই ধরে টেনে স্যাম লোলাকে থামিয়ে দেয়। 'ওই যে ওখানে কালো রঙের বড় ক্রাইসলারটা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখছো, ওটাই ওদের অস্থায়ী সদর দফতর। ওর মধ্যে যে তিনজন রয়েছে, বেতারের মাধ্যমে ওরাই সমস্ত ব্যাপারটাকে পরিচালনা করছে। ওদের দুজনের কাছে মেসিন-গানও রয়েছে। আমার ধারণা···'

'স্যাম, ওরা কি পাগল হয়ে গ্যাছে? নাকি ইচ্ছে করেই গ্রেগকে খুন করতে চায়?'

'আমার কিন্তু সত্যিই তা মনে হয় না, লোলা। তবে কেনই জানি ওদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে গ্রেগ সশস্ত্র, এবং আমার ভয়টা শুধু ওখানেই। গ্রেগ যদি একটু এদিক ওদিক কিছু করার চেষ্টা করে, ওরা হয়তো গুলি চালাতেও দ্বিধা করবে না। সেটা ঘটুক আমি তা চাই না, লোলা।'

'ওরা কি আমাকে হলের ভেতরে ঢুকতে দেবে? তাহলে আমি গ্রেগকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারি।'

'এই সম্ভাবনার কথা আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু ওদের কিছু

লোক ভেতরে গিয়েছিলো। গ্রেগকে খুঁজে পায়নি।'

'আমি পাবো।'

'অন্ধকারে তুমি কেমন করে চিনতে পারবে?'

'আমি ঠিক চিনতে পারবো।'

'কিন্তু', লোলার চোখে চোখ রেখে স্যাম প্রশ্ন করলো, 'তোমার কি মনে হয় মিস্টার কানের কাছে নিজেদের এভাবে বিকিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে?'

জড়তাবিহীন শান্ত স্বরেই লোলা জবাব দিলো, 'হ্যাঁ স্যাম, আমি মনস্থির করে ফেলেছি।'

'বেশ, তাহলে চলো।'

১৩

সেই বড় ক্রাইসলার গাড়িটার পেছনের দরজা খুলে লোলা যখন ভেতরে ঢুকলো, পেছনের আসনে বসে থাকা লোকটি বললো, 'আপনি ভুল করছেন মাডাম, এটা ট্যাক্সি নয়।' সামনের আসনে বসে থাকা দুজনের একজন [illegible] ধ্বনি-[illegible] যন্ত্রে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে, '[illegible] এবার ছেড়ে দাও, ওকে [illegible] বাইরে চলে আসছে। ফ্রেডিকে আর একবার বলো পুরুষদের ঘর থেকে সরে আসুক [illegible] ওখানেই থাকে।'

পেছনের আসনে বসা লোকটা [illegible] মেশিন-পিস্তলটাকে এমন ভাবে [illegible] দিকে [illegible], যাতে হুট করে দেখে কেউ কিছু বুঝতে না পারে। 'আমি তো আপনাকে আগেই বললাম, মাডাম—' [illegible] কথা [illegible] স্পষ্টই বোঝা, [illegible] লোকটা [illegible]।

কথা শেষ হবার আগেই সামনে [illegible] মিস্টার কান মাথা ঘুরিয়ে লোলার দিকে তাকালেন। প্রথমে তাঁকে [illegible] পারেননি, কিন্তু পরক্ষণেই [illegible]। তা না [illegible] কয়েক [illegible] হয়ে গেলো। পেছনের লোকটিকে চাকিতে বাধা দিয়ে [illegible] বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, তুমি কিছু ভেবো না। আমি এঁকে চিনি।' তারপর লোলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বসুন, মিসেস [illegible]। তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে হাত মেলাবার সিদ্ধান্তই নিলেন? কিন্তু টোপটা কে দিলো? ওই ইহুদি উকিলটা?' এ যেন এক নতুন কান। বীমাসংস্থার কোনো দালাল কিংবা ব্যাঙ্কের সহকারী পরিচালক নন, তাঁর সেই বিনম্র ভঙ্গি-টকুও এখন আর নেই। এখন এই কান একজন পুলিস—পেরেকের মতো সোজা, চকমকির মতো শক্ত।

'হ্যাঁ, মিস্টার কান,' তিক্তস্বরেই লোলা জবাব দিলো, 'আমি আপনাদের সঙ্গেই হাত মেলাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি চাই আমার

স্বামীকে বাঁচাতে।'

নিতান্ত ঘৃণা আর অবহেলা সত্ত্বেও লোলা মেসিন-গান খোলে লোকটার পাশেই কোনো রকমে একটু বসার জায়গা করে নিলো। ঠিক এই মুহূর্তে, যার জন্যে লোলাকে লড়তে হচ্ছে, অসম্ভব ঘৃণায় ভরে না উঠলে, এটা কোনো লড়াই বা আদৌ কোনো সংগ্রাম নয়। বরং তুলনামূলক ভাবে ব্যাপারটা লোলার কাছে কেমন যেন সহজই মনে হচ্ছে—যা ঘটেছে, যা ঘটতে পারে, এটা তারই অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ। তা সত্ত্বেও লোলা অনুভব করতে পারলো, একটু একটু করে চাপা ক্রোধ আর আগ্নেয় অস্ত্র দিয়ে মানুষের জীবন নিয়ে যারা ছিনি-মিনি খেলে, তাদের প্রতি নিঃসীম ঘৃণায় ও ভরে উঠছে।

'আমরাও কিন্তু আপনার স্বামীকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, মিসেস গ্রেগ।' মিস্টার কান হাসলেন। 'এবং সেই সঙ্গে আমাদের বাঁচার প্রশ্নটাও জড়িত রয়েছে। এটা খুবই যুক্তিসংগত।'

'কোনটে যুক্তিসংগত আর কোনটে নয়, আমি নিজেই জানি না, মিস্টার কান। তবে একটা জিনিস আমি খুব ভালো করেই জানি যে আমার স্বামী সশস্ত্র নয়।'

'আপনি কেমন করে জানলেন? আপনিও কি ওদের পরিকল্পনার সক্রিয় অংশীদার নাকি?'

'একই ভাঙা রেকর্ড বার বার চালিয়ে আপনি যদি আনন্দ পেতে চান, পান। আমার তাতে বিন্দুমাত্রও উৎসাহ নেই।' চাপা ক্রোধে লোলার কণ্ঠস্বর তখন থির থির করে কাঁপছে। 'আমার স্বামী যে সশস্ত্র নয়—এ কথা আমি যেমন জানি, তেমনি আপনিও খুব ভালো করে জানেন, আপনার লোকজনেরাও তা জানে। আমরা কখন ঘুম থেকে উঠি, কখন ঘুমোতে যাই—আমাদের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর যখন আপনাদের জানা, তখন এটাই বা আপনাদের অজানা কেন মিস্টার কান, যে আমার স্বামী সশস্ত্র নয়?'

'আপনার ব্যক্তিগত ক্ষোভ আর খারাপ লাগা সত্ত্বেও, আমার মনে

হয় না, আমার সঙ্গে এভাবে কথাবলার অধিকার আপনার আছে, মিসেস গ্রেগ।'

'কিন্তু আমি মনে করি আমার আছে।' লোলা কণ্ঠস্বর এখন আর কাঁপছে না, বরং তীক্ষ্ণ থেকে আরও তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠছে। 'সকাল থেকে আমি আপনাদের অনেক ছেলেমানুষি সহ্য করেছি, কিন্তু আব নয়। এই আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—আপনারা যদি গ্রেগকে গুলি করে মারেন, আমি আদালতে দাঁড়িয়ে নিজে সাক্ষী দেবো, চিৎকার করে সবাইকে বলবো এটা আপনাদের ইচ্ছাকৃত এবং পূর্বপরিকল্পিত খুন। এতটুকুও স্বস্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। কি ব্যাপার মিস্টার কান, এমন ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছেন যেন এখনও সঠিক পরিমাপগুলে নেওয়া হয়নি? ঠিক আছে, আপনি বরং আর একবার লোলা গ্রেগকে ভালো করে দেখে নিন। মেয়েরা যতই ছলনাময়ী হোক, জীবনে আমি আমার নিজের সম্পর্কে গর্বিত, কেননা আমি জানি কেমন করে ভালোবাসতে হয়, যেগুলো হয়তো আপনাদের কাছে অজানা। আমি যেমন ভালোবাসতে জানি, ঠিক তেমনিভাবেই জানি কেমন করে ঘৃণা করতে হয়। একই সঙ্গে দুটোর অবস্থান খুবই বিপজ্জনক, তাই না মিস্টার কান?'

অস্পষ্ট আঁধারে লোলার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠার ভঙ্গিটাকে কান মনে মনে প্রশংসা না করে পারলেন না। উনি এমন ভাবে লোলার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন যেন অচেনা কেউ। ঠিক একই ভাবে লোলার নিজেরই নিজেকে মনে হচ্ছে অচেনা কেউ—যার ভাবনা, শব্দপুঞ্জ, এমন কি কণ্ঠস্বরের সঙ্গেও লোলার কোনো মিল নেই। চকিতে পালটে যাওয়া সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা আর নিজের অস্তিত্বকে কেমন যেন অবাস্তব মনে হওয়া সত্ত্বেও লোলার কিন্তু এখন নিজেকে আর নিষ্করুণ মনে হচ্ছে না।

কান বললেন, 'কিন্তু আপনি কেমন করে এত সুনিশ্চিত হচ্ছেন

মিসেস গ্রেগ, যে আপনার স্বামীর কাছে কোনো বন্দুক নেই?'

'যেহেতু আমি জানি যে ও বন্দুক ঘৃণা করে।' একই তিক্ত স্বরে লোলা বলে চললো! 'যদিও জীবনের সাত সাতটা বছর ওকে সৈনিক হিসেবে কাটাতে হয়েছে এবং বন্দুক কি, কেমন করে চালাতে হয়, ও খুব ভালো করেই জানে—তবু যাদের সাধারণ একটু বুদ্ধি আছে, মানুষের প্রতি যাদের এতটুকুও সহানুভূতি বোধ আছে, তারা কখনও বন্দুক পছন্দ করে না, করতে পারে না। বন্দুক আপনাদের জীবনের প্রতীক হতে পারে, কিন্তু আমরা চাই এমন একটা পৃথিবী যেখানে কোনো বন্দুক থাকবে না, একটাও না! কি বলতে চাইছি, বুঝতে পারছে. মিস্টার কান?'

'বোঝার চেষ্টা করছি, মিসেস গ্রেগ। আপনি কিন্তু এখনও পর্যন্ত যুক্তি দিয়ে আমাকে ঠিক বোঝাতে পারেনি। আমার এখনও ধারণা মিস্টার গ্রেগের কাছে অস্ত্র আছে।'

'কি হলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ওর কাছে অস্ত্র নেই?'

'যখন আমরা মিস্টার গ্রেগকে পাবো এবং অনুসন্ধান করে দেখবো যে ওঁর কাছে অস্ত্র নেই, কেবল তখনই আপনার কথাটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে, মিসেস গ্রেগ।'

'ঠিক আছে, এবার জনসনকে সামনের দিকে চলে আসতে বলো আর রিকার্দোকে ব্লু-বারান্দায় পাঠিয়ে দাও।' কানের পাশে বসে থাকা লোকটা শব্দতরঙ্গগ্রাহী-যন্ত্রে কাকে যেন নির্দেশ দিলো।

'আমাদের হাতে সময় এখন খুব অল্প', কান বললেন, 'ঠিক এই মুহূর্তে আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি, মিসেস গ্রেগ?'

'হলের ভেতরে গিয়ে আমি স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। ও আমার সঙ্গে বাইরে আসবে এবং আপনাদের কাছে ধরা দেবে।'

'অসম্ভব!'

'কেন অসম্ভব, মিস্টার কান?'

'রজার গ্রেগের মতো মানুষ আমাদের কাছে অজানা নয়। এক

রকম বলতে গেলে—আপনি ওকে যতটা চেনেন, আমরা ওঁকে ঠিক ততটাই চিনি। বরং দু একটা ক্ষেত্রে হয়তো আপনার চাইতে একটু বেশিই চিনি। হঠাৎ শুধু শুধু উনি আমাদের কাছে ধরা দিতে যাবেন কেন? সারাটা দিনে অনেক সময় ছিলো—ধরা দেবার হলে আগেই ধরা দিতেন। তাছাড়া অন্ধকার ঘরে ভিড়ের মধ্যে আপনি যে ওঁকে খুঁজে পাবেন এটাই বা ধরে নিচ্ছেন কেন? আমরাও কয়েকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।'

'আমি পারবো।'

'কেমন করে, মিসেস গ্রেগ?'

'আমি তো আপনাকে বলেছি আমি ওকে ঠিক খুঁজে বার করতে পারবো।'

'কিন্তু কেমন করে সেটা সম্ভব, মিসেস গ্রেগ? আপনার কি এমন জাদু জানা আছে যা আমরা জানি না?'

'জাদু নয়, আমি ওকে চিনি। আমারই সত্তার ও অবিচ্ছিন্ন অংশ। হাজার লোকের মধ্যেও আমি ওকে চিনতে পারবো। আমি জানি ও কি ভাবে বসে, কি ভাবে মাথাটাকে উঁচু করে রাখে। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে বোকা বানাবার জন্যে এখানে আসিনি। আমি এসেছি যাতে ও আপনাদের কাছে ধরা দেয়। এতে আর কিছু না হোক, ও জামিন পাবে, আদালতে বিচারের সুযোগ পাবে এবং আমি বিশ্বাস করি ও নিশ্চয়ই জিতবে। জীবনে ও এমন কোনো কাজ করেনি যা দুঃসাহসী বা প্রশংসার যোগ্য নয়। ওর জীবনের জন্যে আমাকে একটিবার সুযোগ দিন, মিস্টার কান। এতে আপনাদের এবং আমার, উভয় পক্ষেরই সুবিধে হবে। হয়তো ওকে গুলি করে মারার মধ্যে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে…'

'এই ধরনের আত্মতৃপ্তি আমরা খুঁজি না, মিসেস গ্রেগ।'

'কিন্তু এর জন্যে একদিন আপনাদের অনুতপ্ত হতেই হবে। জানবেন পৃথিবীতে আমরা একা নই। গ্রেগ দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের নায়ক।

স্পেনে ওর কৃতিত্বের কথা সারা পৃথিবী জানে। ও যে 'ডিসটিনগুইসড্ সার্ভিস ক্রশ' বিজয়ী, এ কথা ভুলে যাওয়া অত সহজ নয়। আপনার কি মনে হয় এতে হোয়াইট হাউস খুব স্বস্তি পাবে, যখন বড় বড় অক্ষরে ইউরোপের প্রতিটা নামকরা সংবাদপত্রের শিরোনামায় ছাপা হবে—আত্মরক্ষার কোনো রকম সুযোগ না দিয়ে অতর্কিতে রজার গ্রেগের ওপর গুলি চালানো হয়েছে, তাকে খুন করা হয়েছে?'

'এত নাটকীয়তার সত্যিই কোনো প্রয়োজন নেই, মিসেস গ্রেগ। আপনার স্বামীকে কেউই খুন করতে চায় না। এ ক্ষেত্রে যতটুকু সতর্কতার প্রযোজন, আমরা কেবল ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করেছি।'

'তাহলে আপনারা কেন আমাকে ভেতরে গিয়ে গ্রেগকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে দিচ্ছেন না?'

কান এবার লোলার দিকে পেছন ফিরে, গাড়ির সামনের কাঁচের ভেতর দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর পাশের লোকটিকে চাপা গলায়, যাতে লোলার কানে না যায়, এমনি ভাবে জিগেস করলেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

'আমি ঠিক বলতে পারবো না, বস্। উনি কি সত্যিই ডি. এস. সি. পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, গুয়াদালক্যানালে। স্পেন গৃহযুদ্ধের ব্যাপারেও তথ্যের কোনো ভুল নেই। শহীদের সংখ্যা না বাড়িয়ে জীবিত অবস্থায় ধরার একটা সুযোগ নেবো নাকি?'

'সেটা নির্ভর করছে কতটা খেলিয়ে তোলা যাবে, তার ওপরে বস্।'

'ঠিক আছে', মিস্টার কান লোলার দিকে ফিরলেন। 'আপনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন, মিসেস গ্রেগ। তবে, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আসুন বা নাই আসুন—ভেতরে থাকার জন্যে আমি আপনাকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় দিলাম। উনি যখন বাইরে আসবেন, দুটো হাতই কাঁধের ওপরে তুলে রাখতে হবে। টিকিট বিক্রির খুপরি থেকে দশফুট তফাতে, বারান্দার ফাঁকা একটা জায়গাতে দাঁড়াতে হবে।

আমরা না পৌছোনো পর্যন্ত উনি ওখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন, কোনো রকম নড়াচড়া করবেন না, হাতত্নটো কোটের কলারের ওপরে তোলাই থাকবে। কি বললাম বুঝতে পেরেছেন? টিকিট বিক্রির খুপরি থেকে দশফুট তফাতে, বারান্দার ফাঁকা একটা জায়গাতে…'

'বুঝতে পেরেছি।'

'কোনো রকম ছল-চাতুরি করার চেষ্টা করবেন না, মিসেস গ্রেগ। সকালে আপনি যেমন আমাকে বলেছিলেন—প্রকৃত যা, আমি যেন আপনাকে তার চাইতে ছোট করে না দেখি, এখন ঠিক তেমনি ভাবেই আমি আপনাকে সর্তক করে দিতে চাই—আপনি যেন কোনো সর্তেই আমাকে ছোট করে দেখার চেষ্টা করবেন না।'

লোলা ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লো। কান লম্বা হাত বাড়িয়ে নিজেই গাড়ির দরজাটা খুলে দিলেন। লোলা বাইরে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। গাড়ির মধ্যে যতক্ষণ ছিলো, লোলা কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশপথ থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারেনি। এখন রাস্তা পেরিয়ে গাড়িগুলোকে অতিক্রম করে লোলা আলোক-সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহের সেই সুনিশ্চিত প্রবেশপথটার দিকে এগিয়ে চলেছে। বুকের ভেতরটা তুরতুর করে কাঁপছে। নানা রঙের টুনি দিয়ে সাজানো **শেষ খুন** লেখাটা জ্বলছে নিভছে। সামনেই আঁটা রয়েছে বিরাট একটা বিজ্ঞাপন। এ জন লোক একটা মেয়ের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। কাঁধের কাছের ছেঁড়া পোশাক আঁকড়ে লোকটা এক হাতে মেয়েটাকে অর্ধেক তুলে রয়েছে, অন্য হাত দিয়ে মেয়েটার মুখে চড় মারতে যাচ্ছে। সুন্দর, মদালসা মুখখানায় নির্ভুল প্রসাধন, সযত্নে এলিয়ে দেওয়া ঢেউখেলানো চুল, ভরাট স্তনের নিটোল তুটো বাঁক—যা পথচারিদের দৃষ্টিকে কোনো মতেই প্রলুব্ধ না করে পারছে না। বিজ্ঞাপনের ঠিক নিচেই সবটুকু প্রান্ত জুড়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা: মৃত্যুর মধ্যে যারা বাস করে, সেইসব বন্য সৈনিকদের যেসব মেয়েরা আনগ্ন আর কামনাবিধুরভাবে ভালোবাসতে পেরেছে, তারই এক জ্বলন্ত

নিদর্শন দেখানো হয়েছে এই ছবিটিতে। সেইসব রূপসী মেয়ে আর সৌভাগ্যবান বন্য সৈনিক নিঃসন্দেহে আপনাকে বিপুল আনন্দ ভরিয়ে তুলবে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত এই দুর্লভ ছবিটি দেখতে আদৌ ভুলবেন না।

বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াতেই বিজ্ঞাপনটা দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। স্যাম ফেল্ডবার্গার সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেবশিশুর মতো তার সুন্দর মুখখানা থমথমে আর গভীর উদ্বিগ্নতায় ভরা। চোখে চোখ পড়া সত্ত্বেও স্যাম একই ভঙ্গিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। লোলা শুধু চোখে চোখে ইশারা করে। টিকিট কাটার সারিতে দাঁড়াতেই লোলা বুঝতে পারে আবেগে, উত্তেজনায় ওর সর্বাঙ্গ, থর থর করে কাঁপছে। নিজের মনেই ভাবে---আর একটু পরেই গ্রেগ এখানে এসে দাঁড়াবে, অর্থহীন হয়ে যাবে ওদের এই জিঘাংসু উন্মাদনা। সারিটা ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে। এক সময় ওর পালা এলো। দু ডলারের একটা নোট কাঁচের ছোট খোপটার মধ্যে দিয়ে গলিয়ে দিয়ে ছোট্ট করে শুধু বললো, 'একটা।'

একটু তফাতে, ওর পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে একটা লোক চোখ মারলো। লোলা প্রথমে ভেবেছিলো বোধহয় কোনো গুপ্তচর, কিন্তু লোকটার চাউনি আর চলাফেরা দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারলো নিঃসঙ্গ কোনো মানুষ, পয়সার বিনিময়ে এমন কোনো সান্নিধ্য খুঁজছে, যেখানে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও নিজের দুঃখ, বেদনা আর হতাশাকে ভুলে থাকতে পারবে।

লোলা মনে মনে ভাবলো এবার কি করা উচিত। যেন নিজেই নিজেকে নির্দেশ দিলো, 'প্রথমেই চোখকে ঠিক করে নিতে হবে। অন্ধকার সয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মিছিমিছি খুঁজে কোনো লাভ নেই। এর জন্যে কিছুটা সময় লাগবেই। আমি জানি তুমি উদগ্রীব হয়ে উঠেছো, কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। অন্তত পাঁচটা মিনিট তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।' লোলা ঘড়ির দিকে তাকালো। উঁহু, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কোনো লাভ হবে না। অন্ধকারে স্পষ্ট

দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত চুপচাপ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।'

শেষ সারির পেছনে লোলা দাঁড়িয়ে রইলো, গ্রেগের জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ভাবার চেষ্টা করলো গ্রেগ এখন কি ভাবছে। নিশ্চয়ই ও অসম্ভব ক্লান্ত, এত ক্লান্ত যে হাঁটতে পারছে না। তাই বিশ্রামের জন্যে এখানে একটু বসার প্রয়োজন ছিলো। এক রকম বলতে গেলে, যে ভাবেই হোক, গ্রেগ নিজের চারপাশে একটা বৃত্ত রচনা করে নিয়েছে এবং ওকে তার কেন্দ্রে ফিরতেই হবে। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে অন্য কেউ হলে হয়তো বীরত্বব্যাঞ্জক একটা কিছু ঘটিয়ে বসতো। কিন্তু গ্রেগ তা করবে না, করতে পারে না। কেননা লোলা খুব ভালো করেই জানে—স্থির কোনো সিদ্ধান্তে আসতে ওর যথেষ্ট সময় লাগে। লোলার মনের মধ্যে কেনই জানি দৃঢ় একটা বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠলো যে গ্রেগ পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়নি। এটা সঠিক বা ভুল, সম্ভব বা অসম্ভবের প্রশ্ন নয়, এটা নিতান্তই গ্রেগের চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। এ দিক থেকে গ্রেগকে বরং কিছুটা গোঁয়াড়ই বলা যায়। স্থির কোনো সিদ্ধান্তে আসতে যেমন ওর কিছুটা সময় লাগে, তেমনি একবার কোনো সিদ্ধান্তে এলে তাকে কার্যকরী করে তোলার জন্যে দৃঢ় সংকল্পে একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে। তর জন্যে মাঝে মাঝে লোলাকে খুবই অপ্রস্তুতে পড়তে হয়, যখন ওর পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা তর্ক করতে গিয়ে অজস্র কাকুতিমিনতি, উপরোধ অনুরোধ, এমন কি বিদ্রূপ আর তীব্র কটূক্তি সত্ত্বেও গ্রেগকে একচুলও নাড়তে পারে না। স্পেন গৃহযুদ্ধের সময় গ্রেগকে বলা হলো যে নতুন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ও যেন মেসিন-গানের ঘাঁটিটা আগলে রাখে। অথচ সৈন্যবাহিনীর সবাই যখন বাধ্য হয়ে পেছু হঠে গেছে, ও আর ওর চার জন সাথী কিন্তু তারপরেও চব্বিশ ঘণ্টা ধরে বুকে বুক দিয়ে ঘাঁটি আগলে পড়ে রয়েছে। সবশেষে যখন সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সমেত আত্মসমর্পনেরর নির্দেশ ঘোষণা করা হলো, কেবল তখনই ওরা আবার গিয়ে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলো। হয়তো এমনও হতে পারে—গ্রেগ

মনে মনে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, তারপর শহরতলীর পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এই প্রেক্ষাগৃহটা চোখে পড়ায় হয়তো মনে হয়েছিলো অন্ধকার একটা কোণে বসে সম্পূর্ণটা ভেবে নেবার এটাই উপযুক্ত সময়।

কেনই জানি লোলার মনে হলো—গ্রেগ এখানে রয়েছে, ওর খুব কাছেই, ওরই সঙ্গে ছবিটা দেখছে, ঠিক যেমন মনোযোগ না দিয়েই ও এখন পরদার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যেসব দুর্গম আর অজানা জায়গার রঙিন দৃশ্যগুলো দেখানো হচ্ছে, হয়তো গ্রেগকেও একদিন ওইসব দুস্তর পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। কিন্তু সৈনিকরা বন্দুক নিয়ে পরস্পরের প্রতি যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কারুর মনে এতটুকু ঘৃণা, বেদনা বা সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারছে না। বর্বরের মতো একজন আর একজনকে যেভাবে ঘুঁষি মারছে, সাধারণ কোনো মানুষ হলে তার মাথাটা একেবারে গুঁড়িয়ে যেতো, অথচ এখানে আহত নায়কের সুন্দর মুখখানায় যন্ত্রণারও তেমন কোনো অভিব্যক্তি ফুটে উঠছে না। অনুকম্পা বা ব্যঞ্জনাবিহীন আহত নায়ক মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে যেভাবে উঠে দাঁড়াচ্ছে, সেটা কেবল সপ্তায় পাঁচ হাজার ডলারের বিনিময়েই সম্ভব।

যদিও লোলা এখন অন্ধকারে প্রতিটা দর্শককেই আলাদা আলাদা করে চিনতে পারছে, তবু চোখ বন্ধ করে ও আবার গ্রেগ হবার চেষ্টা করলো। একটা ব্যাপার ওর কাছে খুব সহজ মনে হলো—বেশি দামের টিকিট কেটে গ্রেগ নিশ্চয়ই খোলামেলা ঝুল-বারান্দায় বসবে না, বসবে অন্ধকার কোনো একটা জায়গায় সবার সঙ্গে মিশে থেকে। লুকিয়ে থাকার জন্যে নয়, বিশ্রামের জন্যেই এটা ওর প্রয়োজন। কিন্তু ওর অস্তিত্বকে যে আবিষ্কার করা গেছে, ও যে এখন ভেতরে রয়েছে, এসব খবর ও কিছুই জানে না, কিংবা বাইরে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কেও বেচারির কোনো ধারণা নেই।

চোখ মেলতেই লোলা দেখলো অপ্রতিরুদ্ধ নায়ক একটা মেয়েকে

ভীষণভাবে চুমু খাচ্ছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে লোলা যখন চারদিকে তাকালো, তখনই মনে হলো কাজটা অত সহজ নয়। যেখানে ওরা এতগুলো লোক তন্নতন্ন করে খুঁজে গেছে, তার পরেও ও একঝলকে খুঁজে পাবে এমনটা আশা করা সত্যিই ছেলেমানুষি। তবু চোখ বোলাতে বোলাতে মাঝামাঝি একটা জায়গায়, পাশপথের ধারেই, একটা লোককে দেখে গ্রেগের মতো মনে হলো। ভালো করে একবার লক্ষ্য করার পর লোলা ধীরে ধীরে পাশপথ ধরে এগিয়ে গেলো এবং কয়েক পা যেতে না যেতেই ওর বুকের ভেতরটা পাখির মতো নেচে উঠলো। না, এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। তার চাইতেও বড় কথা, গ্রেগের পাশেই যে লোকটা বসে আছে, তার ঠিক আগের আসনটা খালি রয়েছে।

লোলা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে গ্রেগের পাশের বয়স্ক ভদ্রলোককে অনুরোধ করলো, 'উনি আমার স্বামী। অনুগ্রহ করে আপনি যদি ওই আসনটায় বসেন খুব ভালো হয়।'

লোলার মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক প্রথমটায় খুবই অবাক হলেন, তারপর কি ভেবে পাশের খালি আসনটায় উঠে গেলেন।

গ্রেগ শুধু একবারই ওর দিকে তাকালো এবং সেই আধো আলো-ছায়ায় তার পক্ষে যাকিছু বলা সম্ভব ছিলো, ছোট্ট একটা হাসির রেখায় তা যেন সবই বলা হয়ে গেলো। পাশের আসনটায় কোনো রকমে পিছলে গিয়ে লোলা গ্রেগের একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলো। প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত ওরা ওই ভাবেই চুপচাপ বসে রইলো। অপ্রতিরুদ্ধ নায়ক ততক্ষণে নেশায় একেবারে মাতাল হয়ে উঠেছে। গ্রেগ চুপিচুপি জিগেস করলো ঃ

'বাচ্ছাছুটো কেমন আছে?'

তীব্র আবেগে লোলা তখনও থর থর করে কাঁপছে এবং গ্রেগ তা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারলো। ওর তখন ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা, তবু আপ্রাণ চেষ্টা করছে না-কাঁদার। কেননা ও জানে ওকে এখন শান্ত, স্থির আর প্রত্যয়ে দৃঢ় হয়ে উঠতে হবে।

'আজ তোমার সারাটা দিন খুব বিশ্রী কেটেছে, তাই না ?'

লোলা অস্ফুট স্বরে বললো, 'হ্যাঁ ।'

'তবে আমার মনে হয় সবচেয়ে কুৎসিত সময়টা আমরা অতিক্রম করে আসতে পেরেছি । এবার হয়তো এটাকে অনেকটা সহজ করে নিতে পারবো ।'

'তুমি জানতে চাও না গ্রেগ, আমি কেমন করে তোমাকে এখানে খুঁজে পেলাম ?'

'আমি অনুমান করতে পারছি, লোলা ।' গ্রেগ হাসলো । 'ওরা তো বেরুবার সব পথগুলোই বন্ধ করে দিয়েছে, তাই না ?'

'হ্যাঁ, গ্রেগ । টিকিট বিক্রি করে যে মেয়েটা ও তোমাকে চিনতে পেরেছিলো ।'

কোনো কথা না বলে গ্রেগ হাসতে হাসতেই লোলার হাতে সমানে চাপ দিয়ে চলেছে আর আর্তিভরা ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওর মুখের দিকে । এক সময়ে ফিসফিসিয়ে বললো, 'ইশ, তুমি যে কি সুন্দর ! জানো লোলা, আজ সারাটা দিন তোমাকে যে কতবার ভাবার চেষ্টা করেছি—হুবহু তুমি যা, ঠিক তেমনি ভাবে…'

'আলোতে কিন্তু সব দেখা যাচ্ছে !' লোলা কোনো রকমে একটু হাসার চেষ্টা করলো ।

'আজ একটা জিনিস আমি প্রথম উপলব্ধি করতে পারলাম, কাউকে ঠিক কেমন দেখতে কখনও স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলা যায় না ।'

'গ্রেগ !'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, লোলা ।'

'আমি জানি, গ্রেগ ।'

'আমি তোমাকে যা কখনও বুঝিয়ে বলতে পারিনি, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি ।'

'তাও জানি ।'

আশপাশ থেকে কারা যেন ওদের চুপ করতে বললো । গ্রেগ এক

হাত দিয়ে লোলার কাঁধটা জড়িয়ে কাছে টেনে আনলো, তারপর ওর কানের কাছে চুপিচুপি বললো, 'টিকিট ঘরের মেয়েটা যেভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিলো, আমি বেশ অবাকই হয়েছিলাম। কিন্তু তখন অত গুরুত্ব দিইনি। তারপর পাশ-পথদুটোয় বহুলোকের আনাগোনা দেখে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ওরা যখন অত খোঁজাখুঁজি করেও পেলো না, তখন তুমি কি করে এত সহজে আমাকে খুঁজে পেলে বলো তো?'

'যেহেতু আমি তোমাকে চিনি, গ্রেগ।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তুমি এখানে এসেছো ওরা জানে?'

'এখন ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে এখান থেকে আর একটা ইঁদুরও গলতে বা বেরুতে পারবে না, গ্রেগ। ওদের ধারণা তুমি সশস্ত্র। স্যাম আশঙ্কা করছে সেই অজুহাতে ওরা হয়তো তোমার ওপর গুলি চালাতে পারে। তাই আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে তোমাকে খুঁজতে ভেতরে এসেছি, গ্রেগ।'

এক মুহূর্তে চুপ করে থেকে গ্রেগ কি যেন ভাবলো।

'স্যাম কি এখন বাইরে রয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আর একটুখানি আমার পাশে বসে থাকো—ঠিক অনেক দিন আগে যেমন পূর্বপ্রতিশ্রুতি মতো সিনেমা দেখতে এসে আমরা চুপচাপ বসে থাকতাম।'

লোলা ছোট্ট করে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। হাতে হাত জড়িয়ে দুজনে আরো খানিকক্ষণ চুপটি করে বসে রইলো। এক সময়ে গ্রেগ আস্তে আস্তে জিগেস করলো:

'স্যামের কি ইচ্ছে ছিলো তুমি ভেতরে আসো?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যিই কি ওদের ধারণা আমি সশস্ত্র?'

'আমি জানি তুমি নও গ্রেগ, কিন্তু ওদের ধারণা তাই-ই।'

'ওদের পক্ষে কোনো কিছুই ভেবে নেওয়াটা বিচিত্র নয়। কিন্তু ধরো আমি তোমার সঙ্গে বাইরে গেলাম, কিন্তু তাতেও ওরা যদি গুলি চালাতে শুরু করে?'

'না গ্রেগ, আমার তা মনে হয় না।'

'কেমন করে তুমি এত সুনিশ্চিত হচ্ছো, লোলা?'

'সুনিশ্চিত আমি হচ্ছি না গ্রেগ, এটা আমার ধারণা। এখন অন্তত এই নোংরা কাজটা ওরা করবে না। ওরা জানে স্যাম আমার সঙ্গে এসেছে এবং ও টিকিটঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা হয়তো তোমাকে খুন করতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে আমাকেও খুন করতে ঠিক সাহস পাবে না।'

'আমাকে অসম্ভব ভালো না বাসলে এই বিশ্বাস তোমার কখনই আসতো না, লোলা।'

'আমি তোমাকে সত্যিই ভীষণ ভালোবাসি, গ্রেগ।'

এত বেশি যে লোলার মনে হলো এই ভালোবাসার জন্যে সবকিছু, এমন কি জীবনটাও নির্দ্বিধায় বিলিয়ে দিতে পারে এবং লোকে কেন যে ভালোবাসতে পারে না ভাবতেই ওর অবাক লাগে।

'আমার সঙ্গে মরাটাই কিন্তু বড় কথা নয়, লোলা।' মৃদুভাষে গ্রেগ বললো।

'আমি জানি, গ্রেগ। তাছাড়া মরতে আমরা যাচ্ছি না।' একটু নীরবতার পর লোলা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। 'এভাবে ছাড়া এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অন্য কোনো উপায় ছিলো না।'

'তুমি যদি বলো আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'না গ্রেগ, না!' লোলা যেন আর্তনাদ করে উঠলো। 'তুমি গেলে আমিও যাবো। তুমি থাকলে আমিও থাকবো। ওঁদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। ওরা আমাকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় দিয়েছে। আমার বিশ্বাস ওরা এই চুক্তি ভঙ্গ করবে না।

গ্রেগ কাঁধ ঝাঁকালো। 'বেশ, চলো।'

'তার আগে আমাকে একটা চুমু দাও, গ্রেগ।'

গ্রেগ ওকে চুমু দিলো। আশেপাশের লোকরা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলো। ওদের এই চুমু দেওয়ার দৃশ্যটা একটা কালো ছায়া ফেললো পরদার গায়ে, কেউ অবশ্য চিৎকার-চেঁচামেচি করলো না। আসন থেকে উঠে পাশপথ ধরে ওরা দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। যেতে যেতে ম্লানস্বরে গ্রেগ বললো, 'আমি ভাবছি ছবিটা কিভাবে শেষ হবে!'

'হয়তো একদিন এসে আমরা দুজনে আবার দেখতে পাবো।'

'হয়তো, সোনামণি। আমাকে আর একবার চুমু খেতে দাও···'

পাশপথের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে গ্রেগ লোলাকে চুমু দিলো, ওর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভঙ্গুর ভাবে হাসলো।

মগ্ন-ম্লান স্বরে লোলা বললো, 'চলো, এবার যাওয়া যাক।'

গ্রেগ ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। 'বাচ্ছাদুটো কি খুব মুষড়ে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, কিছুটা তো বটেই।'

'আর রজার?'

'ওরই মন খারাপ হয়েছে সব চাইতে বেশি। তার ওপর আবার ওর স্কুলের দিদিমণির সঙ্গেও খানিকটা তর্কাতর্কি হয়ে গেছে আজ সকালে···হ্যাঁ, আজই তো সকালে। সত্যি, একটা দিন মনে হচ্ছে যেন কত যুগ আগের!'

'হ্যাঁ লোলা, আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে।'

'এখন কিন্তু আমার আর একটুও ভয় করছে না, গ্রেগ। সারাটা দিনের মধ্যে এই প্রথম আমার আর ভয় করছে না। অথচ এর আগে মনে হচ্ছিলো আমি যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে রয়েছি। এমন কি এখানেও, যখন আমি তোমাকে পাগলের মতো খুঁজছিলাম, তখনও আমার ভয় করছিলো, গ্রেগ। আচ্ছা, আমাকে দেখে তুমি খুশি

হওনি ?'

'খুব খুশি হয়েছি, লোলা। আমি সবে ভাবছিলাম চলে যাবো না থাকবো। কেননা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা ঘটতে চলেছে।'

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গ্রেগ নিবিড় করে লোলাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো, মর্মভেদী একটা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো ওর মুখের দিকে।

'ওহো, আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম', চকিতে লোলা বলে উঠলো। 'রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি ! তোমাকে কিন্তু কাঁধের ওপরে হাতদুটো তুলে যেতে হবে। তারপর টিকিট কাটার খুপরিটা থেকে দশফুট দূরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।'

'ঠিক আছে, লোলা ; ও নিয়ে তুমি কিছু ভেবো না।'

বাইরে বেরিয়ে গ্রেগ হাতদুটো কাঁধের ওপরে তুললো, তারপর দুজনে একসঙ্গে বারান্দার দিকে গেলো। থামার আগেই চারদিক থেকে বেশ কয়েকজন ওদেরকে ঘিরে ধরলো এবং বৃত্তটাকে ক্রমশই ছোট করে আনলো। নিজেকে শক্ত রেখে লোলা যতটা সম্ভব গ্রেগের গায়ের সঙ্গে মিশে থাকার চেষ্টা করলো। জনা কয়েক লোক গ্রেগের হাতদুটো চেপে ধরে লোলাকে পাশ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলো, তার-পর গ্রেগের হাতদুটো জোর করে পেছন দিকে মুড়ে হাতকড়া পরিয়ে সর্বাঙ্গ তন্নতন্ন করে তল্লাশ করে দেখলো।

লোলা লক্ষ্য করলো একটু তফাতে বেশ শান্ত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে কান গোটা দলটাকে নিঃশব্দে পরিচালনা করছেন। রাস্তার সামনে বা বারান্দায় ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো দুচারজন সবে যখন বুঝতে শুরু করেছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে, কিন্তু ভিড় জমিয়ে উত্তেজনা উপ-ভোগ করার আগেই, গ্রেগকে বারান্দার বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং প্রায় একই সঙ্গে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে আসা বড় কালো একটা সীডন গাড়িতে ঠেলে তুলে দেওয়া হলো।

লোলা তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতেই মিস্টার কান এগিয়ে এসে ওর পথ আগলে দাঁড়ালো, তারপর পরিমিত একটা হাসির রেখা ফুটিয়ে বললো, 'আজ আপনি সত্যিই মহৎ কাজ করেছেন, মিসেস গ্রেগ এবং আমি আগের সমস্ত ঘটনা ভুলে যেতে চাই। কিন্তু এখন আপনি আর ওঁর সঙ্গে যেতে পারেন না।'

'আমাকে অন্তত বিদায়টুকু জানাতে দিন।'

'না।'

স্যাম ফেল্ডবার্গার আগেই লোলার ঠিক কাঁধের কাছটিতে এসে দাঁড়িয়েছিলো, এবার কানকে বললো, 'ওঁকে বিদায়টুকু জানাতে দিন। এতে আপনাদের কি এমন ক্ষতি হবে?'

'আমাদের ব্যাপারে আপনাকে নাক গলাতে হবে না, মিস্টার ফেল্ডবার্গার। সারাদিনে আপনার অনেক দৌরাত্ম সহ্য করেছি।' এই প্রথম লোলা কানকে চটে উঠতে দেখলো।

'আমিও আপনাদের কম দৌরাত্ম সহ্য করিনি, মিস্টার কান।' স্যাম কিন্তু শান্ত স্বরেই জবাব দিলো। 'আপনার কৃতিত্ব দেখাবার যাকিছু সুযোগ সবই তো গ্রহণ করা হয়ে গ্যাছে। আপনি যাঁকে খুঁজ-ছিলেন, পেয়ে গ্যাছেন। কিন্তু উনি এঁর স্বামী। এঁকে অন্তত বিদায় জানাবার সুযোগ দিন।'

'নাঃ, সত্যিই আপনি অসহ্য…'

'বলতে চান, বলুন। কিন্তু একজন মহিলাকে বিদায় জানাতে দেবার মতোও সাহসটুকু কি আপনার নেই?'

ততক্ষণে ভিড় জমতে শুরু করেছে। কান গাড়িতে উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। স্যাম চেঁচিয়ে বললো, 'তুমি কিছু ভেবো না, গ্রেগ। কালই আমরা জামিনের ব্যবস্থা করবো।'

গাড়িটা ছেড়ে দিলো। ভিড়ের মধ্যে পথ করে স্যাম লোলাকে আগলে নিয়ে এগিয়ে চললো এভিনিউয়ের দিকে। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর লোলা হঠাৎ থমকে গেলো। স্যাম অবাক হয়ে ওর মুখের

দিকে তাকালো।

'কি ব্যাপার, হাসছো যে বড় !'

'তুমি ভাবছো আমার মাথা খারাপ হয়ে গ্যাছে, তাই না স্যাম ?'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি আমি সেটাই বুঝতে পারছি না ?'

'বিশ্বাস করো স্যাম, এখন যে আমার কি ভালো লাগছে, তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না ! নিজেকে আমার মনে হচ্ছে ভীষণ, ভীষণ সুখী ! কিন্তু কোথাও একটু বসতে না পারলে আমি হয়তো সত্যিই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বো।'

'একটু পান করলে কেমন হয় ?'

'পান ?' এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে লোলা কি যেন ভাবলো, তারপর ছোট্ট করে ঘাড় নাড়লো। 'বেশ, চলো ! যদিও আমাকে এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে, বাচ্ছাতুটোকে কোনো রকমে একজনের কাছে গছিয়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছি, তবু মনে হচ্ছে পান না করলে আমি বুঝি আর সত্যিই হাঁটতে পারবো না। আচ্ছা স্যাম, আমি কি টলছি ?'

'সামান্য একটু।'

প্রথম পানশালাটা চোখে পড়তেই ওরা ভেতরে ঢুকলো। স্যাম তুজনের জন্যেই স্কচের ফরমাস দিলো, শুধু নিজের জন্যে পরিমাণে দ্বিগুণ। পেয়ালাটা তুলে ঠেকাতে গিয়ে স্যাম লক্ষ্য করলো তার নিজেরও হাতটা কাঁপছে।

'আমার প্রিয় লোলার উদ্দেশ্যে।'

'গ্রেগের উদ্দেশ্যে, স্যাম।'

'সত্যি, তোমার মতো এমন সুন্দর আর তুঃসাহসী মেয়ে জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি, লোলা !'

'গ্রেগও কিন্তু সুন্দর আর তুঃসাহসী, স্যাম।'

'তোমরা তুজনেই খুব সুন্দর আর তুঃসাহসী, লোলা। আসলে কি জানো—জীবন তো সংগ্রামেরই একটা অংশ।'

সেই মুহূর্তে লোলা কোনো জবাব দিতে পারলো না। ওর মনে

হলো হুইস্কির উষ্ণ প্রবাহ ওকে বেশ খানিকটা স্বস্তি দিতে পারছে। স্যাম জিগেস করলো, 'এখন কি একটু ভালো লাগছে?'

'হ্যাঁ।' লোলা মুচকি মুচকি হাসলো। 'জানো, আমি যখন প্রথম গ্রেগকে খুঁজে পেলাম…'

'তার আগে তুমি আমাকে বলো তো', ওকে বাধা দিয়ে স্যাম বলে উঠলো, 'গ্রেগকে কেমন করে খুঁজে পেলে?'

'ওকে খুজে পাওয়াটা খুব একটা কঠিন ছিলো না, স্যাম। আমি আগে থেকেই জানতাম ও কোথায় কি ভাবে বসবে। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, আমি প্রায় একবারেই ওকে খুঁজে পেয়েছিলাম এবং ওর পাশে বসেও ছিলাম। সামান্য দুএকটা কথা ছাড়া আমরা প্রায় কিছুই বলিনি। এমন কি আমি ওকে জিগেসও করিনি—সারাটা দিন কোথায় ছিলো, কি করেছে। ওগুলো আমার কাছে আদৌ প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। আমার কাছে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিলো, আমি চেয়েছিলাম জীবিত অবস্থায় ও ওখান থেকে বেরিয়ে আসুক। তোমার কি মনে হয় স্যাম, এর পরেও ওরা ওর ক্ষতি করবে?'

'আমার তা মনে হয় না, লোলা। ওরা এখন ওকে থানায় নিয়ে গিয়ে জমা করবে, তারপর রাতটার জন্যে আটকে রেখে দেবে একটা কুঠরিতে। সকাল না হওয়া পর্যন্ত ওর জন্যে এখন আর কিছুই করা যাবে না। আর মন্ত্রবলে আমি যদি এখন কমিশনারকে রাজি করাতে পারিও—জামিনের জন্যে উনি এত অর্থ চেয়ে বসবেন…হয়তো কুড়ি হাজার ডলার, কিংবা তার চাইতেও বেশি, যা আমাদের পক্ষে কোনো মতেই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। তবে গ্রেগের জন্যে কাল আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো। ওরা হয়তো গ্রেগের সঙ্গে আমাকে দেখাও করতে দিতে পারে…'

'কাল ওরা আমাকে গ্রেগের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না, স্যাম?'

'নিশ্চয় দেবে, তবে কাল যদি আমরা ওর জামিনের জন্যে শুনানির ব্যবস্থা করতে পারি।'

উদ্বিগ্ন স্বরেই লোলা জিগেস করলো, 'কিন্তু স্যাম, ধরো…'

'লক্ষীটি লোলা, শোনো', অনুনয়ের ভঙ্গিতে স্যাম দ্রুত ওকে থামিয়ে দিলো। 'এ নিয়ে এখুনি এত উতলা হবার কোনো কারণ নেই। আমি জানি আমার সঙ্গে কথা না বলে গ্রেগ কোনো বিবৃতি দেবে না। তারপর যা করার আমরা তুজনে মিলে আলোচনা করেই স্থির করবো। এই তবে শুরু, এখনও দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের কোমর বেঁধে লড়তে হবে। প্রথমে সংগ্রহ করতে হবে জামিনের টাকা, তারপর আদালতের শুনানি, আবেদন আর জেরার পালা…এ সব মিটতে মিটতে হয়তো তুটো বছরই কেটে যাবে। স্নুতরাং এ নিয়ে পরে আলোচনা ও পরিকল্পনা করার আমরা যথেষ্ট সময় পাবো। এখন তুমি আার আমরা তুজনেই ক্লান্ত। সবার আগে একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার, তারপরেই যেটা ভাবতে হবে সে হলো টাকার কথা।'

'টাকার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না, স্যাম। টাকা যেভাবেই হোক ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। দরকার হলে আমি নিজে খেটে রোজগার করবো। গ্রেগ বেঁচে আছে, এটাই আমার কাছে সবচাইতে বড় সান্ত্বনা।'

'নিশ্চয়ই!' স্যাম ফেল্ডবার্গার বেশ জোর দিয়েই কথাটা উচ্চারণ করলো।

১৪

শহরে আসার জন্যে লোলা পাতালরেল ধরলো। কামরার দুলুনি আর সুনির্দ্দিষ্ট একটা ছন্দে ট্রেনটা ছুটে চলেছে। ধারের দিকের একটা কোণায় ও চুপটি করে বসে রয়েছে। চাপা ঠোঁটের প্রান্তে অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা আর সারা মুখের অভিব্যক্তিতে আলতো করে জড়িয়ে রয়েছে শিশুর মতো অবাক একটা বিস্ময়। শুধু যে বিপজ্জনক কোনো অভিযানে ঝুঁকি নিয়ে কাজটা সুসম্পন্ন করতে পেরেছে তাই নয়, নিজের অন্তর্লীন খুশিতে লোলা নিজেই অবাক হয়ে গেছে। এমন একটা কাজ ও করতে পেরেছে, যা ওর পক্ষে কোনোদিন করা সম্ভব বলে বিশ্বাসই করতে পারেনি—বিশেষ করে সারাটা দিন নিঃসীম হতাশায় একেবারে ম্লান হয়ে যাবার পরেও সেটা যে বাস্তবে রূপ নিতে পেরেছে, এর জন্যে লোলা প্রচ্ছন্ন একটা গর্ব অনুভব না করে পারছে না। আর সেই অনুভবে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে সারা শরীর, যেন অনুরণনিত হয়ে উঠছে ওর সমস্ত সত্তা—আমার স্বামী, আমার প্রেমিক, আমার নায়ক, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু এখনও বেঁচে আছে, আমি··· আমিই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছি!

হয়তো এমন একটা সময় ছিলো, যখন অসম্ভব ক্রোধের মধ্যেও লোলা বিশ্বাস করতে পারতো না যে ওর স্বামী এখন বন্দীশালায় রয়েছে, পাঁচ বছরের মেয়াদে জেল খাটছে আর ও বাচ্চাদুটোকে খাওয়াতে পরাতে, ঘর ভাড়ার টাকা জোগাতে জোগাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। তার ওপর জামিনের একগাদা টাকা আর মামলা চালানোর সুপ্রচুর খরচ তো আছেই। ভবিষ্যতও অস্বাভাবিক এক অজানা আশঙ্কায় ভরা। তবু লোলার মনে হলো, তুলনামূলক ভাবে সবকিছুরই মূল্য নির্ভর করে পারিপার্শ্বিকতার ওপর এবং এ পৃথিবীতে কোনোকিছুই চরম বা সীমাহীন নয়। সকাল থেকে সারাটা দিন ওর যেভাবে কেটেছে, সেই তুলনায় এখন থেকে কোনো কিছুই ওর কাছে

আর কঠিন মনে হবে না। একটা জিনিস খুবই সত্যি, আজ সকাল পর্যন্ত ও যা ছিলো, তা চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেছে—এখন ও অন্য কেউ, সম্পূর্ণ ভিন্ন, পোড় খেয়ে খেয়ে যতই শীর্ণ হয়ে যাক না কেন, ভাঙবে না। ওর কেনই জানি মনে হলো—এখন থেকে ও আর কখনও সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হবে না, কখনও ভরে উঠবে না পরিপূর্ণ হতাশার ম্লানিমায়।

বুকের অতল থেকে উঠে আসা একটা উষ্ণতা, একটা প্রচ্ছন্ন আত্ম-তৃপ্তি যেন ওকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছে আর ওর কাছে পৃথিবী-টাকে মনে হচ্ছে যেন বড়দিনের পরবের আগের সন্ধ্যার মতো। এমন কি কামরার মধ্যে, ওর আশে পাশে, কাজ থেকে ফেরা ক্লান্ত শ্রান্ত উদ্বিগ্ন-ব্যাকুল যে মানুষগুলো বসে রয়েছে, তাদেরকেও ওর মনে হচ্ছে ভারি সুন্দর। অথচ কেন ও তা নিজেই বুঝতে পারছে না, তবু ওর মনে হচ্ছে লোকগুলো সত্যিই ভারি সুন্দর।

তা বলে লোলার এই প্রচ্ছন্ন আত্মতৃপ্তি যে নিটোল একটা বৃত্ত দিয়ে ঘেরা তা কিন্তু নয়। মাঝে মাঝেই সূক্ষ্ম একটা অপরাধবোধ ওকে বিব্রত করে তুলছে—বন্দী হয়ে রয়েছে গ্রেগ, ও নয় এবং ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত গ্রেগ মুক্তই ছিলো। কিন্তু গ্রেগ তখন ভালো ছিলো, না এখন? গ্রেগ হলে কোনটে বেশি পছন্দ করতো? এ সম্পর্কে ওরা কোনো আলোচনা করেনি ঠিকই, তবু ওর মনে হলো প্রশ্নটা যতই সহজ হোক না কেন, জবাব দেওয়াটা নিশ্চয়ই অত সহজ নয়। কিন্তু ও যতটা ভাবছে, গ্রেগের কাছে ততটা কঠিন তো নাও হতে পারতো? গ্রেগের আসনে নিজেকে বসিয়ে বিচার করতে যাওয়াটা কি ঠিক? পরক্ষণেই লোলা যেন আর্তনাদ করে উঠছে—কি ঠিক, কোনটে ঠিক, আমি জানি না, আমি জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না! আমি শুধু চাই গ্রেগ বেঁচে থাকুক! আমরা বেঁচে থাকি! এর চাইতে বেশি আমি আর কিছু চাই না, কিচ্ছু না!

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনটা থেমে যেতেই লোলা নেমে

পড়লো, তারপর সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলো। বাড়ির পথ ধরে দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে লোলা নিজের মনেই মহড়া দিতে শুরু করলো বাচ্চাত্নটোকে কি বলবে, বিশেষ করে রজাকে কি ভাবে সামলাবে। ও যে গ্রেগকে দেখেছে, ছুঁয়েছে, এমন কি চুমুও দিয়েছে—একথা রজার বিশ্বাস করবে কি করবে না বলা খুবই মুশকিল। তবু লোলার মনে হলো কাল রজারকে স্কুলে না পাঠিয়ে ছুজনকে নিয়েই আদালতে জামিনের শুনানি শুনতে যাবে। গ্রেগ যে পরিস্থিতিতেই থাকু না কেন, বাপির সঙ্গে ওদের দেখা হওয়া উচিত। মুখে বলার চাইতে সরাসরি দেখা হওয়াটা অনেক ভালো। হয়তো নতুন এক ধরনের বাবা-মার সঙ্গে ওদের পরিচয় ঘটবে, তবু যত তাড়াতাড়ি ওরা এটাকে মানিয়ে নিতে পারে ততই শুভ?

রাস্তা পেরিয়ে বাড়িতে ঢোকার ঠিক মুখেই লোলা দেখতে পেলো চাওড়া কাঁধ, প্রকাণ্ড চেহারার একজন নিগ্রো দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ে চামড়ার বহির্বাস, পরণে তেলচিটে পড়া পাজামা। লোলাকে এগিয়ে আসতে দেখে লোকটা প্রবেশ পথের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে টুপি খুলে অভিবাদন জানালো এবং জানতে চাইলো ও মিসেস গ্রেগ কি না। চেহারাটা রুক্ষ আর বিরাট হলেও, তার কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়া বিনম্র ভঙ্গিটুকু লোলাকে বিস্মিত না করে পারলো না। তাই অস্ফুটে ও বললো ঃ

'হ্যাঁ, আমিই লোলা গ্রেগ।'

'তাহলে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি!' লোকটা বললো। 'আমি ওপরে গেছলুম, ঘন্টি দিতে একজন ভদ্রলোক বললেন আপনি বাইরে গ্যাছেন। তাই ভাবলুম নিচে একটু অপেক্ষা করি। গ্রেগের সঙ্গে একই কারখানাতে কাজ করি।'

'ও!'

'সারাদিন আপনার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা গ্যাছে। আপনার মনের অবস্থা খুব সহজেই বুঝতে পারছি, মিসেস গ্রেগ। তাই

আপনার বেশি সময় আমি নষ্ট করবো না।'

'না না, ঠিক আছে। ও নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না।'

'এখন থেকে আপনাকে আর বাচ্ছাছুটোকে হয়তো খুবই দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে হবে। সেই কথা ভেবে আমরা গ্রেগের জন্যে সামান্য কিছু সংগ্রহ করেছি। প্রয়োজনের তুলনায় এটা কিছুই না। কিন্তু যেহেতু আমি আর্তত্রান সমিতির সম্পাদক, তাই ভাবলুম আমার নিজেরই গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করা উচিত। এটা আপনি রেখে দিন, মিসেস গ্রেগ।'

একটা খাম লোকটা লোলার দিকে এগিয়ে দিলো।

'ধন্যবাদ।' খামটা নিয়ে লোলা লোকটার মুখের দিকে তাকালো। 'সত্যি, আপনাকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো···'

'না না, মিসেস গ্রেগ, ওভাবে বলবেন না। যদিও টাকাটা খুবই সামান্য, তবু অনুগ্রহ করে একটু গুনে নিন। ছুশো বারো ডলার আছে।'

'গুনে নেবার কোনো প্রয়োজন নেই।' লোলার ছুচোখ তখন জলে ভরে উঠেছে। 'আপনার নামটা কিন্তু এখনও শোনা হয়নি।'

'আমার নাম অ্যাডাম বার্ক। হয়তো গ্রেগের কাছে নামটা শুনেও থাকতে পারেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি।'

'কমিউনিস্ট হিসেবে ওর আদর্শের সঙ্গে আমরা সবাই যে সম্পূর্ণ একমত, এমন নাও পারে। তবু কারখানায় এমন একটা লোকও নেই যে ওকে ভালোবাসে না। গ্রেগের মতো সুন্দর মানুষ, এমন আদর্শবান একজন শ্রমিক, যে খুব সহজেই বুঝতে পারে কোনটে ঠিক, কোনটে ভুল···আমি হয়তো আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না···'

'আমি বুঝতে পারছি, মিস্টার বার্ক।'

'শ্রমিকরা সবাই গ্রেগকে অসম্ভব ভালোবাসে। ওরা সবাই আমাকে ওদের হয়ে আপনাকে শুভেচ্ছা জানাতে বলেছে। কোনো মানুষের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া বা আত্মগোপন করে থাকাটা খুবই নিঃসঙ্গ আর

কষ্টকর। তবু গ্রেগ যখন পালাবে বলেই স্থির করেছে, ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করি ওরা যেন ওকে কোনোদিনই না ধরতে পারে।'

মৃদুভাষে লোলা বললো, 'একটু আগেই ওরা ওকে ধরেছে।'

'কি বল্লেন?' লোকটা যেন আর্তনাদ করে উঠলো। 'না না, তা হতে পারে না!'

'কিন্তু আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন, মিস্টার বার্ক।'

'কোথায়? কেমন করে?'

লোলা তখন সংক্ষেপে প্রায় সমস্ত ঘটনাটাই বললো। অ্যাডাম প্রতিটা শব্দ খুব মন দিয়ে শুনলো। সব শোনার পর লোলার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়তে নাড়তে সে বললো, 'ওখানে গিয়ে আপনি ভালোই করেছেন। পুলিসের হাতে যখন বন্দুক থাকে আর বুকের মধ্যে ঘৃণা পুষে রাখে, তখন তার ফলাফলটা কখনই শুভ হতে পারে না। গ্রেগের কোনো ক্ষতি হয়নি জেনে সত্যিই খুব খুশি হলুম।'

'এর জন্যে আমারও খুব ভালো লাগছে,' সহজ করেই লোলা বললো। 'হয়তো অনেকে আমাকে স্বার্থপর ভাবতে পারেন। কিন্তু ও যদি পালিয়ে বেড়াতো আর ছায়ার মতো অনুসরণ করে পুলিস ওকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরতো—আমি কিছুতেই স্বস্তি পেতাম না, রাত্তিরে একটুও ঘুমোতে পারতাম না। এই নিষ্ঠুরতার কথা আগে কখনও ভাবিনি, আজই এই প্রথম উপলব্ধি করতে পারলাম। যে মানুষটাকে আপনারা এত ভালোবাসেন, তাকে যদি অরণ্যের মধ্যে দিয়ে বন্য একটা পশুর মতো তাড়িয়ে নিয়ে ফেরা হয়…'

'নিশ্চয়, আপনি ঠিকই বলেছেন, মিসেস গ্রেগ। কখন যে কার দিকে বন্দুক উঁচানো থাকবে সে নিজেই জানতে পারবে না। শিকারকে নিয়ে শিকারীদের এই খেলা নিষ্ঠুর বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'আমি খুশি এই একটি মাত্র কারণে যে ও বেঁচে আছে। হাজতে আছে, তবু এখনও বেঁচে আছে।'

'নিশ্চয়। জীবনে বেঁচে থাকা মানেই অনেক কিছু।'

'যদিও এই সবে শুরু—কেননা ওরা যখন ওকে ধরতে পেরেছে, ওর অপরাধ প্রমান করারও চেষ্টা করবে এবং ব্যাপারটা খুব সহজে মিটবে বলে মনে হয় না। তবু আমি ওর জন্যে, ওরই সঙ্গে লড়াই করবো।'

'শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে আসছে, মিসেস গ্রেগ।' বিনম্র ভঙ্গিতে অ্যাডাম আবার অভিবাদন জানালো। 'গ্রেগ যেমন সুন্দর, তেমনি ও সুন্দর স্ত্রীও পেয়েছে। জানবেন ওর বন্ধুর সংখ্যা খুব একটা কম নয় এবং তারা আপনারও বন্ধু। অনুগ্রহ করে শুধু এই কথাটা মনে রাখবেন, মিসেস গ্রেগ।'

লোলা অস্ফুটে শুধু বললো, 'মনে রাখবো!'

শুভরাত্রি জানিয়ে, মাথায় টুপিটা চাপিয়ে অ্যাডাম বড় বড় পা ফেলে রাস্তটা অতিক্রম করে গেলো। লোলা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেদিকে তাকিয়ে রইলো। ওর চিবুক বেয়ে তখন নেমে এসেছে অশ্রুধারা, বিহ্বল-জড়িমা স্বরে ও নিজের মনেই বলে চলেছে, 'মনে রাখবো! মনে রাখবো! মনে রাখবো!'

১৫

বাচ্ছাছুটো এখনও জেগে থাকতে পারে ভেবে, চোখ মোছার পরেও, লোলা ব্যাগ থেকে ছোট আয়নাটা বার করে মুখখানা একবার দেখে নিলো। ওদের সামনে যতটা সম্ভব শান্ত আর সুস্থির ভাবেই উপস্থিত হতে হবে। এখন থেকে বাচ্ছাছুটোর প্রতি ওর ব্যবহার, প্রতিটা পদক্ষেপ এমন সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে ফেলতে হবে, যাতে ওরা কোনো মতেই না বিহ্বল হয়ে পড়ে। নতুন যে সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তার জন্যে ওদেরকে যেন ব্যথা পেতে না হয়।

নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে হঠাৎ অ্যাডাম বার্কের কথাটা মনে পড়ে যেতেই লোলা অবাক হয়ে ভাবলো— লোকটা কে হতে পারে যে বললো ও এখন বাইরে গেছে! একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই ব্যাগ বন্ধ করে লোলা ত্রস্ত পায়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, অ্যাডামের মতো সর্তক আর অনুভূতিপ্রবণ মানুষ যখন লোকটাকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেনি, তখন ওরও তেমন ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। তবে একটা জিনিস ও কিছুতেই স্পষ্ট করে স্মরণ করতে পারলো না দরজায় চাবি দিয়েছিলো কি না! নিশ্চয়ই দেয়নি, নইলে লোকটা ভেতরে ঢুকলো কেমন করে?

দরজা ঠেলে বৈঠকখানায় প্রবেশ করতেই যাঁর সঙ্গে চোখাচুখি হলো তিনি ডাক্তার ফ্রিমণ্ট। ওঁর চোখের দৃষ্টিতে মৃদু একটা ভর্ৎসনার ছায়া। কোট খুলে জামার হাতা গুটিয়ে, রজারের উলটো দিকের একটা কুর্সিতে বসে, কেমন করে রক্তের চাপ নিতে হয় উনি নাতিকে বোঝাচ্ছিলেন। লোলা অনেক দিন বাপিকে দেখেনি, এত সুদীর্ঘদিন যে বয়েসের তুলনায় উনি কতটা বুড়িয়ে গেছেন এখন সেটাই স্পষ্ট চোখে পড়ছে। চুলে আরও বেশি পাক ধরেছে, কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে গোঁফজোড়া, গভীর হয়েছে কপালের বলিরেখা, ঢালু কাঁধের হাড়ছটো

এখন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বাপিকে দেখে ছুটে আসতেই ডাক্তার ফ্রিমণ্ট আসন ছেড়ে উঠে মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর আদর করতে করতেই র্ভৎসনার সুরে বললেন, 'উঁহু, তুমি কিন্তু কাজটা একটুও ভালো করোনি। সবার আগে তোমার উচিত ছিলো আমাকে খবর দেওয়া। মেয়ের যখন এই দুঃসময়, তখন বুড়ো মানুষটারও তো একটু ইচ্ছে করে সাহায্য করার। যাই হোক, আমার পক্ষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছিলো আমি এসেছি।'

'কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে বাপি?'

'খবরের কাগজ আর বেতারের দৌরাত্মে সারা পৃথিবী এখন জেনে গ্যাছে, আর আমার মেয়ের খবর আমি জানতে পারবো না?'

'আশা করি তুমি খুব একটা আঘাত পাওনি, বাপিসোনা?'

'আঘাত পাবো? আমি! আরে না না···হাতের কাছে লড়াই করার এমন একটা সুযোগ পেয়ে এখন মনে হচ্ছে আমার দশটা বছর বয়েস যেন কমে গেছে। কিন্তু নিজের কথা থাক, গ্রেগের খবর এখনও কিছু জিগেসই করতে পারিনি—ওরা কি ওকে খুঁজে পেয়েছে?'

'হ্যাঁ, একটু আগেই ওরা ওকে ধরেছে।'

'বাপির কিছু হয়নি তো?' উদগ্রীব হয়ে রজার জানতে চাইলো।

প্রায় একই সঙ্গে ব্যথাহত স্বরে ডাক্তার ফ্রিমণ্ট বলে উঠলেন, 'দুঃখিত···সত্যিই আমি অসম্ভব দুঃখিত, লোলা! ওরা যে গ্রেগকে ধরতে পারবে আমি ভাবতেই পারিনি। কেননা আমি মনে মনে চেয়েছিলাম গ্রেগ ওদের নাকে দড়ি দিয়ে ছোটাক, আর ওরা বোঝার চেষ্টা করুক সবাই সমান নয়।'

ছেলের পাশে, একেবারে গা ঘেঁষে বসে, সরাসরি তার চোখে চোখ রেখে লোলা রজারের প্রশ্নের জবাব দিলো, 'না সোনামণি, তোমার বাপির কিছু হয়নি। তোমার বাপি ভালো আছে। আমি নিজে ওকে দেখেছি, এমন কি তোমাদের হয়ে ওকে চুমুও দিয়েছি।'

'তাহলে বাপি মরে যায়নি তো?'

'না, রজার। ঠিক যেমন তোমার দাহু, তুমি, আমি বেঁচে আছি, তোমার বাপিও ঠিক সেই রকম বেঁচে আছে।'

হঠাৎ বাপির বিষণ্ণ ম্লান মূর্তিটার ওপর চোখ পড়তেই লোলার মনটা করুণায় ভরে উঠলো। মনে হলো উনি যেন রজারের চাইতেও বয়েসে ছোট, যেটুকু উত্তেজনা আর আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাও যেন একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। উচ্চাশা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেটুকু ঘৃণা তখনও অবশিষ্ট ছিলো, কে যেন একটা ফুঁয়ে তা নিভিয়ে দিয়েছে। গ্রেগের ধরা পড়ার খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওর যৌবনের সোনালী পাখিটা মুখ থুপড়ে পড়েছে মাটিতে, কেননা এতদিন ওঁর ক্লান্ত হৃদয় পৌরষদীপ্ত গ্রেগের সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ পায়ে ঘুরে বেড়িয়েছে শহর থেকে শহর আর পাহাড়ের যত দুর্গম পথে, যেন কোনো শক্তিই আর ওঁকে ফিরিয়ে আনতে পারে না মৃতের সাম্রাজ্যে।

লোলা মনে মনে ভাবলো—এই ওর বাপি, ক্লান্ত রিক্ত হারিয়ে যাওয়া একটা মানুষ। ছোট্ট একটা শহরে ডাক্তারি করতে করতে যাঁর সারাটা জীবনই প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, মানুষের প্রতি ভালোবাসার টানে এখনও যতটুকু করেন, তাতে দারিদ্রের সীমাকে অতিক্রম করা যায় না বললেই চলে। একটু আগেই উনি জানতে চেয়েছিলেন, আমি কেন ওঁকে ডাকিনি। ডাকিনি যেহেতু মনের দিক থেকে আন্তরিকভাবে ডাকতে চাইনি, কেননা আমি জানি উনি আর ওঁর সেই পৃথিবী এখন মৃত, শুধু বেঁচে আছে আমার সেই শৈশবের স্মৃতি। তবু উনি এখন এখানে রয়েছেন, ওঁর কবোষ্ণ অস্তিত্বে ভরে উঠেছে সারা ঘর, এর জন্যে আমি খুশি। ওঁকে ডাকিনি বলে আমার কোনো অপরাধবোধ বা বিষণ্ণতা কাজ করছে না—প্রকৃত পক্ষে ওঁকে ডাকিনি, যেহেতু আমি চাইনি আমার দুঃখের বোঝা ওঁর শীর্ণ কাঁধদুটোয় আরও ভারি হয়ে চেপে বসুক।

'তারপর কি হলো, মামণি?' রজার জিগেস করলো।

ডাক্তার ফ্রিমণ্টও এমন ভাবে মাথা হেলিয়ে, ভ্রূ বেঁকিয়ে, মেয়ের দিকে তাকালেন, যেন উনিও জানতে চান পুলিসের সঙ্গে গ্রেগের লড়াইটা কেমন জমলো। লোলার কেনই যেন মনে হলো—হলিউডিয় চলচ্চিত্রে কোনো শিশু যেমন আশা করে, এক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি শুনলে উনি হয়তো হতাশই হবেন। তবু যা যা ঘটেছিলো লোলা ওদের সব বললো, কেননা ও চেয়েছিলো রজারও শুনুক। তাই প্রায় কোনো খুটিনাটি বর্ণনা বাদ না রেখেই ও বললো কেমন করে গাড়িতে লোকগুলোর সঙ্গে দেখা করলো, কেমন করে ও প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে গেলো, কেমন করে ও গ্রেগকে খুঁজে পেলো।

চোখ বড় বড় করে মার মুখের দিকে তাকিয়ে রজার যেভাবে হাঁ করে শুনছিলো, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় মনের মধ্যে বাপির প্রতিটা ছবিকে সে জীবন্ত করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, বাবা-মাকে সে যেন এই প্রথম নতুন করে আবিষ্কার করারও চেষ্টা করছে। ডাক্তার ফ্রিমণ্ট, যিনি এতক্ষণ ঠোঁট কামড়ে প্রতি মুহূর্তে হাতের মুঠো পাকাচ্ছিলেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত না বলে পারলেন না :

'সত্যি লোলা, আমি ভাবতেই পারছি না—আজ আমার মেয়ে এমন একটা কিছু করতে পেরেছে, যা করতে গেলে সত্যিকারের বুকের পাটা থাকা দরকার।'

'না বাপি, আমি কিন্তু তেমন কিছুই করতে চাইনি। আমি চয়েছি শুধু গ্রেগকে। আমি চাই ও বেঁচে থাক।'

'আমিও বাপিকে চাই।' রজার বললো।

'কাল তুমি আমি, আমরা তুজনে তোমার বাপিকে দেখতে যাবো। কিন্তু এখন শোবে চলো, তোমার ঘুম পেয়ে গ্যাছে।' তারপর বাবার দিকে ফিরে লোলা বললো, 'তুমি কিছু মনে কোরো না বাপি, আমি রজারকে ঘুম পাড়িয়ে মিনিট পনেরোর মধ্যেই আসছি। এর মধ্যে কেউ যদি ফোন করে তুমি একটু ধোরো। বোলো সব ঠিক আছে, গ্রেগের কোনো ক্ষতি হয়নি, ও এখন হাজতে রয়েছে।'

রজারকে নিয়ে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে লোলা জিগেস করলো—ও আর পেটি কিছু খেয়েছে কিনা। রজার বললো মিসেস শোয়ার্টজ্ খুব ভালো, উনি যত্ন করেই ওদের দুজনকে খাইয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনেক গল্পও বলেছেন। লোলার তখন মনে পড়লো শোয়ার্টজদের অতি অবশ্যই একবার ধন্যবাদ জানিয়ে আসা উচিত ছিলো, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। ঠিক আছে, আর একটু পরে সময় পেলেই এই প্রয়োজনীয় কাজটা ঠিক সেরে আসবে।

পোশাক পালটাবার সময় রজার জানতে চাইলো হাজত কেমন, দূরদর্শনে যেমন দেখায় ঠিক সে রকম কি? বাপি কি সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে? তখন বড় বড় জোরালো আলোগুলো চারদিকে ঘুরবে, ঢং ঢং করে পাগলা-ঘন্টি বাজবে, আর তারপরেই কি গুলির শব্দ শোনা যাবে? রজার একের পর এক প্রশ্ন করে চলেছে আর লোলা আপ্রাণ চেষ্টা করছে প্রতিটা প্রশ্নেরই জবাব দিতে—জামিন কি, কি ভাবে শুনানি হয়। যদিও লোলা সুনিশ্চিত নয়, রজারের কাছে প্রতিটা ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট কিনা, তবু যতটা সম্ভব প্রতিটা বর্ণনাকেই ও প্রাঞ্জল করে তোলার চেষ্টা করছে। রজারের পাশের বিছানায় পেটি ঘুমোচ্ছে, বাচ্চারা যেমন শিথিল ভাবে হাত-পা ছড়িয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, ঠিক তেমনি ভাবে।

'আমি কি কাল স্কুলে যাবো?' রজার জিগেস করলো।

লোলা বললো, 'না, কাল নয়, পরের দিন?'

রজারের মুখ দেখে মনে হলো যেন কোনোদিনই স্কুল না যেতে হলে সে খুশি হতো। লোলা মনে মনে ভাবলো দূরদর্শনের কল্যাণে মানুষের মনের সুন্দর সুকোমল ভাবনাগুলো ধীরে ধীরে কেমন যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, আজকালকার দিনে ছেলেমেয়েরা সূর্যাস্তের পরিবর্তে বোমা বিস্ফোরণের দৃশ্যকেই বেশি পছন্দ করে।

ছেলের ওপর ঝুঁকে, তার নরম চুলে হাত বোলাতে বোলাতে লোলা গুনগুনিয়ে একটা ঘুমপাড়ানি গান গাইছে। বাইরের ঘরে

দূরভাষের ঝনঝনানি শোনা গেলো। বৃদ্ধ চাপা স্বরে বুঝিয়ে বলছেন উনি কে এবং এখন আর কোনো অসুবিধে নেই, কেননা গ্রেগকে ওরা খুব সহজেই ধরতে পেরেছে, ও এখন অক্ষত অবস্থাতেই হাজতে রয়েছে। লোলার মনে হলো শব্দগুলো যেন ঠিক এই রকম শোনাচ্ছে —যাও, শুতে যাও, লক্ষ্মীটি ; একটুও দুষ্টুমি কোরো না, ভালোভাবে ঘুমোও। লোলা অবাক হয়ে ভাবলো—এখন ওর কাছে রজার যা, একদিন বৃদ্ধ মানুষটার কাছে ও-ও তাই ছিলো। লোলার ছেলে-বেলায় উনি কি অসম্ভবই না সুন্দর ছিলেন। ওঁর দক্ষতা আর নিপুণ তৎপরতায় লোলা মুগ্ধ হয়ে যেতো। উনি যেমন ভণ্ডামিকে ঘৃণা করতেন, তেমনি যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ছিলো অপরিসীম। সেই মানুষটা আজ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছেন। গ্রেগ একবার বলেছিলো, 'উদারনীতির মৃত্যুই আমাদের যুগের সবচাইতে কলঙ্কময় অধ্যায়।' কিন্তু লোলা আজও বুঝতে পারে না কি এমন কালব্যাধি এমন সুন্দর মানুষটাকে গ্রাস করলো, যার জন্যে উনি আজ সমস্ত অন্যায় অবিচার নীরবে মুখ বুজে সহ্য করে চলেছেন ! তাহলে কি আমাদের জীবনের শেষ পরিণতিটাও ঠিক এই রকম হবে ?

ঘুমোও, ঘুমোও লক্ষ্মীসোনা আমার, ভালোভাবে ঘুমোও। বাতি নেভানো ঘরের আবছা আঁধারে লোলা দেখলো রজারের চোখের পাতা ধীরে ধীরে মুদে আসছে। আজও লোলা আর্তস্বরে নিজের মনে বলে উঠলো, 'তোমাদের পৃথিবীটা যেন আমার মতো না হয়। এ পৃথিবীতে তোমরা সুন্দর একটা বাগানের মতো বেড়ে ওঠো।' পেটি আর রজারের জন্যে সেই বাগানটা কি সত্যিই পত্রপুষ্পে, পল্লবে আর পাখপাখালির গানে স্বচ্ছল হয়ে উঠতে পারবে ? আজ রাতে ওরা কিসের স্বপ্ন দেখবে ? আজ রাতে লোলা যদি ঘুমোয়, ও কিন্তু স্বপ্ন দেখবে—হাঙরের চামড়ার পোশাক পরা কিছু মানুষ, কারো হাতে পেটমোটা ঝোলানো ব্যাগ, কারো চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, কেউ বা স্বংয়ক্রিয় বন্দুকের চ্যাপটা বাঁটটা শক্ত করে চেপে রেখেছে বগলের নিচে। না না, এখন

এসব ও আর কিছু ভাববে না। ঘুমোও, তুমি ঘুমোও সোনামণি আমার! উঠতে গিয়ে লোলার মনে হলো ও কি অসম্ভব ক্লান্ত।

চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লোলা আলতো করে দরজাটা বন্ধ করে দিলো আর তখনই বসার ঘরের উজ্জ্বল আলোয় ওর চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেলো, নাকে এলো সদ্য তৈরি কফির চড়া গন্ধ। রান্নাঘরে এসে দেখলো ডাক্তার ফ্রিমণ্ট পেয়ালায় কফি ঢালছেন, টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে মাখন মাখানো রুটি, পনীর আর ঠাণ্ডা মাংসের পুর দেওয়া স্যাণ্ডউইচ। লোলাকে দেখে উনি বললেন ঃ

'আশা করি তোমার এখনও পর্যন্ত কিছু খাওয়া হয়নি?'

'না, বাপি। তবে আমার কিন্তু একটুও খিদে নেই।'

'রজার কি ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে অন্তত সামান্য কিছু খাবার চেষ্টা করো। না-খাওয়ার তোমাদের এই যে আধুনিক বদ অভ্যেস, এটা আমি আবার কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। দেহ যখন অচল হয়ে পড়ে, তখন খাদ্যের চাইতে বড় ওষুধ আর কিছু নেই।'

'ঠিক আছে বাপি, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো।'

আসার সময় ডাক্তার ফ্রিমণ্ট খালি হাতে আসেননি, সঙ্গে এনেছিলেন প্রচুর খাবার-দাবার আর হুইস্কির বেশ বড় একটা বোতল। শুধু স্যাণ্ডউইচ নয়, আর এক পেয়ালা হুইস্কির জন্যেও উনি রীতিমতো জেদ ধরলেন। খানিকটা উষ্ণ পানীয় পেটে পড়ার পর লোলার মনে হচ্ছে ও যেন বেশ ঝরঝরে আর স্বস্তি অনুভব করছে। তার চাইতেও বড় কথা, বাপির অকৃত্রিম সান্নিধ্য ওকে এমন এক ধরনের নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে পারছে, যা সারাটা দিনে ও মুহূর্তের জন্যেও অনুভব করেনি। খেতে পারবে না ভেবেও লোলা খাবারের প্রায় সবটুকুই শেষ করে ফেললো। ডাক্তার ফ্রিমণ্ট নিজে মেয়ের পেয়ালায় কফি ঢেলে দিলেন।

লোলা বললো, 'তুমি আসায় আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি, বাপি।'

'নিশ্চয়ই। তোমার মা যা পারতো, সেই তুলনায় আমি হয়তো তোমাকে কোনো সাহায্যই করতে পারবো না। তবু দুজনের কেউ না থাকার চাইতে একজন থাকা তো ভালো।'

'মা মারা যাবার পর থেকে তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে, তাই না বাপি?'

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে খুবই নিঃসঙ্গ লাগে। তখন অত বড় বাড়িটা এমন খাঁ খাঁ করে…'

লোলা দ্রুত বাধা দিলো, 'দোহাই বাপি, ওসব কথা বোলো না, আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।'

'বলতাম না, যদি না আমার ছেলেদুটো এমন অমানুষ হতো। বিশেষ করে রবার্টটা যদি গ্রেগের মতো অর্ধেক মানুষও হতো।'

'এ তুমি কি বলছো, বাপি!'

'ঠিকই বলছি, লোলা।'

'সত্যি, রবার্টকে যে কত বছর দেখিনি!'

'কিন্তু তুমি তো আর জানো না যে তোমাকে দেখলে ওর সোনার নীড় গাছের পাতার মতো থরথর করে কেঁপে উঠবে।'

'বা-পি!' লোলা সরাসরি ডাক্তার ফ্রিমণ্টের চোখে চোখ রাখলো। 'তুমি কি আজ ওখানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'সেকি! কেমন করে?'

'কেন, খুব সহজেই। ফ্ল্যাটের নম্বর খুঁজে সোজা ওর বাড়ির দরজায় গিয়ে ঘন্টি বাজালাম। লোকে যতটা বলে, সেই তুলনায় পার্ক এভিনিউ আমাকে আদৌ মুগ্ধ করতে পারেনি। কেননা আর যাই হই না কেন, অসম্ভব গেঁয়ো আমি নই। আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সংক্রান্ত চক্রে যোগ দিয়ে একদিন আমিও উডরো উইলসনের সঙ্গে হোয়াইট

হাউসে মধ্যাহ্নভোজ সেরেছিলাম। অবশ্য একথা সত্যি, রবার্টের মতো কখনও বছরে আশি হাজার ডলার রোজগার করতে পারিনি···আর সেটা সম্ভবও নয়, কেননা ওর মতো বড় শল্যচিকিৎসক আমেরিকায় খুব কমই আছে। তবু অধিকাংশ সময়ে যদি ব্যবসায় টাকা খাটানো কথা না ভাবতো, তাহলে ডাক্তার হিসেবে ও আরও অনেক অনেক বড় হতে পারতো।'

'কিন্তু আজ তুমি ওখানে কেন গিয়েছিলে বাপি, আমাকে শুধু সেই কথাটা বলো?'

'যেহেতু আমার টাকার প্রয়োজন ছিলো। আজ ও টেকসাসের কটিপতির কোনো মেয়েকে বিয়ে করে বড়লোক হতে পারে, কিন্তু ওকে ডাক্তারি পড়াতে গিয়ে আমাকে শেষ কপর্দকটা পর্যন্তও ব্যয় করতে হয়েছিলো। আমি জানতাম তোমার মার রোগটা ক্যান্সার, তবু ওর পড়াশোনার কোনো ক্ষতি হোক আমি চাইনি। তোমার মা যখন মারা গেলো, আমার তখন কবর দেবার মতোও সামর্থ ছিলো না। অথচ আমি ওর কাছে হাত পাতিনি, একটা কানাকড়িও সাহায্য চাইনি। হ্যাঁ, আমি জানি, তুমি টাকা পাঠিয়েছিলে···সাধ্যের অতিরিক্তই পাঠিয়েছিলে। কিন্তু রবার্ট পাঠায়নি। ও ধরেই নিয়েছিলো, আমি যদি ওকে শল্যচিকিৎসক হবার মতো যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে পারি আর টমাসকে রুদগারস্-এ রাখার মতো খরচ জোগাতে পারি, তখন আমার স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচও জোগাতে পারবো। আজ রাতে, এই এখন ছাড়া, এসব কথা আমি আর কখনও কাউকে বলিনি। আমার ধারণা এতদিনে ওদের কাছে আমার নিশ্চয়ই কিছু পাওনা হয়েছে এবং আজ আমি সেটাই চাইতে গিয়েছিলাম।'

'তোমার ওখানে যাওয়াটা ঠিক হয়নি, বাপি!' যেন স্বগত স্বরেই লোলা বললো। 'তাহলে এ বয়েসে তোমাকে আর নতুন করে আঘাত পেতে হতো না।'

ডাক্তার ফ্রিমণ্ট অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

'তুমি কেমন করে জানলে যে আমি আঘাত পেয়েছি ?'

'আমি জানি। তোমার মুখ দেখলেই আমি বুঝতে পারি, বাপি।'

সেই মুহূর্তে বৃদ্ধ কোনো জবাব দিলেন না, বরং ধীরে সুস্থে পুরনো একটা নলে বেশ খানিকটা তামাক ঠেসে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ওটাকে ধরিয়ে নিলেন, তারপর গল গল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। বহুকাল পরে লোলা নিশ্বাসে ভারি মিষ্টি আর পরিচিত একটা গন্ধ পেলো।

বেশ খানিকটা নীরবতার পর ডাক্তার ফ্রিমণ্টই প্রথম ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, 'কেউ বিশ্বাস করবে কি না ঠিক জানি না, কিন্তু গ্রেগকে আমি রীতিমতো শ্রদ্ধা করি। মাঝে মাঝে আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে—তোমাদের ভাবনা, তোমাদের জীবনযাত্রা, তোমাদের এই যে আদর্শ, এর প্রকৃত রহস্যটা কি ··'

'এর মধ্যে কোথাও কোনো রহস্য নেই, বাপি।'

'না না, আমি ঠিক এভাবে বলতে চাইনি। এটা আমার নিছক কৌতূহল নয়। আমি এর প্রকৃত সত্যিটাকে জানতে চাই, বুঝতে চাই, নিজের মতো করে অনুভব করতে চাই।'

মুখোমুখি আসনে বসে থাকা বৃদ্ধ মানুষটাকে লোলা যেন চিনতে পারলো না। অবাক হয়ে ভাবলো রবার্টের বাড়িতে কি এমন ঘটতে পারে যা ওঁকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। ওঁদের তুজনের সম্পর্ক কি এমনই ভঙ্গুর যে উনি আর কোনো যোগসূত্রই খুঁজে পাচ্ছেন না ? লোলা মনে মনে সর্তক হয়ে উঠলো যাতে ওর জন্যে ওঁকে আবার নতুন করে কোনো আঘাত না পেতে হয়। তাছাড়া ওঁর প্রশ্নের জবাব দেওয়াও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। একটা পদক্ষেপের পর আর একটা পদক্ষেপ, তারপর আর একটা—এমনি ভাবে সারাটা জীবন ধরে বিস্তীর্ণ যে পথ, তাকে ও যুক্তি দিয়ে বোঝাবে কেমন করে ? বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জীবনের অনেকখানি পথ অতিক্রম করে এসে যে সত্যকে ও একবার উপলব্ধি করতে পেরেছে, এই মুহূর্তে, অল্প তু একটা কথায়

তার প্রকৃত অর্থকে ওর পক্ষে কেমন করে বুঝিয়ে বলা সম্ভব? তবু ঠোঁটের কোণে ম্লান একটুকরো হাসি ফুটিয়ে ও বললো :

'কিন্তু তুমিও তো একদিন সমাজতন্ত্রী ছিলে, বাপি?'

'আমাদের সময়টা ছিলো অন্য রকম। হয়তো সেই অর্থে আমি সমাজতন্ত্রী, যেহেতু আমি সামাজিক ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু সেটা প্রকৃত সত্য নয়, লোলা। যেহেতু আমি যুক্তিবাদী, সবকিছুকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতাম, তাই আমি ছিলাম নাস্তিক। জীবনে প্রথম কর্কটরোগ চিকিৎসা করতে গিয়ে আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানিয়েছিলাম, আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু যেদিন ধমনী সংক্রান্ত জটিল রোগে মারা গেলো, আমি ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়েছিলাম, তোমার মা মারা যাবার পর আমি কোনোকিছুকে গ্রাহ্যই করিনি। কিন্তু সেটাই প্রকৃত সত্য নয়। আজ আমি বুঝতে পারি—কোনোকিছুকে ঘৃণা করতে গেলে, কোনোকিছুকে বিশ্বাস করতেই হবে।'

'বাপি!'

'আজ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি দু দুটো বিশ্বযুদ্ধকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে হাজার হাজার তরুণের অকৃত্রিম আত্মদানের মধ্যে দিয়ে এক একজন কোটিপতি রবার্ট মাথা তুলতে পারে, আর দিনের পর দিন ব্যাঙ্কে তাদের জমানো টাকার অঙ্কটা পাঁচ ছয় সাত ঘর থেকে ক্রমশ আরও বেড়েই চলতে থাকে…'

'কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীতে একদিন যুদ্ধ বলে কিছু থাকবে না, বাপি।'

'থাকবে। চিরটা কাল থাকবে। অন্তত যতদিন পৃথিবীতে গরিব বলে এই জাতটা থাকবে, তাদের কাঁধে চেপে থাকবে যুদ্ধও…থাকবে খুন জখম হত্যা আর ধর্ষণ। ঠিক এমনি ভাবে চলে এসেছে পাঁচ হাজার বছর। আসলে এর জন্যে দায়ী আমরা। আমরাই হয়ে গেছি পচা গলা মেরুদণ্ডহীন নষ্ট একটা জীব। সেই জন্যেই তো আমি তোমাদের

আদর্শের প্রকৃত সত্যটাকে জানতে চাই, বুঝতে চাই।'

ডাক্তার ফ্রিমণ্টের কণ্ঠস্বর ক্রমশই চড়ে উঠছে। লোলা কখনও বাবাকে এমন উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখেনি। 'না লোলা, সাম্যবাদ সম্পর্কে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করবো না। পাঁচ বছর আগে হলে হয়তো এসব প্রশ্ন করতামও না। কিন্তু আজ আমি আমেরিকায় এমন একজন সাহসী মানুষ দেখতে পাচ্ছি না যে সাম্যবাদী নয়। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে, তারা কিসের জন্যে সংগ্রাম করছে? কিসের জন্যেই বা তাদের নিজেদের জীবনকে এমন ভাবে উৎসর্গ করছে? আমেরিকার যারা সত্যিকারের দুঃসাহসী মানুষ, তাদের নামে জঘন্য কুৎসা রটনা করা হচ্ছে, বলি হতে হচ্ছে পেশাদারি কয়েকটা লোকের হীন চক্রান্তের, নয়তো বন্দুকের নল উঁচিয়ে শিকারি পশুর মতো তাড়িয়ে এনে জড়ো করা হচ্ছে জেলখানায়। আর মজা লুটছে ভাড়া করা গুণ্ডা, গুপ্তচর, শেখানো বুলি আওড়ে চলা ইস্পাতের পায়রা, কাকতাড়ুয়ার পোশাক পরা কংগ্রেসী আর মাথামোটা সেনেটররা। সত্যি, এ সহ্য করা যায় না! আমেরিকাতে, এই উনিশশো পঞ্চাশ সালেও, যখন চোর বদমাইশ গুণ্ডা বাটপাড় আর খুনীদের ক্ষমা করা হচ্ছে, তখন নোংরা কদর্য এই পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের জন্যে যারা ভালো কিছু করতে চায়···আমার মেয়ে, আমার নিজের মেয়ের মতো সুন্দর কিছু মানুষ, তাদেরকে কোথাও ক্ষমা করা হচ্ছে না···'

'বাপি, বাপ, লক্ষীটি, শোনো···' করুণ স্বরে লোলা মিনতি করলো। 'আমি জানি আমার জন্যে তোমার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এভাবে বলে কোনো লাভ নেই। আমি আমার নিজের জন্যে দুঃখিত নই, এমন কি গ্রেগ বা আমার ছেলেমেয়ে দুটোর জন্যেও দুঃখিত নই। তুমি যতটা ভাবছো, আমরা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি বলিষ্ঠ। আমরা চাই না কারুর ক্ষমা বা করুণা ভিক্ষে করতে।'

'লোলা, ছোট্ট সোনা আমার···'

'না বাপি,' লোলা মাথা নাড়লো। 'আমি এখন আর তোমার

সেই ছোট্ট মেয়েটি নই। এখন আমি বড় হয়ে গেছি, অনেকদিন আগেই বড় হয়ে গেছি। এখন আমি মহিলা। বাপি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু এখন আমি আর ছোট নই। আমি যা করি, জেনে শুনেই করি—কেননা আমি তা বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি, এমনি ভাবে চিরটা কাল চলবে না। চলতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে প্রকৃত সত্যটা। তাই তারা বলে- -আমরা যুদ্ধ চাই না! আমরা চাই না উপবাস, ক্ষুধা আর কলুষতা। আমরা চাই না আরও ধনী, আরও দারিদ্র। তুমি কি মনে করো এতে শাসকশ্রেণী কখনও খুশি হতে পারে? পারে না। তাই ওদের চোখে গ্রেগ, আমি, আমরা অনেকেই বিপজ্জনক। কিন্তু আমাদের কেউ একজনও যতদিন বেঁচে থাকবে, চিরকালই সে সাদাকে সাদা বলবে আর কালোকে কালো, এ ছাড়া তুমি আমাদের কাছ থেকে আর কি আশা করতে পারো, বাপি?'

ডাক্তার ফ্রিমণ্ট তামাকের নলটা আবার ধরিয়ে নিলেন, তারপর ম্লান চোখে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'সত্যিই আমি অনুতপ্ত লোলা। এভাবে ক্ষুব্ধ হওয়াটা আমার ঠিক হয়নি। গত কুড়ি বছরে আমি কখনও এমন ক্ষুব্ধ হইনি। সত্যিই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ··'

'না, না বাপি, ক্ষমা চাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।' লোলা উঠে এসে পেছন থেকে ডাক্তার ফ্রিমণ্টের গলাটা দু হাতে মালার মতো জড়িয়ে ধরলো। 'তুমি বরং রবার্টদের বাড়িতে কি হয়েছে আমাকে বলো।'

'আমি ওখানে গিয়েছিলাম, চলে এসেছি। ব্যাস, আর কিছু নয়।'

'না বাপি, লক্ষ্মীটি, আমি জানতে চাই।'

মুখ তুলে মেয়ের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে ডাক্তার ফ্রিমণ্ট জিগেস করলেন, 'সত্যিই কি তুমি জানতে চাও?'

'হ্যাঁ, বাপি।'

একটু নিশ্চুপ থেকে ডাক্তার ফ্রিমণ্ট কি যেন ভাবলেন, তারপর ছোট্ট করে বললেন, 'বসো। আমি জানি তুমি রবার্টকে ভালোবাসো...'

'হ্যাঁ বাপি, সত্যিই আমি ওকে খুব ভালোবাসি। রবার্ট এখনও বয়েসে তরুণ এবং এই বয়েসে ও যে একজন খুব বড় সার্জেন হতে পেরেছে, এর জন্যে আমি গর্বিত। চার বছর আগে যেবার ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিলো, ও আমাকে ওর বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছিলো। ও অবশ্য খুব নম্র ভাবেই কথাটা বলেছিলো। আসলে ওর স্ত্রীই নাকি চায় না আমি বা গ্রেগ ওদের বাড়িতে যাই। কেননা তখনকার প্রজাতন্ত্রী মন্ত্রীসভায় ওর স্ত্রীর বাবার ফ্রান্স, না ইতালি, না তুরস্ক—কোথাকার যেন প্রতিমন্ত্রী হবার সম্ভাবনা ছিলো। আমাদের জন্যে উনি সে সুযোগটা হারান রবার্ট তা চায় না। কিন্তু তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো বাপি, ভদ্রলোক মন্ত্রী হতে পারলেন কি না, রবার্ট বছরে কত রোজগার করে এবং ওর স্ত্রী কত বড়লোক, এসব কথা আমি কোনোদিন ভাবিনি, আজও ভাবি না। আমি শুধু জানতে চাই আজ ওখানে কি ঘটেছে?'

লোলা জানতে চাইলেও ডাক্তার ফ্রিমণ্ট যে কি জবাব দেবেন উনি নিজেই তা বুঝতে পারছেন না। সামান্য কয়েকটা মিনিটের ঘটনা ওঁর কাছে মনে হচ্ছে কুৎসিত একটা দুঃস্বপ্নের মতো, যা উনি জীবনে কখনও ভুলতে পারবেন না, যা চিরটা কাল কবরের চাইতেও ভারি একটা বোঝার মতো বুকের ওপর চেপে বসে থাকবে। যুক্তি, তর্ক, বোধ—সারাটা জীবনের যাকিছু সঞ্চয়, তা যেন চোখের নিমেষে অর্থ-হীন হয়ে গেছে। ওখনকার ওই বিপুল প্রাচুর্য আর বৈভবের তুলনায় লোলার আপাত বিধ্বস্ত, নড়বড়ে এই ছোট্ট সংসারটাকে অনেক অনেক বেশি উষ্ণ আর অর্থবহ মনে হচ্ছে।

পার্ক এভিনিউয়ে ছেলের স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসাটায় গিয়ে উনি যখন ঘন্টি বাজালেন, উর্দি পরা একজন পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিলো।

জীর্ণ পোশাকপরা গাঁয়ের একজন ডাক্তার তার ধনী ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চায়। ধনী ছেলেটাকে কিন্তু ভারি চমৎকার দেখতে—লম্বা দোহারা চেহারা, অ্যাংলো স্যাকসনদের মতো একটু লম্বাটে মুখ, টকটকে গোলাপী গায়ের রঙ। আগ্রহভরে কোনো রকমে বলার চেষ্টা করলো, 'বাবা তুমি! সত্যিই তোমাকে আশা করতে পারিনি।' নীরস গলায় ডাক্তার ফ্রিমণ্ট জবাব দিলেন, 'আজ আমার জন্মদিন। তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি, রবার্ট।' তীব্র এই ব্যঙ্গোক্তির জন্যে ডাক্তার ফ্রিমণ্টের নিজেরই কেমন যেন খারাপ লাগলো। সাদা আর সোনালীতে রঙকরা বাইরের ছোট ঘরটা থেকে নরম গালচে বিছোনো প্রকাণ্ড বৈঠকখানার অনেকটাই চোখে পড়ছে। সেখানে অতিথিরা নানান ধরনের পানীয়ের আসর জমিয়েছে, শোনা যাচ্ছে তাদের সহাস্য উতরোল আর স্খলিত সংলাপ।

সম্ভবত রবার্ট ডাক্তার ফ্রিমণ্টের এখানে আসার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা তখনই অনুমান করতে পেরেছিলো, তাই বাবার হাত ধরে বললো, 'চলো, আমরা বরং খুপরিটাতে গিয়ে বসি।'

এমন অনায়াস ভঙ্গিতে রবার্ট 'খুপরি' শব্দটা উচ্চারণ করেছিলো, ডাক্তার ফ্রিমণ্টের সেটা আদৌ ভালো লাগেনি। অন্তত একজন ডাক্তার হিসেবে আর একজন ডাক্তারকে ও বলতে পারতো—রোগী দেখার ঘর, পরামর্শ কক্ষ কিংবা আমার দফতর।

ডাক্তার ফ্রিমণ্টের একবার মনে হলো বেশ কড়া করে রবার্টকে শুনিয়ে দেন যে ছেলের উচিত ছিলো বাবার সঙ্গে অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। পরক্ষণেই ওঁর মনে হলো এই ধরনের ছেলেমানুষির কোনো প্রয়োজন নেই। উনি তো আর এখানে অতিথি হিসেবে আসেননি, নিজেকে ওঁর অতিথির মতো মনেও হচ্ছে না।

খুপরিটাতে আসার পর রবার্টই প্রথম জানতে চাইলো, 'লোলা আর গ্রেগের ব্যাপারটায় 'তুমি এখানে এসেছো, তাই না বাবা?'

এমন সরাসরি আক্রমণে মুহূর্তের জন্যে ভারসাম্য হারিয়ে ফেল-

লেও ডাক্তার ফ্রিমণ্ট অকপটেই স্বীকার করলেন যে রবার্টের অনুমানই ঠিক।

'হয়তো তুমি আমাকে ভাববে স্বার্থপর। তবু ওদের জন্যে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, বাবা।'

'কেন সম্ভব নয়, রবার্ট? লোলা তোমার বোন।'

'আমি জানি। এবং ঠিক সেই কারণেই সম্ভব নয়।'

'আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না, রবার্ট!'

'কেন বুঝতে পারছো না, বাবা? আজ গ্রেগকে নিয়ে যে কাণ্ডটা ঘটতে বসেছে···'

'তার জন্যে লোলা দায়ী নয়।'

'কিন্তু লোলা যে এর বাইরে, এ কথাই বা তোমাকে কে বললো?'

'প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা আদর্শ আছে এবং সেই পথে তার চলার অধিকারও আছে।'

'নিশ্চয়। ওর যেমন একটা আদর্শ আছে, ঠিক তেমনি আমারও আছে। এবং নিজের আদর্শ অনুযায়ী চলাটাকেই আমি বেশি পছন্দ করি। তাছাড়া কেউ যদি ভেবে থাকে হীন ষড়যন্ত্র করে বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে জোর করে সরকারের পতন ঘটাবে—তাহলে তাকে আর যে যাই বলুক, আমি অন্তত আদর্শ বলতে পারি না।'

'আমি এখানে তর্ক করার জন্যে আসিনি রবার্ট। লোলা আস্থবিধের মধ্যে পড়েছে। ওর জন্যে আমার টাকার প্রয়োজন।'

'এ অনুরোধ আমাকে কোরো না, বাবা।'

'রবার্ট, জীবনে আমি কোনো দিনের জন্যে তোমার কাছে হাত পাতিনি, কিন্তু আজ আমার প্রয়োজন।'

'জেনে শুনে আমি দুষ্কর্মের অংশীদার হতে পারবো না, বাবা। তোমার নিজের প্রয়োজন হলে আমি নিশ্চয়ই দিতাম। কিন্তু লোলার জন্যে সম্ভব নয়।'

'তাহলে আমার নিজেরই প্রয়োজন।'

রবার্ট ম্লান ঠোঁটে হাসলো। 'আমি জানি তোমার প্রয়োজন নয়, প্রয়োজনটা লোলার। কিন্তু সচেতন ভাবে এ ব্যাপারে তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারছি না বলে আমি সত্যিই দুঃখিত, বাবা।'

'তাহলে জেনে রেখো আমিও অত্যন্ত দুঃখিত।'

কথাটা বলে বৃদ্ধ ফ্রিমণ্ট কোনো রকমে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন।

ঘটনাটা খুবই সাধারণ। প্রথমে ভেবেছিলেন ওটা একটা দুঃস্বপ্ন, ওটার কথা ভুলে যাওয়াই উচিত। সারাটা পথ ভুলে যাওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। তাই এখন লোলাকে সামনে পেয়ে একের পর এক অজস্র প্রশ্ন ভিড় করছে ওঁর মনের মধ্যে—কি অন্যায় করেছেন উনি? নিজের রক্ত-মাংসে গড়া সন্তানের এই চরম অবনতি কেন ঘটলো, কেমন করে ঘটলো? বাবা হিসেবে উনি কি এতই খারাপ? তাহলে ওর মার সম্পর্কেও কি এই একই ধারণা?

'না না, তুমি কোনো অন্যায় করোনি, বাপি।' অস্ফুট, ম্লান স্বরে লোলা বললো। 'আসলে আমরা এমনই অদ্ভুত একটা পৃথিবীতে বাস করি, যেখানে হয়তো আলাদা করে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।'

ঠিক এই মুহূর্তে এছাড়া আর কি বলে বাপিকে সান্ত্বনা দেবে লোলা নিজেই বুঝতে পারলো না। এটা ওঁর জীবনের···ওঁর মতো প্রতিটা মানুষেরই জীবনের করুণ কাহিনী, যখন ওঁদের যুগটা শেষ হয়ে যায় আর ওঁরা এসে দাঁড়ান মরুভূমির মতো নিঃসঙ্গ, রিক্ত, ধু ধু একটা নানাবাদার সামনে। তেমনি কোনো মুহূর্তে ওর পক্ষে সত্যিই কি বলা সম্ভব? আর যাই হোক, ওর পক্ষে তো আর এই বৃদ্ধ মানুষটার বউ বা মা হওয়া সম্ভব নয়।

'দোষ বা অন্যায়ের প্রশ্ন এটা নয়। আমি ভাবছি রবার্টের কথা।' নিভে যাওয়া তামাকের নলটা মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে যেভাবে কথাটা বললেন, স্পষ্টই বোঝা গেলো মনে মনে উনি খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। 'ওর কি ধারণা, বড় লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছে বলেই

বাবাকে অপমান করার যথেষ্ট অধিকার ওর আছে ?'

'ও কথা তুমি ভুলে যাও, বাপি।'

'বাবা হয়ে এ অপমান কেউ কখনও ভুলতে পারে না, লোলা।'

'ঘৃণা বা বিদ্বেষ নিয়ে কেউ চিরটা কাল বাঁচতে পারে না।'

'ঘৃণা বা বিদ্বেষ আমি কখনও কারুর ওপর পোষণ করি না। রবার্টের কাছে এই ধরনের আচরণ আশা করিনি বলেই আমার অসম্ভব খারাপ লাগছে।'

'তোমার খারাপ লাগাটা স্বাভাবিক। কিন্তু ধরো, তোমার কাছে, অসুস্থ বা আহত কেউ দেখাতে এলো, তুমি কি না দেখেই তাকে তাড়িয়ে দেবে ? আঘাতটা মারাত্মক বলেই কিতুমি তাকে মরতে দেবে ?'

'কিন্তু লোলা…'

'না বাপি, দোহাই তোমার, নিজের জন্যে অনুতপ্ত হই এমন কথা তুমি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা কোরো না। আমাদের জীবনে এই যে ঘটনাটা ঘটে গেলো, এর জন্যে আমি বা গ্রেগ কেউই অনুতপ্ত নই। সারাটা পৃথিবী যখন ঘুরছে, বদলে যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তেই বিস্ফোরণ ঘটছে, তখন রবার্ট কি বলছে তা শুনে তুমি আঘাত পাচ্ছো ? ও তো তোমার কাছে এখন স্মৃতি, আজ থেকে কুড়ি বছর আগের অতীত একটা স্মৃতি। এই দীর্ঘ কুড়ি বছরে দুঃসাহসী কিছু মানুষ পৃথিবীটাকে সুন্দর করে গড়তে চায় বলে আজও বুকে বুক দিয়ে সংগ্রাম করে চলেছে। সুতরাং সত্যি করে যদি কাউকে করুণা করতে হয় তো—সেই-সব দুঃসাহসী মানুষদের জন্যে নয়—করুণা করো তোমার নিজের ছেলে, আমার ভাই, রবার্টের জন্যে। ওর জন্যে তুমি যদি চোখের জল ফেলতে চাও, ফ্যালো ; কিন্তু আমার চোখের জল অত সস্তা নয়।'

'লোলা ! লোলা ! সত্যি এ আমি ভাবতেই পারছি না !'

'কেন ভাবতে পারছো না, বাপি ?' আদুরে গলায় মিষ্টি করে লোলা বলে চললো। 'এসব তো একদিন আমি তোমার কাছ থেকেই

'শিখেছিলাম—কেমন করে সবকিছুকে জানতে হয়, ভাবতে হয়, ভালোবাসতে হয়। সত্যি, তুমি বিশ্বাস করো বাপি, আবার যদি কখনও আমাকে একাজ করতে হয়, আমি ঠিক একই ভাবে করবো, কোথাও এতটুকু অন্য রকম হবে না। মনে আছে, অনেক দিন আগে, আমি আর গ্রেগ, আমাদের যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলোতে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এবং যা যা আমরা বিশ্বাস করি, সেইসব বিষয় নিয়ে একদিন অজস্র, অন্তহীন তর্ক করতাম, কিন্তু পরে এমন একটা সময় এলো যখন আমরা আর তর্ক করতাম না, তখন যা বিশ্বাস করি তাকে আমরা মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতাম এবং আমাদের সেই আদর্শ, সেই বিশ্বাস যে কত সঠিক, স্পেন আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই তা চোখে আঙুল দিয়ে প্রমান করে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে আমি যেন একটু একটু বুঝতে পারছি!' যেন বিস্মৃতির কোন অতল থেকে উঠে এলো বৃদ্ধ মানুষটির বুক খালি করা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস।

লোলা কিন্তু ঘুমপাড়ানি সুরে মুদে আসা আশ্চর্য এই মিষ্টি গলায় একই ভঙ্গিতে বলে চলেছে, 'হয়তো আজ তোমার অবাক লাগছে, কিন্তু একদিন দেখবে—কিছু ঘটুক বা না-ই ঘটুক, তোমার আমার গ্রেগের মতো মানুষ, হাজার হাজার মানুষ, যারা এগিয়ে যাবার ঠিকই এগিয়ে চলেছে। সিঁড়ির ওপারে, আমাদের ঠিক পাশের বাসাতেই শোয়ার্টজ্ বলে এক ভদ্রলোক থাকেন, শক্তি-উৎপাদনকেন্দ্রে তেল জোগান দেওয়ার নিতান্তই সাধারণ একজন শ্রমিক, সারা রাত জেগে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, দিনের বেলাতেও এতটুকু স্বস্তি পান না, সারাক্ষণ বউয়ের সঙ্গে খিটিমিটি লেগেই থাকে। অথচ আমার এই বিপদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী স্ত্রী দুজনেই যেন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমাকে সাহায্য করবেন বলে। ওঁদের দুজনের কেউই কিন্তু আমাকে জিগেস করেননি আমার আশা-আকাঙ্খা, আদর্শ আর স্বপ্নের কথা। আমার ছেলেবেলায় দেখা কৌটো-কারখানার কোনো শ্রমিক

যখন মারাত্মক ভাবে জখম হয়ে তোমার কাছে আসতো চিকিৎসার জন্যে, ঠিক যেমন তুমি ওদের কখনও জিগেস করতে না নাম ধাম ঠিকানা কাজ বা আদর্শের কথা। নামবিহীন, মুখবিহীন, স্বপ্নবিহীন সেইসব শ্রমিকদের তখন তোমার নিতান্তই একজন রুগীর মতো মনে হতো না, মনে হতো একজন মানুষের মতো, তাই না বাপি? নইলে কেন তুমি নিজের গাড়িতে পঁয়তাল্লিশ মাইল পথ ভেঙে ওদের সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে?'

বিস্ফারিত চোখে ডাক্তার ফ্রিমণ্ট মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। 'তার সঙ্গে কি এর কোনো সম্পর্ক আছে?'

'নিশ্চয়ই!'

যেন মগ্নতার অতল থেকেই ডাক্তার ফ্রিমণ্ট ধীরে ধীরে জবাব দিলেন, 'বৃদ্ধ একটা মানুষের পক্ষে তোমাকে বুঝতে যাওয়াটা অনেক দেরি হয়ে গ্যাছে, লোলা···অনেক দেরি হয়ে গ্যাছে!'

'না বাপি, না···একটুও দেরি হয়নি।' হাসতে হাসতেই লোলা বললো। 'মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি এ পৃথিবীতে সত্যিই কোনোদিন কিছু শেষ হয় কিনা। হয়তো আজকের দিনটা খুবই অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে, তবে একদিন না একদিন এমনটা যে ঘটবে আমি জানতাম।'

লোলার কথার মাঝেই দরজার ঘন্টিটা হঠাৎ উৎচকিত শব্দে বেজে উঠলো। অর্থাৎ দিনটা তখনও শেষ হয়নি।

১৬

লোলা বললো, 'লক্ষ্মীটি, একটু ছাখো না বাপি, আমার ভীষণ ক্লান্তি লাগছে।' মুখে বললেও, ডাক্তার ফ্রিমণ্ট যেভাবে আসন ছেড়ে উঠে ভারি দেহটাকে ধীরে ধীরে দরজার দিকে টেনে নিয়ে চললেন, বৃদ্ধ মানুষটার জন্যে লোলা মনে মনে সমবেদনা বোধ না করে পারলো না। ওর তখনই মনে হলো—উনিও অসম্ভব ক্লান্ত। আর ওই যে ঝুলে পড়া কাঁধ, ও-দুটো আর কোনাদিনের জন্যেও সোজা হবে না। টেবিলের ওপর মেলে ধরা নিজের চওড়া হাত আর দীঘল আঙুলগুলোর দিকে লোলা এখন অনিমিখে তাকিয়ে রয়েছে, ও কিছুই ভাবছে না, শুধু একটা কান খাড়া করে রেখে দিয়েছে দরজার দিকে। লোলা দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলো, সেই সঙ্গে কানে এলো চাপা আর কেমন অদ্ভুত একটা গলায় স্যাম ফেল্ডবার্গার কি যেন জিগেস করছে। বাপি হয়তো চিনতে পারবে না ভেবে লোলা নিজেই উঠে গেলো এবং ডাক্তার ফ্রিমণ্টের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলো। স্যাম বললো ও লোলার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু।

লোলা দরজার কাছে পৌছোনোর পর স্যাম ভেতরে প্রবেশ করলো। লোলা ওর দিকে মুখ তুলে তাকালো। তিনজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেননা বৃদ্ধ ফ্রিমণ্ট তখনও যেন লোলার চোখ দিয়েই স্যাম যেল্ডবার্গারকে যাচাই করার চেষ্টা করছেন।

চাপা স্বরে লোলা জিগেস করলো, 'কি হয়েছে, স্যাম?'

স্যাম নিশ্চল।

'স্যাম, কি হয়েছে!'

স্যাম ফেল্ডবার্গার ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। চোখের পাতা নামিয়ে, রুদ্ধ আবেগে মৃদু কাঁপতে থাকা আরক্তিম মুখখানা নত করে ও তখনও খুব ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে চলেছে।

'স্যাম!' লোলা আর্তনাদ করে উঠলো। 'গ্রেগের কি হয়েছে?'

আনত মুখটা স্যাম কোনো রকমে একটু তোলার চেষ্টা করলো। 'গ্রেগ মারা গ্যাছে।' প্রায় সুসংবদ্ধ হয়ে থাকা চোখের কোণে তখন টলটল করছে দু ফোঁটা অশ্রু। 'গ্রেগ মারা গ্যাছে, লোলা।'

কথাটা লোলা শুনতে পেয়েছিলো, কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর চোখে-মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। যেন শব্দগুলো নির্মম বুলেটের মতো বিদ্ধ করে ওর ভাবনাকে একেবারে স্থবির করে দিয়েছে। 'এ তুমি কি বলছো স্যাম, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না! একটু আগে তুমি বললে গ্রেগ ঠিক আছে, ওর কোনো ক্ষতি হবে না। তাহলে এখন কেন অন্য রকম বলছো? সত্যিই ওর কি হয়েছে, স্যাম?'

'ও মারা গ্যাছে, লোলা।' ম্লান, বেদনাহত স্বরে স্যাম আস্তে আস্তে বললো।

'কি বলছো তুমি নিজেই জানো না, স্যাম! কেন তুমি আমার সঙ্গে এরকম নির্মম ঠাট্টা করছো? আমি নিজে গ্রেগকে খুঁজে পেয়েছি। আমরা দুজনে একসঙ্গে সিনেমাহল থেকে বেরিয়ে এসেছি। ও আমার স্বামী। ও বেঁচে আছে। অথচ সারাটা দিন ওরা আমাকে নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছে গ্রেগ মৃত। কিন্তু আমি জানি গ্রেগ মৃত নয়। ও বেঁচে আছে। আমি নিজে চোখে ওকে দেখেছি!'

ডাক্তার ফ্রিমন্ট ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দুহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। লোলা অবাক চোখে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার সুরে জিগেস করলো, 'গ্রেগ বেঁচে নেই? স্যাম কি বলছে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, বাপি। আমি বলছি—গ্রেগ বেঁচে আছে, গ্রেগ মরেনি, আমি নিজে চোখে ওকে দেখেছি—ও কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। লক্ষ্মীটি, তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে বলো তো, বাপি!'

'কি হয়েছে?' বৃদ্ধ থম থমে গলায় স্যামকে জিগেস করলেন, 'ওর মানসিক অবস্থা দেখে কিছু বুঝতে পারছো না? কি ঘটেছে ওকে একটু বুঝিয়ে বলো।'

বাপির পিঠে মুখ চেপে লোলা উদাস চোখে তাকিয়ে রয়েছে, তবু

স্যাম ফেল্ডবার্গারের কথাগুলো শুনছে। স্যামের কণ্ঠস্বর কাঁপছে, না ওর পায়ের নিচের পৃথিবীটা দুলছে, লোলা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছে না। তবে এখন মনে হচ্ছে স্যামের কথাগুলো ও যেন একটু একটু বুঝতে পারছে, নইলে স্যামের কথাগুলো শুনছে এবং একই সঙ্গে নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছে, এমনটা কখনও ঘটতো না। স্যামের কথাগুলো ও মন দিয়ে শুনছে আর নিজেই নিজের মনকে বলছে কি শুনছে। থানা থেকে নিয়ে গিয়ে ওরা জেলখানার একটা কুঠরিতে অন্য একজন কয়েদির সঙ্গে গ্রেগকে আটকে রেখে দিয়েছিলো। অন্য যে কয়েদি, জাতে ক্রোটিয়ান, ফ্যাসিস্ট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুগোশ্লাভিয়াতে বিপুল সংখ্যক গনহত্যার অপরাধে তার বিচার চলছে। নির্বাসনের জন্যেই লোকটাকে ওই কুঠরিতে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো। ওদের ধারণা লোকটা হাত-মুখ ধোয়ার পাত্রের সঙ্গে লাগানো লোহার ভারি জলের নলটা খুলে নিয়েছিলো। কিন্তু কি ভাবে যে নলটা খুলেছে, সে সম্পর্কে ওরা স্পষ্ট কিছু বলতে পারেনি। কুঠরিতে ঢোকানোর পর গ্রেগ সবে যখন পেছন ফিরেছে, লোকটা ওই নল দিয়ে গ্রেগের মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানে। এতে গ্রেগের করোটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আর্তনাদ শুনে জেলখানার প্রহরী সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে, লোকটার হাত থেকে নলটা কেড়ে নেয় এবং গ্রেগকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছোবার আগেই গ্রেগের মৃত্যু ঘটে। বলতে গেলে এক রকম আঘাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেগ মারা যায়। লোলা নিজের মনেই পুনরাবৃত্তি করে—আঘাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেগ মারা যায়। অথচ সুস্থ স্বাভাবিক একটা মানুষের মতো সে বেঁচেছিলো, নিশ্বাস নিচ্ছিলো, হয়তো ওর, রজার আর পেটির কথাই ভাবছিলো, হঠাৎ স্পষ্ট করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই অতর্কিত আঘাতে নেমে এলো চাপচাপ অন্ধকার, তারপর সব সবকিছু শেষ হয়ে গেলো। গ্রেগ আর নেই। জীবনের অনেকগুলো দিন ও কাটিয়েছে স্পেনে, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় জঙ্গলের যুদ্ধে আর নর-

ম্যাণ্ডিতে, তখনও কোনো বুলেট ওকে স্পর্শ করতে পারেনি, অথচ এখন ও মৃত, কেননা একটা লোক অতর্কিতে ওর মাথায় লোহার নল দিয়ে আঘাত হেনেছে। ওর মজবুত দীর্ঘ দেহটা এখন কোথাও পড়ে রয়েছে, মুখের ওপর ঢাকা রয়েছে একটা চাদর—গ্রেগ নেই! সব সব শেষ! বুঝতে পারছো, তুমি বুঝতে পারছো, লোলা—গ্রেগ নেই! গ্রেগ মৃত! সেই জন্যে স্যাম এখানে এসেছে। স্যাম এখানে তোমাকে বলতে এসেছে যে গ্রেগ মৃত। এখন আর এর মধ্যে কোনো ভুল নেই, কেননা তুমি ওকে বলতে শুনলে না যে গ্রেগের মৃতদেহটা ও দেখেছে? এমন কি গ্রেগের মুখটাও ও দেখেছে!

বাপির পিঠে মুখ রেখে লোলা দাঁড়িয়ে ছিলো, এখন ও কাঁদছে। ঠিক বাচ্চাদের মতো পরিপূর্ণ আর স্বাভাবিক ভাবেই কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতেই নিজের মনকেই প্রশ্ন করছে—এখন আর কেঁদে কি লাভ, লোলা? তুমি তো আগেই স্থির করেছিলে কাঁদবেনা। কিন্তু এখন গ্রেগ মৃত—হিমেল আর শক্ত কাঠ! তাই আমি কাঁদবো। আমাকে কাঁদতে হবে। পরে হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু এখন আমি কাঁদতে চাই।

এর ফাঁকে ফাঁকেই লোলা শুনতে পাচ্ছে বৃদ্ধ মানুষটা স্যামকে নানান প্রশ্ন করছেন। প্রার্থনারত কোনো মানুষের মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে ওঁর কণ্ঠস্বর—কেন, কেন একজন মানুষ আর একজন মানুষকে খুন করলো, যখন পরস্পরে কেউ কাউকে চেনে না, কেউ কাউকে দেখেনি? এমন কি কেন আর অ্যাবেল—ওরাও ছিলো আপন দুভাই, অথচ এরা··· না, সত্যি এ ভাবা যায় না! সম্পূর্ণ অর্থহীন! পৃথিবীটা কি এমনই উন্মত্ত যে মানুষ নিছক খুনের জন্যেই খুন করতে পারে? খুন করা সম্ভব? লোলা নিজের মনেই বিলাপ করে ওঠে—জবাব দাও স্যাম। উনি জানতে চাইছেন, কেন একজন মানুষ আর একজন মানুষকে খুন করলো? ওঁকে বলো স্যাম, উনি জানতে চাইছেন।

লোলা বুঝতে পারলো স্যাম জবাব দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

এমনকি ও যদি স্যামের মুখের দিকে তাকাতো, দেখতে পেতো স্যামের চোখতুটোও জলে ভরে উঠেছে, সুন্দর মুখখানা শুকিয়ে ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু এখন ও আর স্যামের মুখের দিকে তাকাবে না। মনে মনে স্যামকে ও নির্বাসন দিয়েছে অনেক দূরের নির্জনতম কোনো দ্বীপে, সেখান থেকে স্যামের মুখটা ও আবছা দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। যদিও লোলার হৃদ্‌পিণ্ডটাকে কে যেন শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে রেখেছে, তবু স্যামের প্রতিটা শব্দ ও শুনছে, যেন ছুরির তীক্ষ্ণ তৃষ্ণার্ত ফলার মতো এসে বিঁধছে বুকের গভীরে। কিন্তু, লোলা অবাক হয়েই ভাবলো, স্যামের কথা বলতে এমন কষ্ট হচ্ছে কেন? ওর তো কোনো ক্ষতি হয়নি। তাহলে স্যামও কি ওর মতো যন্ত্রণায় ম্লান আর বিবশ হয়ে যাচ্ছে? যে লোকটা নির্দ্বিধায় একটা মানুষকে খুন করলো, সে কিন্তু মরতে চায় না। হয়তো অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে একজন কমিউনিস্টকে খুন করার অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে জীবনভিক্ষাও চাইতে পারে। যেকোনো খুনই অপরাধ, কিন্তু একজন কমিউনিস্টকে খুন করা ওর কাছে সম্মানভূষিত হবার মতোই পবিত্র কর্তব্য। পুলিসের ধারণা কেউ কিছু জানে না, গ্রেগ কমিউনিস্ট শুনেই লোকটা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে খুন করেছে। স্যামের ধারণা অবশ্য অন্য রকম। কিন্তু স্যাম তো আর জানে না যে ক্ষমতালোভী উন্মত্ত কিছু মানুষ সারা দেশ জুড়ে সুপরিকল্পিত ভাবে ফাঁদ পেতে রেখে দিয়েছে, আর উন্মাদ ওই ক্রোটিয়ানের মতো লোকগুলোকে ওদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। স্যাম কি সত্যিই এ সব খবর রাখে? ওর বাবা কি এ সম্পর্কে কিছু জানেন?

বাপির পিঠ থেকে মুখ তুলে তালুর উলটো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে লোলা এবার স্যামের দিকে তাকালো। স্যামই এই প্রথম সরাসরি ওকে বললো, 'খবরটা তোমাকে না জানিয়ে আমার কোনো উপায় ছিলো না, লোলা।'

'তুমি কি গ্রেগকে দেখেছো?'

'হ্যাঁ, লোলা।'

'গ্রেগ কি মারা গ্যাছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা কিন্তু আজ আগেও একবার বলেছিলো যে গ্রেগ মৃত।'

'কিন্তু এখন আমি জানি গ্রেগ মৃত।'

তিনজনেই ঘরের মাঝখানে নিশ্চুপ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমনই প্রগাঢ় সেই নৈঃশব্দ্য যে রান্নাঘর থেকেও শোনা যাচ্ছে ঘড়ির টিকটিক শব্দ। অবশেষে নীরবতা ভেঙে, প্রায় বুজে আসা ভাঙা ভাঙা গলায় ডাক্তার ফ্রিমণ্ট ডাকলেন:

'লোলা…'

লোলা কিন্তু ঘনঘন মাথা নাড়ার ভঙ্গিতে চকিতে ওঁকে থামিয়ে দিলো। লোলা তখনও ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলো, এক সময়ে ঘুরে, ধীরে ধীরে বাচ্ছাদের শোবার ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

বন্ধ ঘরে শয্যার সামনে দাঁড়িয়ে লোলা বাচ্ছাদুটোর দিকে তাকালো। কিন্তু অন্ধকারে চোখ সয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগলো, ঠিক যেমন লাগেছিলো সিনেমা হলের স্বল্প আলোয় গ্রেগকে খুঁজে নেবার সময়। খানিকক্ষণ পর বাচ্ছাদুটোর নিদ্রাতুর অবয়ব ওর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নির্জন, নিতল ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে নিটোল শান্তিতে হাত পা ছড়িয়ে ওরা ঘুমোচ্ছে। ওদের ছোট ছোট নরম শরীরদুটো নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে মৃদু ওঠা-নামা করছে, বিশ্রামে আপনা থেকেই সতেজ হয়ে উঠছে ওদের জীবনীশক্তি। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে জানতে পারবে ওদের বাবা নেই, চিরকালের মতো চলে গেছে, আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না। ভোরে উঠে ওরা যে সূর্যোদয় দেখতে পাবে, গ্রেগ তা দেখতে পাবে না। গ্রেগ আর কোনোদিনই কোনো সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখতে পাবে না। ওরা একদিন বড় হয়ে ওঠবে, যৌবনের উজ্জ্বল লাবণ্যে হয়ে উঠবে দীপ্ত আর বলিষ্ঠ, জীবনযাত্রার নানান স্তর অতিক্রম করে দেখবে নিজেদের

সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনিদের মুখ। হয়তো বাবার আর কোনো স্মৃতিচিহ্নই থাকবে না ওদের মনে। আপন ধারায় বয়ে চলবে এ পৃথিবী, ওদের জীবন, এমন কি লোলারও।

এমনি ভাবে কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো লোলার মনে নেই, তবে মাঝে একবার কপাট ঠেলার শব্দ শুনতে পেয়েছিলো, চোখ ধাঁধানো আলোর একটা ঝলক, কিন্তু পরক্ষণেই কপাটটা আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। একা, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে লোলা ভেবে চলেছে, বুকের ভেতরের অদৃশ্য যন্ত্রণাটা তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হয়ে উঠছে। প্রিয় কোনো মানুষের মৃত্যুতে ঘনিয়ে ওঠা এই যে নিঃসঙ্গতা, অন্য আর কি দিয়ে যে ভরানো সম্ভব লোলা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না। গ্রেগের অদেখা অজানা যে ভবিষ্যৎ, লোলা মনে মনে তাকে কল্পনা করার চেষ্টা করলো। কিন্তু যার মুখোমুখি ও এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে, আগামী ভোরের প্রতীক্ষায় ওত পেতে থাকা সেই সুদীর্ঘ রাত্রির অন্ধকার ছাড়া লোলা আর কিছুই দেখতে পেলো না। তবে বেশ খানিকক্ষণ পর লোলা বুঝতে পারলো ধীরে ধীরে ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে, সেই সঙ্গে একটু একটু করে জমতে শুরু করেছে ঘৃণা। এখন লোলা ও-দুটোকে যেন স্পষ্ট চিনতে পারছে, বুঝতে পারছে, এমন কি বুকের মধ্যে অনুভবও করতে পারছে।

অবশ্য ওর ঘৃণা বা ক্রোধ, কোনোটাই তেমন মারাত্মক তীব্র নয়, কেবল ততটুকুই, যতটুকু না হলে যাকে ও অসম্ভব ভালোবাসে সেই মানুষটাকে ছাড়া বাঁচতে যাওয়াটা ওর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। লোলা যেন নিজের মনেই বললো—এখন একটু ঘৃণা ছাড়া আমি বাঁচবো কেমন করে? কেননা আমাকে যেমন ভালোবাসতে হবে, তেমনি এখনও আমাকে বাঁচতে হবে। গ্রেগের জন্যে, গ্রেগের অসমাপ্ত কাজের জন্যেই আমাকে বাঁচতে হবে। ওর মন, ওর ভাবনা, ওর সত্তার সবটুকু যখন আমার জানা, তখন ওর বাকি কাজটাও আমার অজানা থাকবে না। রজারও একদিন ওর মতো হয়ে উঠবে—ভাবনায়, আদর্শে

ঠিক ওর বাপিরই মতো বলিষ্ঠ আর নির্ভীক। আজ সারাটা দিন তো আমার ভয়ে ভয়েই কেটে গেলো, কিন্তু এখন আমার আর ভয় করছে না। একটুও না।

'ভালো করে ঘুমোও, ছোট্ট সোনামণিরা আমার!' বাচ্ছাছুটোর উদ্দেশ্যে লোলা চুপিচুপি বললো। 'আমি পরে এসে আবার তোমাদের দেখে যাবো!' তারপর লোলা বসার ঘরটাতে ফিরে এলো, যেখানে ডাক্তার ফ্রিমণ্ট আর স্যাম ফেল্ডবার্গার ওরই জন্যে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে।

'এসো, লোলা।' মেয়েকে দেখে ডাক্তার ফ্রিমণ্ট ব্যাকুল স্বরে বলে উঠলেন। 'সারাদিন শরীরের ওপর দিয়ে যা ধকল গ্যাছে, তার ওপর এই মর্মান্তিক তুর্ঘটনা তোমার স্নায়ুর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হতে পারে। তাই ঘুমের জন্যে তোমাকে···'

লোলা সুস্পষ্ট এবং দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। 'আমার স্নায়ু ঠিক আছে এবং পরে ঘুমোবার যথেষ্ট সময়ও পাবো। এখন আমি স্যামের সঙ্গে গিয়ে গ্রেগকে দেখে আসতে চাই। তুমি ততক্ষণ এখানে বাচ্ছা-ছুটোর কাছে থাকো। পরে ফিরে এসে আমরা অন্য বিষয়ে কথা বলবো, বাপি।'

'সত্যিই কি তোমার যাওয়া উচিত বলে মনে হয়, লোলা?'

'নিশ্চয়ই। তোমারও কি তাই মনে হয় না, স্যাম?'

ছোট্ট করে মাথা নেড়ে স্যাম সমর্থন জানালো।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে, যেন স্বগত স্বরে লোলা বলে চললো, 'এ পৃথিবীতে অনেক কিছু ভালো জিনিস রয়েছে, যা আমি কখনও করিনি। এখন থেকে আমি ওগুলো ভালো ভাবে করা শিখতে চাই।' কথাটা বলে লোলা বেশি শান্ত ভাবেই বাপির গালে ছোট্ট একটা চুমু দিলো, তারপর স্যামকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, যাতে ওর সব চাইতে প্রিয় মানুষের মুখটা অন্তত একটি বারের জন্যে দেখতে পায়।